আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

## ক্যাপিটল হিলে হামলাকারী কে এই যুবক?

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটল হিলে গত জানুয়ারিতে রক্তাক্ত **(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
# বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ২৮ || সোমবার || চৈত্র ২১ || ১৪২৭ || শাবান ২৩ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 28 || 5 April || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

# লকডাউনে বাংলাদেশ

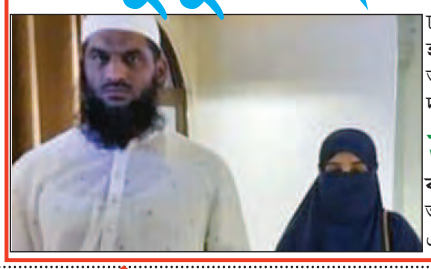
**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** করোনাভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণ ভয়াবহ বৃদ্ধি পাওয়ায় ৩৭৩ দিন পর আবারও সারা দেশে সোমবার থেকে এক সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। তবে লকডাউনের আওতামুক্ত থাকবে জরুরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, পণ্যবাহী পরিবহনের পাশাপাশি খোলা থাকবে সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট পরিবহনও। এর বাইরে শুধু শিল্পকারখানা খোলা থাকবে। শ্রমিকরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিফট অনুযায়ী কাজ করবেন। সবাইকে কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানতে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় লকডাউন আরও বাড়তে পারে বলে জানা গেছে। লকডাউনের সময় বাস, ট্রেন, লঞ্চসহ বন্ধ থাকবে অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল। তবে উড়োজাহাজের আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু থাকছে। এদিকে লকডাউন ঘোষণার পরেই ফাঁকা হতে শুরু করেছে রাজধানী ঢাকা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষ গতকাল থেকেই ঢাকা ছাড়তে শুরু **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

### হেফাজত নেতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

## তাদের চরিত্র কেমন তা মানুষ দেখেছে

**ঢাকা ডেস্ক:** সম্প্রতি হেফাজতে ইসলামের কর্মসূচিতে সংঘাত-সহিংসতায় জড়িতদের আইনের আওতায় আনার ইঙ্গিত দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আইন তার নিজস্বগতিতে চলবে, এসব অপকর্মের সঙ্গে যারা জড়িত **(বাকি অংশ ২৫ পাতায়**

## মামুনুল হককে নিয়ে তোলপাড়



ঢাকা ডেস্ক: নারায়ণগঞ্জে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হককে নিয়ে তোলপাড় হয়েছে। দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে সোনারগাঁয়ের একটি রিসোর্টে অবস্থানকালে বিকালে তিনি স্থানীয়দের ঘেরাওয়ের শিকার হন। এ সময় মামুনুল হক দাবি করেন, সঙ্গে থাকা ওই নারী শরিয়তসম্মত তার **(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)**

### হাজব্যান্ডের সাথে এসে কোনো অন্যায় করিনি : মামুনুল হকের স্ত্রী

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** হেজাফত ইসলামের নেতা মাওলানা মামুনুল হকের দ্বিতীয় স্ত্রী আমিনা তাইয়েবা জানিয়েছেন, সোনারগাঁওয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখতে দেখতে আমরা এদিকে এসেছি। জোহরের পর একটু রেস্ট নেয়ার **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

## তিন ভাইকে পাশে নিয়ে যা বললেন মামুনুল হক

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** সোনারগাঁয়ের রয়েল রিসোর্টে থাকা ওই নারীর স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর তাকে বিয়ে করেছেন বলে দাবি করেছেন হেফাজত নেতা মামুনুল হক। ওই নারীর আগের স্বামী মামুনুল হকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। শনিবার রাত ১০ টার পর **(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)**

## এবার ট্রাম্পের কণ্ঠে পোস্ট করা কনটেন্টও সরাবে ফেসবুক



**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষিদ্ধের পর এবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের কণ্ঠে পোস্ট করা অন্যান্য কনটেন্টও সরিয়ে ফেলবে ফেসবুক। বিবিসি জানিয়েছে, ট্রাম্পের পুত্রবধূ ও মিডিয়াব্যক্তিত্ব লরা ট্রাম্পের নেওয়া একটি ভিডিও পোস্ট সরিয়ে নিয়েছে ফেসবুক। এ ঘটনায় লরাকে সতর্ক করে মেইল পাঠায় ফেসবুক কর্তৃপক্ষ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের কণ্ঠে পোস্ট করা কনটেন্টও সরিয়ে **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

## বিশ্বে করোনায় মৃত্যু সাড়ে ২৮ লক্ষাধিক

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** সারা বিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে ১৩ কোটি আট লাখ সাত হাজার একশ ৯০ জন এবং মারা গেছে ২৮ লাখ ৫০ হাজার ৩৮৫ জন। বিশ্বে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হয়েছে ১০ কোটি ৫৩ লাখ ৮৫৬ জন এবং বর্তমানে আক্রান্ত অবস্থায় রয়েছে **(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)**

## নির্জন কারাবাসের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা



**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** ম্যান্ডেলা রুলস নামে জাতিসঙ্ঘের এক প্রস্তাবে দীর্ঘ সময়ের নির্জন কারাবাসকে নির্যাতন হিসাবে বর্ণনা করে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ছয় বছর আগের সেই প্রস্তাব অনুসরণ করে এত দিন পর যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রথম নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্য আইন করে **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

বাংলা পত্রিকা

## যুক্তরাষ্ট্রে 'ছাগল' পেল পুলিশের চাকুরি

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ বিভাগে যোগ দিয়েছে একটি ছাগল। যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের রকিহিল পুলিশ বিভাগে ১ এপ্রিল বনি নামের এ ছাগলটি পুলিশ প্যাট্রোল গোট (পিপিজি) হিসেবে যোগ দিয়েছে বলে রকিহিল পুলিশ বিভাগের একটি সূত্রে জানা গেছে। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পুলিশ বিভাগের কাজে সহায়তা **(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)**

www.banglapatrikausa.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801
Email : apollobrokerageinc@gmail.com exitluxuryinc@gmail.com Website : www.exitluxuryinc.com

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
বাক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Bangla Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
সুপার সেভার $689+
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

# BANGLA HOME CARE
## BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY”

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে




Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

## WE ARE HIRING HHA
## HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal







BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday // April 5 // 2021



## ব্রাহ্মণবাড়িয়া সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা মাসুদের ইন্তকাল



**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):** ব্রাহ্মণবাড়িয়া সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক-এর সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হক (মাসুদ) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ মার্চ বুধবার নিউইয়র্ককে ইন্তেকাল করেছেন। তার দেশের বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার খাল্লা গ্রাম। মরহুমের জানাযার ২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়ে। খবর ইউএনএ'র। **শোক প্রকাশ:** ব্রাহ্মণবাড়িয়া সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক-এর সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হক (মাসুদ) এর ইন্তেকালে সংগঠনের সভাপতি এইচ এম ইকবাল ও সাধারণ সম্পাদক শাহ মোফাচ্ছের আহমেদ এক বার্তায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।








## ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্ট'র মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন



নিউইয়র্ক: ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ইউএসএ'র উদ্যোগে গত ২৮ মার্চ রোববার ২০২১ উডসাইডস্থ কুইন্স প্যালেসে অনাড়ম্বর পরিবেশে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবসের ৫০ বৎসর সুবর্ণজয়ন্তী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উদযাপন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি শাহ শহীদুল হক সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনাভেন রিচার্ড, বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউ-ইয়র্ক স্টেট ডিস্ট্রিক-৩৮ এর অ্যাসেম্বলীওমেন জেনিফার রাজকুমার। এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন আমেরিকান ফেন্ডশীপ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট গোলাম মেহরাজ, আমেরিকান বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি এবং ইমিগ্রান্ট এলডার হোম কেয়ারের সিইও গিয়াস আহমেদ, জ্যামাইকা ফেন্ডশীপ সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, জ্যাকসন হাইটস মোহাম্মদী সেন্টারের ইমাম কাজী কাইয়ূম, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি শাহাদাত হোসেন, মূলধারার রাজনীতিক ফাহাদ সোলায়ামান, টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক আজকাল-এর বাণিজিক প্রধান মোহাম্মদ সিদ্দিক, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী, বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব নর্থ আমেরিকার সভাপতি মিসবা আবদীন, ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্ট এর সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কাদিও ও প্রাক্তন জেনারেল সেক্রেটারী আকতার হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম জয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের সকল বীর শহীদ এবং ৯/১১ এ সন্ত্রাসীদের বোমার আঘাতে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম জয় স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

জুরী বোর্ডের সদস্য যথাক্রমে গিয়াস আহমেদ, শাহ নেওয়াজ, ইমাম কাজী কাইয়ূম, ফাহাদ সোলায়মান ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট শামসুন শেখ-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক কভিড-১৯ যোদ্ধা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানস্বরূপ 'ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস অ্যাম্বেসেডর অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন যথাক্রমে: ডা. বর্ণালী হাসান, ডা. মোহাম্মদ হোসেন, আবু তাহের, এবিএম ওসমান গণি, মিজবা আবদীন, মোহাম্মদ সিদ্দিক এবং আশরাফুল করিম।

বাংলাদেশে কভিড-১৯ এর সময়ে যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে বিশিষ্ট রাজ-নীতিক অপু উকিল, ব্যারিষ্টার ফারহানা, নারী উদ্যোক্তার চেয়ারম্যান রূপা আহমেদ ও টিভি মিডিয়া ব্যক্তিত্ব শহীদুল্লাহ বাগমার প্রান্তিক।

অনুষ্ঠানে কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনভার রিচার্ড বলেন, কুইন্স বরো বর্তমানে সারা বিশ্বের দুইশত জাতির পদভারে মুখরিত। আমরা গণতন্ত্রের সমাধিকার এবং মানবাধিকারে বিশ্বাসী। ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্টের এই ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত সম্মানিত এবং গর্ববোধ করছি। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমেরিকা গণতন্ত্রের দেশ, এখানে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে যে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ যে সকল জনগণ শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতিও আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

অ্যাসেম্বলীওমেন জেনিফার রাজকুমার বলেন, আমরা বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বাংলাদেশ ডে পালন করার জন্য আইন প্রণায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যা বাংলাদেশের ইতিহাস সমস্ত বিশ্ব অতি শ্রদ্ধার সাথে পালন করবে। তিনি ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্ট এরকর্মকান্ডের প্রশংসা করে বলেন, আমি সদা সর্বদা বাংলাদেশীদের যেকোন মহৎ উদ্যোগে একাত্বতা প্রকাশ করছি।

কাহ সাঈদ বলেন, আমরা ত্রিশ বছর যাবত আত্ম-মানবতায় কাজ করে আসছি। কভিড ১৯ এ আমাদের সংগঠনের মাধ্যমে ৬ হাজারেরও বেশি অসহায় মানুষকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হয়। তিনি আগামীতে সি-নয়র সিটিজেন সেন্টার, প্রি-কে সেন্টার এবং সকলের জন্য ভ্যাকসিন সেন্টার করার জন্য কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ও অ্যাসেম্বলীওমেন এর প্রতি আবেদন করেছেন।

অনুষ্ঠানে অ্যাসেম্বলীওমেন জেনিফার রাজকুমারকে ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্ট ইউএসএ এর পক্ষ থেকে সভাপতি শাহ্ শহীদুল হক ক্রেষ্ট প্রদান করেন। এছাড়াও কমিউনিটি সেবায় অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির মাঝে সাইটেশন ও প্ল্যাক প্রদান করা হয় -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

## নিউইয়র্ক ষ্টেট ও নিউইয়র্ক সিটি যুবলীগের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন



**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):** বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে নিউইয়র্ক ষ্টেট ও নিউইয়র্ক সিটি যুবলীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিটির ওজনপার্কের একটি মিলনায়তনে গত ৩০ মার্চ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই সভার আয়োজন করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

সভায় সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক ষ্টেট যুবলীগের আহ্বায়ক মহিউদ্দিন চৌধুরী খোকন। সভায় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক ষ্টেট যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ সেলিম আহমেদ ও সিটি যুবলীগের আহ্বায়ক রেজাউল আলম অপু সহ যুবলীগ নেতা মোফাজ্জল হায়দার আকাশ। যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন নিউইয়র্ক স্টেট যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ফরহাদ হাসান ও সিটি যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক জুনায়েদ আহমেদ।



সভায় বক্তারা স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, 'জতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ একাত্তুরে শহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করছি। এটি আমাদের জন্য তথা যুবলীগ, আওয়ামী লীগের জন্য গর্বের কথা। বক্তারা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।



সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

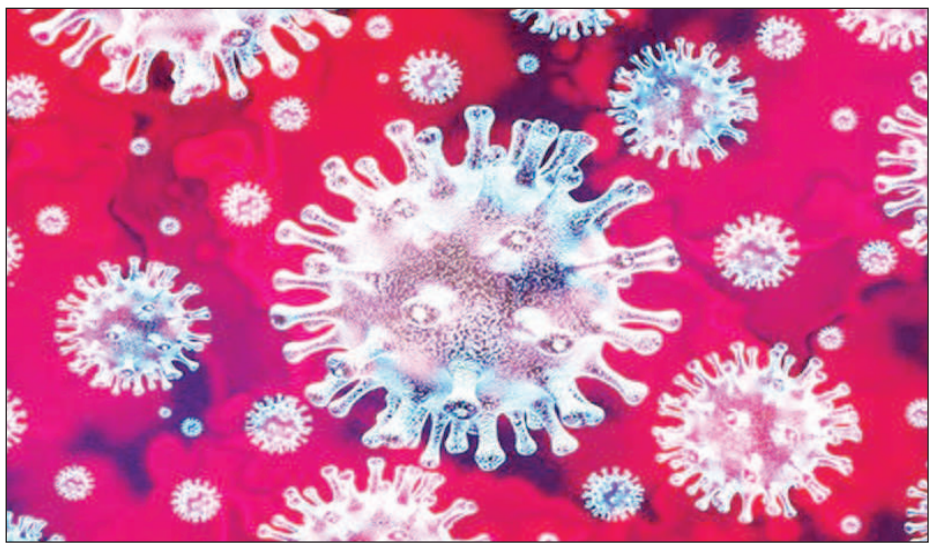
# করোনা সংক্রমণ ঃ ওরা যত বেশি জানে, তত কম মানে!

ডা. কামরুল হাসান খান

আমরা যারা করোনা সংক্রমণ ও এর ধরন নিয়ে গবেষণা করছি, তারা বরাবরই বলে আসছি- স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ক্ষেত্রে কোনো রকম শৈথিল্য চলবে না। মাস্ক ব্যবহার, শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া এগুলো প্রধান শর্ত। মাস্কও সামাজিক ভ্যাকসিন হিসেবে বিবেচিত। জনসমাগম এড়িয়ে চলাও অন্যতম শর্ত। কিন্তু আমরা সর্বক্ষেত্রে এক ধরনের উপেক্ষা-অবজ্ঞা লক্ষ্য করে আসছি। সবকিছু আইন করে মানুষকে মেনে চলতে বাধ্য করা কঠিন। নিজের সুরক্ষার দায়টা সর্বাগ্রে ব্যক্তিরই।

সংক্রমণ ৫ শতাংশ বা এর নিচে থাকলে আমরা তা সহনীয় বলি। পাশাপাশি এ কথাটাও আমরা বলেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার করোনামুক্ত ঘোষণা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধির সব সূত্রই অনুসরণ করে চলতে হবে। ভ্যাকসিন গ্রহণকারী অনেকেই মনে করেছিলেন- আমরা নিরাপদ হয়ে গেছি। ভ্যাকসিনের যেমন নির্দিষ্ট ডোজ রয়েছে, তেমনি ভ্যাকসিন নেওয়ার পর কমপক্ষে দুসপ্তাহ প্রয়োজন শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠতে। কারও কারও এর বেশিও লাগতে পারে। কারও কারও ক্ষেত্রে অকার্যকরও হতে পারে। ভ্যাকসিন নিয়েছেন এমন কেউ কেউ আক্রান্ত হওয়ার নজিরও আছে। ১ এপ্রিল আমাদের এখানে সংক্রমণের হার দেখা গেছে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ। মৃত্যুহারও বেশি। এই আলামত ভালো নয়। এ অবস্থায় আমাদের মূল লক্ষ্য, সংক্রমণ ঠেকাতেই হবে। সংক্রমণের বিস্তার ঠেকাতে না পারলে আমরা বহুমুখী সংকটে পড়ব। আমাদের আইসিইউ নিয়ে কথা হয়। আইসিইউর সমস্যা সব দেশেই কমবেশি আছে। আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে আইসিইউর চেয়েও জরুরি হাই ফ্লো অক্সিজেন। গতবারের চেয়ে এবার তা অনেক বেড়েছে। হাই ফ্লো অক্সিজেন যদি যথেষ্ট নিশ্চিত করা যায়, তাহলে মৃত্যুহার অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে গাইডলাইনেও পরিবর্তন এনেছে এবং সে অনুযায়ী ইতোমধ্যে আমাদের দেশেও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ গাইডলাইন মানতে হবে। আমরা লকডাউনের মতো কঠিন সিদ্ধান্তে সংগত কারণেই হঠাৎ যেতে পারব না। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকারকে এমন যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হতে পারে। গত এক বছরেরও বেশি সময়ে করোনা সংকটজনিত আমাদের অভিজ্ঞতা যেমন হয়েছে, তেমনি ব্যবস্থাপনাও উন্নত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এক কোটি দুই লাখ ভ্যাকসিন আমরা পেয়েছি। প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি অনুযায়ী আরও ভ্যাকসিন পাইপলাইনে রয়েছে।

স্বীকার করতে হবে, সরকার ভ্যাকসিনের ব্যাপারে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে এসব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টিই শুধু রাখছেন না; তদারকি-যোগাযোগও করছেন। আমরা করোনা আমদানি করেছিলাম- এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। অনেকটা উদাসীনতা কিংবা যথাসময়ে



যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়ায় ইতালি থেকে আসা লোকজনের মাধ্যমে তা ছড়িয়েছিল। ভ্যাকসিন কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং যারা প্রথম ডোজ নিয়েছেন, তারা যাতে নির্দিষ্ট সময়ে দ্বিতীয় ডোজ পান, তা নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে প্রথম ডোজ অকার্যকর হয়ে যাবে। আমরা দেখেছি, পূর্ব বিশ্ব করোনা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বিশ্ব অনেকটাই সফল। বিশেষ করে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাসহ আনুষঙ্গিক সবকিছু চীন যেভাবে করতে পেরেছে, তা এখন পর্যন্ত কেউ পারেনি। প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম- এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার বিকল্প নেই। কিন্তু সরকারি নির্দেশনার পরও দেশে হাটবাজার, রাস্তাঘাট, গণপরিবহনে এখনও যে চিত্র দেখা যাচ্ছে, তা উদ্বিগ্ন না করে পারে না।

সরকারের উদ্যোগ কখনোই সফল হবে না যদি মানুষ পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকারকে সহায়তা না করে। পরিস্থিতি ভয়াবহ হওয়ার আগেই যেন আমরা সজাগ হই। নিজ নিজ ক্ষেত্রে দায়িত্ববান হই। সংবাদমাধ্যম নিঃসন্দেহে করোনা দুর্যোগে অত্যন্ত বড় ভূমিকা পালন করছে। মানুষ জানে সবই, কিন্তু মানার ক্ষেত্রে অনেকেরই অনীহা। খ্যাতিমান চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত 'হীরক রাজার দেশে' চলচ্চিত্রে আমরা শুনি সেই সংলাপ, যার সঙ্গে বিদ্যমান বাস্তবতার অমিল খুঁজে পাওয়া ভার। ওই চলচ্চিত্রে একটি সংলাপ উচ্চারিত হয়- ওরা যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে, তত কম মানে। আমাদের অনেকেরই অবস্থা যেন তাই। এমনটি ভাবা উচিত নয়, যা আমাকে এখনও স্পর্শ করেনি, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব না। আমাদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতিটা সে রকম নয়- ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়া যাবে। এর পরও সরকারের সামাজিক নিরাপত্তার নানা রকম কর্মসূচি চলমান। সবার প্রতি চিকিৎসাবিজ্ঞানের একজন কর্মী হিসেবে আমার নিবেদন- সতর্ক হোন, পরিস্থিতি আমলে নিন। নিজে রক্ষা পান, অন্যকে রক্ষা করুন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবনযাপন ও সচেতনতা-সতর্কতা অবলম্বন করলেই ঝুঁকি বহুলাংশে কমে আসবে। সংক্রমণের বিস্তার ঠেকাতেই হবে এবং এর একমাত্র পথ স্বাস্থ্যবিধির যথাযথ অনুসরণ।

চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন কর্মপরিকল্পনা নেওয়া দরকার। কভিড-নন কভিড সব রোগীই যাতে যথাযথ চিকিৎসাসেবা পান, তা নিশ্চিত করতে হবে। সর্বক্ষেত্রে হয়তো পৃথক হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে আরও সুবিন্যস্ত করতে হবে চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম। মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরই নিয়ামক শক্তি। তাদের সমন্বিতভাবে কার্যক্রম চালাতে হবে। একই সঙ্গে দায়িত্ব রয়েছে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের। বিশেষ কমিটির মাধ্যমে সমন্বয়ের ভিত্তিতে চালাতে হবে কার্যক্রম। গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন যথাযথভাবে করা গেলে দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠা যাবে। কয়েকটি সরকারি হাসপাতালকে কভিড চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলোকেও করোনা চিকিৎসায় যুক্ত করতে হবে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ-তদারকিতে এগুলো পরিচালিত হবে। ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

ভ্যাকসিন সংগ্রহ ও প্রয়োজনমতো প্রাপ্তির ব্যাপারে আমরা খানিকটা সংকটে আছি। সেরামের সঙ্গে আমাদের চুক্তি অনুযায়ী সব ভ্যাকসিন হয়তো আমরা পাবো। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক সফরে তা আরও স্পষ্ট। কিন্তু প্রক্রিয়াটা একটু বিলম্বিত হয় কিনা, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে। কারণ তাদের উৎপাদিত ভ্যাকসিনের ওপর অনেকের নির্ভরশীলতা রয়েছে। কোভ্যাক্স থেকে আমাদের জন্য এক কোটি ৯ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন নির্ধারণ করা আছে। কোভ্যাক্স বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত একটি সংগঠন, যারা ভ্যাকসিন সংগ্রহ করে সরবরাহ করে। মার্চে এই ভ্যাকসিন পাওয়ার কথা ছিল। জানা গেছে, জুন-জুলাই নাগাদ তা পাওয়া যাবে। এর বাইরে তাদের মাধ্যমেই আরও ৬ কোটি ৯০ লাখ ডোজ পাওয়ার কথা। এসব পেলে আমাদের কোনো সংকট থাকবে না। এর পরও বিকল্প উৎসের সন্ধান করা জরুরি বলে মনে করি। এ ব্যাপারে সময়ক্ষেপণ উচিত হবে না।

লেখক: সাবেক উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

**RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers.**

ElderServe Health, Inc, doing business as RiverSpring Health Plans, contracts with both the Centers for Medicare and Medicaid Services and the New York State Department of Health to offer you personalized care coordination and help you remain in your own home and live as independently as possible.

RiverSpring Health Plans offers a care management concierge service that provides our members, their families and caregivers with truly personalized support. **We are the family that families reach out to in times of need**. RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers, bringing care and compassion into the homes of our members 24 hours a day, 7 days a week.

RiverSpring Health Plans operates RiverSpring MAP (HMO-D-SNP), a dual Medicare and Medicaid plan that offers affordable prescription drug coverage, access to the best doctors and hospitals, in addition to a $155 a month over the counter benefit, and more. With RiverSpring MAP, our members will have a "one-stop shop" and receive covered Medicare and Medicaid benefits through a single plan and a trusted care team.

Call 1-800-362-2266 (TTY: 711) from 8am-8pm Eastern Time, 7 days a week and a RiverSpring MAP benefits professional will be happy to answer questions about the services available to you. RiverSpring Health Plans has several plan options and we can help you choose the right one for you.

RiverSpring MAP is an (HMO D-SNP) plan with Medicare and Medicaid contracts. Enrollment in RiverSpring MAP depends on contract renewal.

ElderServe Health, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

You can get this information for free in other languages. Call 1-800-362-2266 and TTY/TDD: 711 during 8 a.m. – 8 p.m. Eastern Time, 7 days a week. The call is free.

RiverSpring Health Plans

# বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935


## সম্পাদকীয়

# জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্বনেতৃত্বের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস জরুরি

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে এখন আর কোনো সংশয় নেই। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। অনেক দেশেরই উপকূলীয় নিম্নাঞ্চল সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে গেছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলেও তার প্রভাব ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। চলতি সপ্তাহেও পূর্ণিমার জোয়ারে বাঁধ উপচে সাতক্ষীরার বেশ কিছু গ্রাম তলিয়ে গেছে। উপকূলীয় অনেক শহরও প্রায়ই জোয়ারের পানিতে তলিয়ে যায়। লবণাক্ততার কারণে ফসল ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। অন্যদিকে উত্তরাঞ্চলে খরা প্রবণতাও ক্রমেই বাড়ছে। বদলে যাচ্ছে বৃষ্টিপাতের ধরন। বাড়ছে বন্যা-ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের পরিমাণ ও তীব্রতা। দেশি-বিদেশি অনেক প্রতিষ্ঠানের গবেষণায়ও উঠে এসেছে বাংলাদেশের সামনে থাকা ঝুঁকিগুলো। বিশ্বব্যাংকের গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের তিন-চতুর্থাংশ বা ১৩ কোটির বেশি মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক নিচে নেমে যাবে। অথচ কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমানো কিংবা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহায়তার ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি যেমন কম, তার চেয়েও কম হচ্ছে প্রতিশ্রুতি রক্ষার তাগিদ। এমন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ুযুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ডিপ্লোম্যাট ম্যাগাজিনের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, ঐক্যবদ্ধ না হলে জলবায়ুযুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত।

এ বছরের শেষ দিকে গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত হবে ২৬তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৬)। তার আগেই উন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে কার্বন নিঃসরণ কমানোর সুস্পষ্ট পরিকল্পনা প্রত্যাশা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিতে থাকা ৪৮টি উন্নয়নশীল দেশের জোট ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামেরও (সিভিএফ) নেতা। তিনি ওই জলবায়ু সম্মেলনকে অর্থবহ করতে সিভিএফ-কপ-২৬ ঐক্যেরও আহ্বান জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, কপ-২৬ সম্মেলনের আগে আগামী ২২ ও ২৩ এপ্রিল একটি জলবায়ু সম্মেলনের ডাক দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সেখানেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪০ জন বিশ্বনেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ডিপ্লোম্যাটে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "বাংলাদেশকে বলা হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের 'গ্রাউন্ড জিরো'। এরই মধ্যে ৬০ লাখ বাংলাদেশী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুহারা হয়েছে। তার পরও আমরা এক কোটি ১০ লাখ রোহিঙ্গার ভার বহন করে চলেছি, আর সে জন্য আমাদের পরিবেশগত মূল্যও দিতে হচ্ছে। এর ক্ষতিপূরণ আমাদের কে দেবে?"

শিল্প বিপ্লবের পর থেকে অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আজ যে মাত্রায় পৌঁছেছে, তাতে সিভিএফভুক্ত ৪৮টি দেশের অবদান অতি নগণ্য। ৮০ শতাংশ কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী জি-২০ভুক্ত দেশগুলো। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সিভিএফভুক্ত দেশগুলো। প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, বড় অর্থনীতির দেশগুলো প্যারিস সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য ১০০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিলে বাস্তবে তহবিল পাওয়া গেছে এর চেয়ে অনেক কম। এসব কারণে কপ-২৬ সম্মেলনে ঢাকা-গ্লাসগো-সিভিএফ-কপ-২৬ ঐক্যের যে ঘোষণা আশা করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, তা অত্যন্ত যৌক্তিক। আমরা আশা করি, বিশ্বনেতৃত্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বিশ্বকে রক্ষায় আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন।



# মুজিববর্ষে মুজিবকে কি খুঁজে পাওয়া গেছে?

**আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী**

আমরা মুজিববর্ষ পালন করেছি। এ বছর শুরু হয়েছে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন। প্রয়াত বন্ধু সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক মৃত্যুর আগে আশা প্রকাশ করেছিলাম, তিনি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন দেখে যাবেন। তিনি পারেননি। আমি পেরেছি। এটাই আমার গর্ব। যে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছি, সেই স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরপূর্তি দেখে গেলাম। বঙ্গবন্ধুর মতো ঐতিহাসিক পুরুষের সাহচর্য পেয়েছি। তার জন্মশত বার্ষিকীর উৎসবও পালন করলাম। এর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে। সৈয়দ শামসুল হকের মতো আমার বহু বন্ধুই এই সৌভাগ্য লাভ করেননি। বার্ধক্যের কারণে অথবা কোভিড-১৯-এর কবলে পড়ে তারা দুটি ঐতিহাসিক উৎসব দেখে যেতে পারেননি। মৃত্যু তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে দেয়নি।

হাসিনা সরকার মুজিববর্ষ পালনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেছিলেন। করোনা মহামারি এই উৎসব পালনকে ক্ষুণ্ন করেছে। অন্যদিকে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় এই উৎসব দুটি পালিত হওয়ায় এর নানা সীমাবদ্ধতা দেখা গেছে। মুজিব বা বঙ্গবন্ধু বলতে একটি ব্যক্তি নন, একটি আদর্শকে বোঝায়। মুজিববর্ষ পালনে ব্যক্তিকে বড় করে তুলে ধরা হয়েছে। তার আদর্শকে নয়।

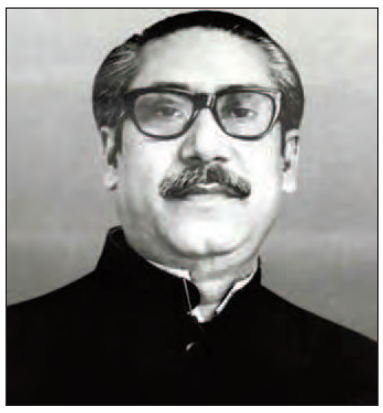
এটা হয়েছে জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানগুলো প্রণয়ন ও পরিচালনায় আমলাদের একক কর্তৃত্ব থাকায়। বঙ্গবন্ধুর অনুসারী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে অনুষ্ঠান পরিচালনার কমিটিগুলোতে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তাদের কোনো কিছুতে ডাকা হয়নি। তাদের পরামর্শও চাওয়া হয়নি। ফলে বঙ্গবন্ধুকে মাটি ও মানুষের উর্ধ্বে একজন মহাদেবতা মনে হয়েছে। তিনি যে মাটি ও মানুষের নেতা ছিলেন এবং তাদের স্বার্থ ও অধিকারের জন্য সারাজীবন যুদ্ধ করে গেছেন–এই সত্যটি কোথাও ফুটে ওঠেনি।

একটা গল্প বলি, ইন্দিরা গান্ধী যখন ক্ষমতায়, তখন তার মনে হলো তার দাদু বা পিতামহ মতিলাল নেহেরুর জন্মশতবার্ষিকী ঘটা করে পালন করা দরকার। জওয়াহের লালের বাবা মতিলাল নেহেরু ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহচরদের একজন। মৃত্যুর পর তার নাম ধীরে ধীরে বিস্মৃতির আড়ালে চলে গিয়েছিল। ইন্দিরা চেয়েছিলেন সেই নামটিকে শুধু ইতিহাসে নয়, জনগণের স্মরণে তুলে আনতে বড় করে।

ইন্দিরার ইচ্ছার কথা জেনে বড় বড় আমলারা তৎপর হয়ে উঠলেন। মতিলালকে তারা এমনভাবে তুলে ধরার ব্যবস্থা করলেন, যাতে মনে হতে পারে মতিলাল নেহেরুই হচ্ছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নায়ক। আর সকলেই তার কাছে গিনিপিগ। ইন্দিরা আমলাদের পরিকল্পনা বাতিল করে দেন। তিনি বেশ কয়েকজন সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে অনুষ্ঠান প্রণয়ন ও পরিচালনার দায়িত্ব দেন। তাদের পরামর্শ মেনে কাজ করার নির্দেশ দেন আমলাদের।

আমার ধারণা, আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী পালনে দেশের সব সুধীজনের সহযোগিতা ও সম্পৃক্ততা চেয়েছিলেন। তাই অনুষ্ঠান পরিকল্পনার কমিটিতে অনেক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের নাম ছিল। এমনকি আমার মতো অভাজনেরও নাম ছিল। কিন্তু কমিটির নেতৃত্ব ছিল এক আমলার হাতে। তিনি কমিটির সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের কারো পরামর্শ গ্রহণ করেছেন বলে আমার জানা নেই। বরং প্রতিটি অনুষ্ঠানে নিজেকেও বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে তুলে ধরার ব্যাপারে আমলাদের একটা বড় ভয় আছে। তার কারণ, ব্রিটিশ আমলে তৈরি জনশত্রু আমলাতন্ত্র বঙ্গবন্ধু সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। তার বাকশাল ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র উচ্ছেদ করে প্রশাসনের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শাসন প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশে ব্রিটিশ আমলের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়েছিল। কিন্তু জেঁকে বসেছিল বৃহৎ জোতদার ও ভূস্বামী প্রথা। এরা ছিল জমিদারদের চেয়েও বড় শোষক এবং অত্যাচারী। বস্তুত এদের মাধ্যমেই বৃহৎ পুঁজি ও আমলাতন্ত্র গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রেখেছিল। বঙ্গবন্ধু এই জোতদারদের উচ্ছেদের জন্য ভূমি দখলে রাখার একটা সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। কৃষিতে সমবায় প্রথা প্রবর্তন এবং জমির বহু ভাগাভাগির দরুন যে আইন তৈরি হয়ে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছিল, সেই 'আইন' তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বহু অকর্ষিত জমি উদ্ধার করার ব্যবস্থা করেন। পেশার ক্ষেত্রে শতাব্দী প্রাচীন শ্রেণিপ্রথা উচ্ছেদ করে উকিল, মুহুরি থেকে ব্যারিস্টার সবাইকে অ্যাডভোকেট এই পরিচয় প্রদান করেছিলেন। বিয়ের ক্ষেত্রে পণপ্রথা উচ্ছেদের ব্যবস্থা করেছিলেন। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তার মন্ত্রিসভায় নারীমন্ত্রী নিয়োগ ও তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি সম্পর্কে ব্রিটেনের বিশিষ্ট বাম দার্শনিক জ্যাক ওয়াদিস বলেছেন, 'শেখ মুজিব কম্যুনিস্ট নন। কিন্তু তিনি তো কম্যুনিস্টদের চাইতেও বড় ধরনের শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।'



বঙ্গবন্ধুর এই দ্বিতীয় বিপ্লবের আদর্শ দেশের কায়েমি স্বার্থবাদীদের মনে ভীতি সৃষ্টি করেছিল। তাই দেশি-বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, নব্য পুঁজি, ধর্মব্যবসায়ী এবং আমলাতন্ত্র তার বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরও দেখা গেছে, বঙ্গবন্ধুর চাইতেও বাকশালের বিরুদ্ধে দুর্নাম ছড়ানো হচ্ছে বেশি। যে বাকশাল পদ্ধতি তিন মাসও দেশে পরীক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। সেই পদ্ধতিকে একদলীয় শাসন, এক ব্যক্তির শাসন বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। আর এ চেষ্টা বেশি করেছে সিভিল ও মিলিটারি আমলাতন্ত্র।

এবার মুজিব বর্ষে আমলাতন্ত্রের ভূমিকাটা আমরা দেখেছি। বঙ্গবন্ধুকে মহাসমারোহে দেবতার আসনে বসিয়ে তার আদর্শের মূল কথা চেপে রাখা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের (১০ জানুয়ারি, ১৯৭২) দিবস পালনের অনুষ্ঠানটি তো সস্তা হিন্দি ছবির অনুকরণে করতে গিয়ে দিবসটির আসল তাৎপর্য নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। একবার ওয়ার্ধায় (ভারত) ঘটা করে কংগ্রেস নেতারা গান্ধীজির জন্মদিবস পালন করছিলেন। গান্ধী অনুষ্ঠানে এসে বললেন, 'তোমরা আমাকে দেবতার মূর্তি বানিয়েছো। কিন্তু আমি কোথায়?' গান্ধী সেই অনুষ্ঠান ছেড়ে তার আশ্রমের খাদি সেন্টারে চলে গিয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতাদের বলেছিলেন, 'যদি আমাকে পেতে চাও এখানে এসো।' সেখানে এক শর মতো নারী খাদিকর্মী চরকায় তুলা কাটছিল।

বঙ্গবন্ধু আজ যদি ফিরে আসতেন এবং তার জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান বিশাল শান-শওকতের সঙ্গে আমলাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে দেখতেন, তাহলে হয়তো গান্ধীর মতো বলতেন, 'আমাকে তোমরা প্রাণহীন দেবতা বানিয়েছ। কিন্তু আমি কোথায়?' এবারের মুজিববর্ষে তার আদর্শের রাজনৈতিক কর্মশালা, কৃষি কর্মশালা, শিক্ষা কর্মশালা, বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির কর্মশালার একটিও গড়ে উঠতে দেখা যায়নি। তার অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির আবশ্যকতা, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তার আদর্শের গুরুত্ব, তার মধ্যপ্রাচ্য নীতি, তার শোষিতের গণতন্ত্র কী জন্য এখনো গুরুত্ব হারায়নি, বরং বাংলাদেশসহ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য আরো বেশি প্রযোজ্য। তা নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি।

গান্ধী মারা গেছেন কবে, কিন্তু এখনো ওয়ার্ধা, বেলেঘাটা (কলকাতা), আহমেদাবাদ ও অন্যান্য গান্ধী আশ্রমগুলোতে বর্তমান যুগে গান্ধীর অহিংসার নীতি কতটা প্রযোজ্য, তা নিয়ে আলোচনা হয়। কয়েক বছর আগে আমি এবং ড. মুনতাসীর মামুন বেলেঘাটার গান্ধী আশ্রমে গান্ধীজির এক জন্মবার্ষিকী সভায় আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। এই আশ্রমে শুধু চরখায় সুতা কাটাই হয় না, গান্ধী দর্শন নিয়ে রীতিমতো পন্ডিতি আলোচনা হয়। তাতে তরুণ প্রজন্মের অংশগ্রহণ থাকে। গান্ধী আশ্রমকে কেন্দ্র করে খাদি ইন্ডাস্ট্রি পর্যন্ত গড়ে উঠেছে।

স্তাবকতা যে আমলাতন্ত্রের হাতে কত বড় অস্ত্র এবার মুজিববর্ষে তা প্রমাণিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন, তার ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দর্শন, তার অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদ, তার সমাজতন্ত্র ঘেঁষা অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য, তার শ্রেণিবিহীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা এবং জাতির পিতার স্বপ্ন বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার বদলে মুজিববর্ষের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, স্তাবকতার বন্যায় এবার বাংলাদেশকে প্লাবিত হতে দেখা গেছে। আগামীকাল যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকে, তাহলে এই স্তাবকের দলকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর আদর্শবিরোধীরা এখনো ঘোট পাকাতে, স্বাধীনতার শত্রুরা এখনো জোট (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

## বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

**- সম্পাদক।**

## নামাজের সময়-সূচী

| এপ্রিল | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফজর | ৫.১৪ | ৫.১২ | ৫.১১ | ৫.০৯ | ৫.০৭ | ৫.০৫ | ৫.০৩ |
| সূর্যোদয় | ৬.৩৩ | ৬.৩১ | ৬.৩০ | ৬.২৮ | ৬.২৭ | ৬.২৫ | ৬.২৩ |
| জোহর | ১২.৫৯ | ১২.৫৮ | ১২.৫৮ | ১২.৫৮ | ১২.৫৭ | ১২.৫৭ | ১২.৫৭ |
| আসর | ৫.৩২ | ৫.৩২ | ৫.৩৩ | ৫.৩৪ | ৫.৩৪ | ৫.৩৫ | ৫.৩৬ |
| মাগরিব | ৭.২৫ | ৭.২৬ | ৭.২৭ | ৭.২৮ | ৭.২৯ | ৭.৩০ | ৭.৩১ |
| এশা | ৮.৪২ | ৮.৪৩ | ৮.৪৪ | ৮.৪৬ | ৮.৪৭ | ৮.৪৮ | ৮.৫০ |

# দুটি চেতনার কথা



সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

দুটি চেতনার কথা বিশেষভাবেই আসে। আসা দরকারও। একটি একুশের, অন্যটি মুক্তিযুদ্ধের। এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বস্তুত একুশের চেতনাই প্রসারিত হয়ে রূপ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে আন্দোলনটির সম্মুখযাত্রার সূচনা, সেটিতে ওই জাতীয়তাবাদের প্রত্যাখ্যান ছিল কেন্দ্রীয় ঘটনা। পুরনো জাতীয়তাবাদের প্রত্যাখ্যান শুধু নয়, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পথ ধরে সমষ্টিগত অগ্রযাত্রার শুরুও ওখান থেকেই। প্রবল বিরোধিতা ও নির্মম দমন-পীড়নের মুখে নতুন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনটি এগিয়েছে এবং সে আন্দোলনই পরিণতিতে কৃত্রিম পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে ভেঙে ফেলে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছে।

ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত এটি অসাম্প্রদায়িক। ভাষা ধর্মীয় বিভাজন মানে না, সাম্প্রদায়িকতার অবরোধ ভেঙে ফেলে এগিয়ে যায়। ধর্ম ব্যবসায়ীরা বাংলা ভাষার ওপর নানা প্রকার সাম্প্রদায়িক উৎপাত করার চেষ্টা করেছে; কিন্তু ভাষা সেসব তৎপরতাকে মোটেই গ্রাহ্য করেনি, সে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। ভাষা শুধু যে অসাম্প্রদায়িক তা নয়, ধর্মনিরপেক্ষও বটে। ধর্মনিরপেক্ষতা অসাম্প্রদায়িকতাকেও অতিক্রম করে। কেননা তার ভেতরে থাকে পরিপূর্ণ ইহজাগতিকতা। ভাষা আত্মপ্রকাশের, সৃষ্টিশীলতার, সামাজিক যোগাযোগসহ অনেক কিছুরই মাধ্যম। ভাষার সাহায্যেই আমরা চিন্তা করি, অন্যের চিন্তাকে গ্রহণ করি, অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বেও লিপ্ত হই। ভাষা সমষ্টিগত স্মৃতির সৃষ্টিশীল সংরক্ষক। ভাষা ছাড়া তো মানুষ মূক ও বধির। অন্যদিকে আবার ভাষা কোনো একটি শ্রেণির নিজস্ব সম্পত্তি নয়। ভাষার সৃষ্টি সমবেতভাবে, সমষ্টিগত উদ্যোগে। বিশেষ শ্রেণি, তা সে যতই ক্ষমতাবান হোক, ভাষাকে যে আটকে রাখবে সেটি সম্ভব নয়। অতীতে সম্ভব হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না।

এই যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও শ্রেণিবিভেদ না মানা-এর ভেতর রয়েছে গণতান্ত্রিকতা। গণতন্ত্র তো শুধু ভোটের ব্যাপার নয়, যদিও ভোট গণতন্ত্রকে কার্যকর করার একটি পদ্ধতি। ভোটের ভেতর দিয়ে মানুষ নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, ক্ষমতা কার হাতে থাকবে সেটি ঠিক করে দেওয়ার অবকাশ পায়। কিন্তু ভোটের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তন ঘটবে এমন নিশ্চয়তা যে সর্বদা থাকে, তা নয়। বাংলাদেশে সত্তর সালের নির্বাচনে মানুষ রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য যে রায় দিয়েছিল, তখনকার ক্ষমতাধররা সেটি মানেনি, উল্টো পাছে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয় এই আতঙ্কে রায়দানকারীদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে অতি ভয়াবহ এক গণহত্যা ঘটায়। পরিণামে তারা অবশ্য ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ইতিহাসের আস্তাকুঁড় জিনিসটি অলীক কল্পনা নয়, সেটি আছে, স্বৈরশাসকদের সেটি চূড়ান্ত সমাধিভূমি।

আস্তাকুঁড়ে কে আশ্রয় পেল কিংবা পেল না, সেটি আমাদের জন্য কোনো সান্ত্বনা হতে পারে না। আমাদের জন্য সুখের বিষয় হতো যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হতো। এই চেতনাটি হচ্ছে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার। প্রকৃত গণতন্ত্রে অপরিহার্য শর্তের মধ্যে রয়েছে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি, চিন্তার স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের সুযোগ এবং নাগরিকদের পারস্পরিক সহনশীলতা। তবে এর মূল উপাদান হলো সব নাগরিকের জন্য অধিকার ও সুযোগের সাম্য। মাতৃভাষার চর্চা ওই অধিকার ও সুযোগের অংশ এবং স্মারক। মাতৃভাষা হচ্ছে সবার অবদান, প্রত্যেকের জন্য। স্বাভাবিকভাবে বাঁচার জন্য যেমন আলো, বাতাস ও পানির দরকার, তেমনি দরকার মাতৃভাষার চর্চা।




বাংলাদেশে বাংলা ভাষার ব্যবহার যে ঠিকমতো চলছে না, বিঘ্নিত হচ্ছে নানাভাবে ও বিবিধ মাত্রায়, সেটিই অকাট্য প্রমাণ এই সত্যের যে ওই দুই চেতনার কোনোটিই বাস্তব রূপ পায়নি। না একুশের, না মুক্তিযুদ্ধের। শ্রেণি বিভাজন শিক্ষাকে তিন ধারায় ভাগ করে ফেলেছে, মূলধারায় মাতৃভাষা চালু আছে বটে, কিন্তু ঠিকমতো নেই, অন্য দুই ধারায় তার প্রবেশাধিকার প্রায় নিষিদ্ধ। বিত্তবানরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করে না। কারণ তাদের দৃষ্টিতে বাংলা গরিব মানুষের ভাষা। বিত্তহীনরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে পারে না সুযোগের অভাবে। রাষ্ট্র চলে বিত্তবানদের হুকুমে, তাদের হুকুম বাংলা ভাষার পক্ষে নয়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আমরা তখনই মুক্ত হব এবং মুক্ত হয়েছি বলে জানতে পারব মাতৃভাষা যখন শিক্ষার ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের সর্বজনীন মাধ্যম হবে, তার আগে নয়।

সার কথাটি এই দাঁড়ায় যে একুশের চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উভয়েরই লক্ষ্য ছিল একটি গণতান্ত্রিক অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান রচনার দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা যে নতুন রাষ্ট্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে সমাজতন্ত্রকে চিহ্নিত করেছিলেন, সে ঘটনাটি এমনি এমনি ঘটেনি। এর পেছনে কারো করুণা বা কোনো দুর্ঘটনা কাজ করেনি। এটি ঘটেছে যুদ্ধের ভেতরে বিকশিত ও প্রকাশিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থেকেই। সমাজতন্ত্র ছাড়া মুক্তি সম্ভব যুদ্ধসময়ে এমনটি ভাবার কোনো সুযোগই ছিল না।

কিন্তু রাষ্ট্র তার অঙ্গীকার রক্ষা করেনি। সরে এসেছে। রাষ্ট্র বাইরে যতই বদলাক, ভেতরে মোটেই বদলায়নি। স্বভাবে ও চরিত্রে সে আগের মতোই পুঁজিবাদী ও আমলাতান্ত্রিক রয়ে গেছে। পেটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের স্বপ্ন আর জনগণের মুক্তির স্বপ্ন মোটেই এক ছিল না, ছিল বিপরীতমুখী, আসলে পরস্পরবিরোধী। পেটি বুর্জোয়ারা চাইছিল রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে বুর্জোয়া হয়ে যেতে, জনগণ চাইছিল শোষণমূলক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সম্পর্ক চূর্ণবিচূর্ণ করে মুক্ত হতে। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা পেটি বুর্জোয়াদের জন্য উন্নতির পথ খুলে দিয়েছে, জনগণ মুক্তি পায়নি। এক পক্ষের উন্নতি, অন্য পক্ষের দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শাসক শ্রেণি অর্থনৈতিক উন্নতিকে তাদের শাসনক্ষমতায় থাকার যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। তাদের ভাবখানা এই রকমের যে দেখছ না কেমন সুস্বাদু পোলাউ-কোর্মা রান্না হচ্ছে। কিন্তু জনগণের দিক থেকে প্রশ্ন থেকে যায় পোলাউ-কোর্মা তো রান্না হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু খাবেটা কে? জনগণ বলবে আমরা যা পাচ্ছি সেটি তো ওই বিলাসী খাদ্য নয়, পাচ্ছি উচ্ছিষ্ট। পুঁজিবাদী উন্নতিতে সাধারণ মানুষের ক্ষুধা মিটবে না, উল্টো দুর্দশাই বাড়বে। বাড়ছেও। মানুষের মধ্যে যে বিক্ষোভ তা আপাতত হয়তো দৃশ্যমান নয়, কারণ বিক্ষোভ প্রকাশের সুযোগকে ক্রমাগত সংকীর্ণ করে ফেলা হচ্ছে। দমন-নিপীড়ন, গুম, হত্যা ইত্যাদি সমানে চলছে। পুলিশ বাহিনী সব সময়েই জনবিরোধী ছিল; কিন্তু এখন তাদের যে দৌরাত্ম্য, তেমনটি আগে কখনোই দেখা যায়নি। মানুষ ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট। চাপা দেওয়া অসন্তোষ হয়তো শেষ পর্যন্ত অরাজকতা রূপ নেবে, হয়তো বা একটি বিস্ফোরণই ঘটবে। কিন্তু সেটি মুক্তির পথ নয়।

মুক্তির পথ হচ্ছে পুঁজিবাদকে প্রত্যাখ্যান করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার দিকে রাষ্ট্র ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এটি করতে না পারলে পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। ক্ষমতাবানের দম্ভ ও নিপীড়ন, মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু, নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ, শিশুর প্রতি দানবীয় অসহিষ্ণুতা, সর্বত্র বিস্তৃত দুর্নীতি–সব কিছুই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে বুদ্ধিজীবীরা বেশির ভাগ নীরব, বড় একটি অংশ বিদ্যমান ব্যবস্থার সমর্থন ও চাটুকারিতায় ব্যস্ত, বিবেকবান মানুষরা অসহায় ও দিশাহারা।

সন্দেহ নেই যে একুশের এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কাছেই আমাদের যেতে হবে। সে চেতনা পুঁজিবাদবিরোধী এবং অনিবার্যভাবেই সমাজ বিপ্লবী। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অগ্রাভিযান ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে আমরা এগোচ্ছি, মুক্তিযুদ্ধ বলছিল যে আমরা পারব, আশা জেগে উঠেছিল যে পুঁজিবাদী আমলাতান্ত্রিক শাসকদের বিতাড়িত করে রাষ্ট্রের ওপর জনগণের অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠা করব, সমাজে আর অত্যাচারী থাকবে না। চেতনা দুটি যে হারিয়ে গেছে তা নয় এবং তাদের বাস্তবায়ন করার ভেতরেই রয়েছে আমাদের জন্য আগামীকালের প্রতিশ্রুতি। অন্য সব কিছুই হয় আড়ম্বর, নয় প্রতারণা। আড়ম্বর আসলে প্রতারণাকে ঢেকে রাখার কৌশল। তবে এও যেন না ভুলি যে সমাজ বিপ্লব আপনা-আপনি ঘটে না, তার জন্য আন্দোলন প্রয়োজন হয়–সমাজ বিপ্লবী আন্দোলন, যেটি গড়ে ওঠার অপেক্ষা।

*লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

## বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

# ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া




# SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

**উমরাহ্ স্পেশাল**

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

## ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

**2578, 31st Street, Astoria, NY 11102**

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

**Cell: 917-459-7181**

We are on Facebook

**website: www.digitaltraveltour.com**

# মুজিববর্ষে মুজিবকে কি খুঁজে পাওয়া গেছে?

(৪ পাতার পর)

পাকিয়ে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাচ্ছে। তাদের দেশি-বিদেশি দোসরের অভাব নেই। এই অবস্থার মধ্যেও যে দেশে হাসিনা সরকার ক্ষমতায় টিকে আছে এবং এই সরকারের অধীনেই জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপিত হয়েছে এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং আমি তা জীবনের অন্তিম সময়ে দেখে যেতে পারলাম, সেজন্য আমি গর্বিত এবং আনন্দিত।

কিন্তু এত আনন্দের মধ্যে দুঃখের কথাটাও বলতে চাই। আমলাতন্ত্রের দাপটে মুজিববর্ষে মুজিবকে খুঁজে পাইনি। কারণ মুজিব ছবি নন, ভাস্কর্য নন, স্মৃতিসৌধ নন, জাদুঘর নন, তিনি আদর্শ। একটি রাজনৈতিক মহাকাব্য। এই আদর্শ ও মহাকাব্য ছাড়া তাকে কেবল ছবি, ভাস্কর্যের মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাকে হিন্দি ছবির গোলাকার আলোকবর্তিকা করে মঞ্চে টেনে আনলে তাকে ছোট করা হয়। যারা কোনো আদর্শের কথা বোঝে না, জানে না, সেই আমলাতন্ত্র স্তাবকতা দ্বারা বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়ন করতে চায় এবং করেছে। দুঃখের সঙ্গে বলব, মুজিববর্ষে প্রকৃত মুজিবকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মার্কস বেঁচে আছেন মার্কসবাদের মধ্যে। গান্ধী বেঁচে আছেন তার অহিংস দর্শনের মধ্যে। ছবি বা ভাস্কর্যের মধ্যে নয়। জাদুঘরের মধ্যে নয়। পোলান্ডের রাজধানী ওয়ারশতে কম্যুনিস্ট সরকারের আমলে লেলিনের ২২ ফুট উঁচু ভাস্কর্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কম্যুনিস্ট শাসনের পতনের পর সেই মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়। তখন এক ফরাসি দার্শনিক বলেছিলেন, 'তোমরা লেনিনের মূর্তি ভেঙেছ। কিন্তু লেলিন তো তার মূর্তির মধ্যে নেই। তিনি আছেন তার দর্শন ও আদর্শের মধ্যে। সেই লেলিনকে তোমরা হত্যা করবে কী করে?'

সেই কথাই সত্য হয়েছে। লেলিন পোলান্ডে নতুন করে বেঁচে উঠেছেন। লেলিনের নামে যে অসংখ্য লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং তাতে লেলিনের স্তাবকতা করে নয়, তার রাজনৈতিক দর্শন বিশ্লেষণ করে যে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে, তা পাঠ করে পোলান্ডের নতুন প্রজন্ম আবার মার্কসবাদ-লেলিনবাদের দিকে ফিরে তাকিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর বেলাতেও এই কথা সত্য। জীবিত মুজিবকে হত্যা করে এমনকি দেশে তার নামোচ্চারণ বন্ধ করে জিয়া-মোশতাকের দল তাকে বিনাশ করতে পারেনি। তিনি জীবিত মুজিবের চাইতেও শতগুণ শক্তিশালী হয়ে টুঙ্গিপাড়ার সমাধি থেকে উঠে এসেছেন। এতকাল পর মূর্খ হেফাজতিরা ভাবছে মুজিবের ভাস্কর্যের ক্ষতি করে তারা মুজিবের বিনাশ ঘটাবে। মুজিব তো ভাস্কর্যে নেই। আছেন আদর্শে, রাজনৈতিক দর্শনে। সেই আদর্শ ও দর্শনের বিনাশ ঘটানো কি মূর্খ হেফাজতিদের



পক্ষে সম্ভব? গোটা সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙে ফেলে যেমন মার্কসবাদ, লেলিনবাদের বিনাশ ঘটানো যায়নি। তেমনি শেখ মুজিবের ভাস্কর্য ভেঙে তার ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দর্শন এবং সমাজবাদী অর্থনীতির বিনাশ ঘটানো যাবে না। এত বিপর্যয়ের মধ্যেও যে নামে হলেও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ টিকে আছে, তার কারণ শেখ মুজিবের অবিনাশী ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক দর্শন। একদল ক্ষমতায় গিয়ে ক্ষমতার স্বার্থে মুজিবের আদর্শ থেকে সরে যেতে পারে। বঙ্গবন্ধুকে জাদুঘরের প্রদর্শনী করতে পারে, কিন্তু জাতি তাকে ভুলবে না। তার আদর্শের মধ্য দিয়েই জাতি তাকে পুনরাবিষ্কার করবে। কারণ তিনি আর এখন দলের নেতা নন। তিনি দল-মতের ঊর্ধ্বে জাতীয় নেতা। জাতির জনক কোনো দলের নেতা হতে পারেন না। জর্জ ওয়াশিংটন বা আব্রাহাম লিঙ্কন কোন দলের নেতা ছিলেন, তা আজ আর কেউ জিজ্ঞাসা করে না। কারণ, তারা জাতির স্থপতি এবং পিতা।

বঙ্গবন্ধুর নাম ভাঙিয়ে যারা ক্ষমতায় গেছেন এবং তার নাম ভাঙিয়ে ক্ষমতায় আছেন, তাদের বাইরে একদল জনগোষ্ঠী আছেন, যারা ব্যক্তি মুজিবের যতটা নয় তার চাইতে বেশি তার আদর্শের অনুসারী। তারা 'ধনীর ভূস্বর্গ' হিসাবে দেখতে চান না। দেখতে চান বঙ্গবন্ধুর শোষিতের গণতন্ত্র–তথা ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজবাদভিত্তিক বাংলাদেশের পুনর্গঠন। বঙ্গবন্ধুর সেই আদর্শভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ার লড়াই এখনো শুরু হয়নি। তার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে মাত্র।


EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন



DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S



DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

# ‘কার নিন্দা করো তুমি’

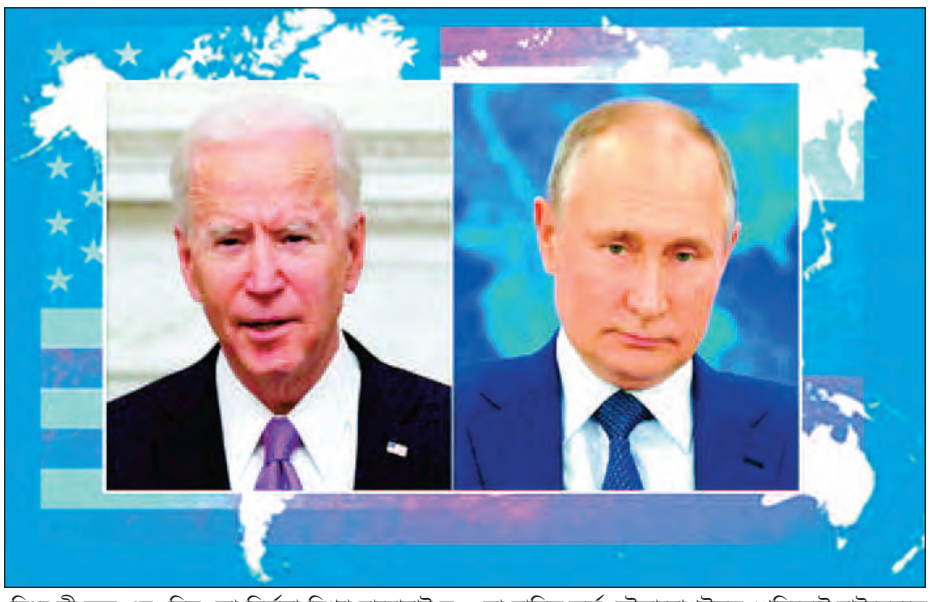
নাদিরা মজুমদার

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার ক্ষমতা গ্রহণের শতদিন পূর্তির প্রাক্কালে, বার্ধক্যজনিত শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতাকে পাত্তা না দিয়েই তিনটি লাগসই পদক্ষেপ নেন। কারণ, বিশ্বে এখন ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নয়, ‘আমেরিকা ইজ ব্যাক’। কোভিডের ছত্রছায়ায়, ‘দি গ্রেট-রিসেট’ তথা ‘আমাদের গণতন্ত্র’কে বহাল করার একমাত্র আন্তর্জাতিক বাধা অথবা কানাগলি তৈরি করে রেখেছে ‘চীন-রাশিয়া-ইরান’ মৈত্রীবন্ধন।

উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিকের ফ্রিডম অব্যাহত রাখার তাগিদে তাই ১২ মার্চ স্বয়ং বাইডেন ‘কোয়াড’-এর বাকি তিন শরিক জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের সঙ্গে ভার্চুয়াল সামিট করেন। ‘কোয়াডে’র চার দেশের রাষ্ট্রীয় প্রধানরা প্রতিশ্রুতি দেন যে, ইন্দো-প্যাসিফিকের দেশগুলোকে ২০২২ সালের শেষের দিকে এক বিলিয়ন ডোজ কোভিড টিকা সরবরাহ করা হবে; টিকা তৈরি হবে ভারতে, অর্থায়নের দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের, বিতরণে থাকবে অস্ট্রেলিয়া। এটি একটি খুশির খবর হতে পারে; কিন্তু অনেকের মনে প্রশ্ন জাগছে–‘কোভিড’কে টেনে লম্বা করে ২০২২ সালের শেষ পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা কেন! বিশেষ করে যখন দিনকে দিন ইউরোপসহ সর্বত্র স্পুতনিক-ভি ও সিনোফার্মের টিকার ডিমান্ড বাড়ছে! ‘কোয়াড’ থেকে কি বহু জল্পনাকল্পনার ‘এশিয়া ন্যাটো’র আবির্ভাব হবে! দেখা যাক। তবে ‘কোয়াডে’র শরিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির উচ্ছ্বসিত মন্তব্য যে, কোয়াড হবে গ্লোবাল-সাউথের (উন্নয়নশীল দেশসমূহ) শক্তি বাহিনী!

কথা প্রসঙ্গে বলছি যে, ভারতের রুশ এস-৪০০ কেনার বিষয়টি সিনেট ফরেন পলিসি কমিটি এখন নিজের হাতে তুলে নিয়েছে এবং কিনলে ‘স্যাংকশনে’র ভীতি দেখানো হয়েছে; দিন কয় পূর্বে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন নয়া দিল্লিতে বলেছেনও। কৃষক আন্দোলনের বিষয়টি নিয়েও ওয়াশিংটনে বিষমভাবে কুমিরের কান্নাকাটি চলছে; কিন্তু যদিও তা ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ‘কোয়াড’ থেকে ‘এশিয়া ন্যাটো’ নয়–গ্লোবাল সাউথ বরং ভারতের স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি সংরক্ষণের প্রত্যাশায় রয়েছে।

পুতিনের প্রসঙ্গ এবার। তবে তার আগে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রফেশনাল ‘সিভি’তে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। বাইডেনের রাজনৈতিক কেরিয়ারের বয়স মোটামুটি অর্ধশতাব্দী। কাজেই, বয়সে ও রাজনীতিতে জো ‘ঝানু’ ব্যক্তি। দীর্ঘ অনেক বছর ছিলেন সিনেটর হিসেবে, তারপরে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ভিপি ছিলেন আট বছর ধরে, মাধ্যখানে চার বছর ফাঁকা গেছে; বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট তিনি। কর্মজীবনে সিনেট বৈদেশিক বিষয়ক কমিটির জ্যেষ্ঠ সিনেটর হিসেবে ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণে কংগ্রেসের অনুমতি আদায়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ইরাক আক্রমণ, সাদ্দাম হোসেনের উচ্ছেদ ইত্যাদির অজুহাত ছিল গণ-



বিধ্বংসী অস্ত্র এবং ছিল তো নির্জলা মিথ্যা বানোয়াট নৃশংস ‘ফেয়ারিটেল’। এই অন্যায় আক্রমণে কম করে এক মিলিয়ন মানুষ মারা যায় এবং মধ্যপ্রাচ্যে ও আশপাশের অন্যত্র সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিংবা প্রেসিডেন্ট ওবামার ভিপি থাকাকালে, প্রেসিডেন্টের ‘ওভারসিজ কনটিনজেন্সি অপারেশনস’ এবং ৮০টি দেশের ওপর রাতের অন্ধকারে নাইট ড্রোন হামলা চালানোর অংশীদার তিনি। লিবিয়া ও লিবিয়ার গাদ্দাফির নৃশংস পরিণতি, যুগোস্লাভ ফেডারেশনের আকাশ থেকে বিরামহীন ৭৮ দিনরাত্রি বোমাবর্ষণ ইত্যাদিও রয়েছে।

কিছুদিন আগে, ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২১ তারিখে প্রেসিডেন্ট বাইডেন সিরিয়ায় বোমাবর্ষণের হুকুম দেন। কিছু লোক মারা যায়। ১৭ মার্চ ‘ডিক্লাসিফাই’কৃত একটি আমেরিকান ‘ইনটেল’ প্রতিবেদনে দাবি করা হয় যে, প্রেসিডেন্ট পুতিন ২০২০ সালের আমেরিকান নির্বাচনের সময় ডেমোক্রেটিক প্রার্থী বাইডেনের বিরুদ্ধে ‘প্রভাব/ইনফ্লুয়েন্স অপারেশন’ পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে এই একই তারিখে প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেন ‘এবিসি নিউজে’ তার প্রথম সাংবাদিক সাক্ষাতকার দেন। এই প্রতিবেদনের সূত্র ধরে সাংবাদিক জর্জ স্টেফানোপউলস প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে প্রশ্ন করেন, ‘নির্বাচনের সময় ভ্লাদিমির পুতিন আপনার মানহানি করেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সমর্থন করেছেন, আমাদের নির্বাচনের ভিত্তিকে দুর্বল করেছেন, আমাদের সমাজকে বিভক্ত করেছেন। কী মূল্য তাকে দিতে হবে?’ বাইডেন বলেন, মূল্য তাকে দিতে হবে। ... তার সঙ্গে ফোনে দীর্ঘ কথোপকথন হয়েছে; বলেছি, ‘আমি আপনাকে জানি, আপনিও আমাকে জানেন। যদি প্রমাণিত হয় তো ফলভোগের জন্য প্রস্তুত থাকুন।’ ... স্টেফানোপউলস বলেন, ‘আপনি বলছিলেন যে, উনি হৃদয়শূন্য ব্যক্তি!’ বাইডেন বলেন, ‘ও হ্যাঁ, আমি তাকে বলেছি বটে, তার উত্তর ছিল যে–আমরা একে অপরকে বুঝতে পারছি, ....বলেছি, আপনার চোখের ভেতরে তাকালাম কিন্তু আমার মনে হয় না যে আপনার হৃদয় বলে কিছু আছে।’ স্টেফানোপউলস বলেন, ‘অতএব, ভ্লাদিমির পুতিনকে আপনি চেনেন।’...এক অর্থে, এটিকে ঐতিহাসিক ইন্টারভিউ বলা চলে, মার্কিন-রুশ সম্পর্কের ‘ওয়াটারশেড-মুহূর্ত’ বা ‘আজ...দুজনার দুটি পথ গেছে বেঁকে-মুহূর্ত’। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের ‘এলিট’দের অনেকেরই কূটনৈতিক কম্পিটেন্স বা যোগ্যতা, ঔচিত্যবোধ, শিষ্টতার অভাব নতুন কিছু নয়। যেমন, বছর দুই আগে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে ‘ঠগ’ বলতে আটকায়নি। বা ভেনিজুয়েলার মাদুরো’কে অবলীলায় ‘সন্ত্রাসী’র লেবেল দেওয়া হয়।

প্রশ্ন হলো–মস্কো এখন কী করবে? রাশিয়ার উত্তর ছিল তাৎক্ষণিক এবং সুস্পষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূতকে শলাপরামর্শের জন্য মস্কোতে ডেকে পাঠানো হয়। এটি একটি নজিরবিহীন পদক্ষেপ। সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ককে রাশিয়া পুনর্বিবেচনা করতে চায়। বাইডেনের অপমানের জবাব দিতে পুতিন রুশ টেলিভিশনে আসেন, ধীরস্থির শান্ত গলায় বলেন যে, বাইডেন স্টেটমেন্টে যা বলেছেন, আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত। অতঃপর, বাইডেনকে তিনি সুস্বাস্থ্য কামনা করেন এবং বলেন যে, ঠাট্টা নয়, তিনি বাস্তবিকই তার সুস্বাস্থ্য কামনা করছেন। অবশ্য পুতিন প্রচলিত বচন বা লোককথা ব্যবহার করেন, বলেন যে, ‘যে যেমন, সে ভাবে যে অন্যলোকেও ঠিক তারই মতো; বা ‘অন্য লোকের সম্বন্ধে যা-ই বলো না কেন তুমি আসলে তা-ই’। প্রেসিডেন্ট পুতিনের মতে, ইউরোপিয়ানরা যখন সামরিক শক্তি নিয়ে (আমেরিকা) মহাদেশ বিজয়ে মত্ত, সেই সময়ে আমেরিকান প্রশাসনিক শ্রেণি সংগঠিত হতে থাকে। পুতিন জাপানের বিরুদ্ধে দুটো পারমাণবিক বোমা ফেলা এবং কালো মানুষ নিয়ে দাসপ্রথা চালুর ইতিহাস ইত্যাদি–সবই অন্যায়-অবিচারভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব নিপীড়নের ইতিহাস। বাইডেনের বক্তব্যের জবাব হিসেবে পুতিন একটি চমকপ্রদ প্রস্তাব করেন। অনুবাদ করলে দাঁড়ায়: এসো আমরা ‘ভারবাল শুটআউটে’ নামি। লাইভ চ্যাট কাম ডুয়েল; বিষয়বস্তু: প্যান্ডেমিক, আঞ্চলিক কনফ্লিক্ট রিজোলিয়েশন এবং স্ট্র্যাটেজিক স্থিতিতা/স্ট্যাবিলিটি। অডিয়েন্স: মার্কিন ও রুশ পাবলিক; শর্ত: স্বতঃস্ফূর্ত, লিখিত স্ক্রিপ্ট ব্যবহার অবৈধ। পুতিনের সময় বাইডেনের ফুল প্রোগ্রাম, সময় কবে হবে, অনিশ্চিত। অর্থাত্, ‘টাফ টকিং আমেরিকান ওয়েস্টার্ন’-এর ছোঁয়া মেশানো কোনো ঐতিহাসিক শোডাউন হবে না, হচ্ছে না!

তবে উভয়ের ক্ষেত্রেই অনেকের মনে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার লাইন ঘুরতে পারে–‘ওরে ভাই, কার নিন্দা করো তুমি। মাথা করো নত। / এ আমার এ তোমার পাপ।’

***লেখক: বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক লেখক***

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

*প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই




এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



আমরা বাংলায় কথা বলি

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

# ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রাইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ কারণে এই বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ইমিগ্রেশন বিল পাশ হলে বছরে গ্রিনকার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ৩ লাখ ৭৫ হাজারের বেশি।

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রস্তাবিত ইমিগ্রেশন বিল পাশ হলে বছরে গ্রিনকার্ডের সংখ্যা ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। আইন সম্মত বছরে প্রায় ৩ লাখ ৭৫ হাজারে বৃদ্ধি পাবে যদি ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যাক্ট গৃহীত হয়। এ ক্ষেত্রে বৎসরে মোট প্রায় ১৫ লাখ বাড়বে। এটাই হবে কর্মসংস্থান ভিত্তিক ক্যাটাগরি এবং ডাইভারসিটি ভিসায় বৃহত্তম বৃদ্ধি। বিলটি পাশ হলে অতিরিক্ত ৮০ হাজার এডভান্সড ডিগ্রী ওয়ার্কারকে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি মঞ্জুর করা হবে। সেই সঙ্গে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ৭৮ হাজারের অধিক মানুষ প্রফেসর, গবেষক এবং নির্বাহী বা ম্যানেজার যারা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী সমূহে কর্মরত তাদেরও পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি মঞ্জুর করা হবে। ডাইভারসিটি ভিসার সংখ্যাও প্রতি বছর অর্ধেকের বেশি বৃদ্ধি হয়ে ৫০ হাজার থেকে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজারে উন্নীত হবে।

**বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস এবং কনস্যুলেট সমূহে পর্যায়ক্রমে রুটিন ভিসার কার্যক্রম শুরু হবে**

২০২০ এর মার্চ মাস থেকে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট রুটিন ভিসার কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছিলো। রুটিন ভিসা সার্ভিস ইউএস নাগরিকদের অগ্রাধিকার দিয়ে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিভাগে কর্মী ফিরিয়ে আনার জন্য পোস্ট বাই পোস্ট ভিত্তিতে ভিসা সার্ভিস চালু হবে।

২০২০ এর মার্চ থেকে ইউএস দূতাবাস এবং কন্স্যুলেট সমূহ ইমার্জেন্সী এবং মিশন-প্রক্রিয়াক্যাল ভিসা সার্ভিস ও সেই সার্ভিস তারা যতদিন পারবে অব্যাহত রখবে। পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটলে ইউএস মিশন অতিরিক্ত সেবা প্রদান করতে থাকবে। এইভাবে এক সময় রুটিন ভিসা সার্ভিসের পূর্ণ কার্যক্রম শুরু হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে ইউএস দূতাবাস অথবা কন্স্যুলেটের ওয়েব সাইটে বর্তমান স্ট্যাটাস এবং বর্তমান কী সার্ভিস দেয়া হচ্ছে সে ব্যাপারে জানা যাবে। যাদের এখনই ভ্রমণ জরুরী, সেই সব আবেদনকারীকে নিটকস্থ দূতাবাস বা কন্স্যুলেটে জরুরী এপয়নমেন্টের জন্য আবেদন জানাতে হবে, সে ব্যাপারে দূতাবাস বা কন্স্যুরেটের ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে। সেখানেই সব নির্দেশনা মিলবে। মনে রাখা জরুরী যে প্রদেয় ভিসা ফিস এক বচরের জন্য কার্যকর থাকবে।

যাহোক, ডিপার্টমেন্ট মনে করে, মাহামারির কারণে ভিসা আবেদনকারী অনেকেই ভিসা ফিস প্রদান করে অপেক্ষা করছেন ইন্টারভিয়ের তারিখের জন্য। ডিপার্টমেন্ট ২০২২ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভিসা ফিসের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করেছে। যারা ভিসা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে ইন্টারভিউ দিতে পারেননি, তারা ঐ একই ফিসে পুনরায় ইন্টারভিউ দিতে পারেন। বিস্তারিত জানার জন্যঃ এইচটিটিপিএস:/ট্রাভেল.স্টেট.গভ/কনটেন্ট/ট্রাভেল/ইউএন/নিউইজ/ভিসা-নিউজ/ফেসড্-রিজারভেশন-রুটিন-ভিসা-সার্ভিসেস.এইচটিএমএল/ওয়েব সাইডে খোঁজ নিতে পারেন।

**পাবলিক চার্জে আপডেট**

২০২০ সালের জুলাই মাসে নিউইয়র্কের দক্ষিণাহাওলীয় ইউনাইটেড ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট পাবলিক চার্জে ভিসা অযোগ্যতার সিদ্ধান্ত কার্যকর, প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটকে বন্ধ করতে বাধ্য করেছে।

এছাড়া ২০২১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন আস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং আমেরিকানদের কর্মদক্ষতা ও অখন্ডতা জোরদার করতে নির্বাহী আদেশ ১৪০১২ স্বাক্ষর করেন। এবং পাবলিক চার্জে যারা অযোগ্য বিবেচিত হয়েছেন সেটা পুনর্বিবেচনার জন্য মার্কিন সরকারী এজেন্সিগুলোকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।



ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি পুনরায় আই-৮৬৪ ডব্লিউ কর্ম চালু করেছে-ইমিগ্রেশন আবদনে এফিডেভিড অব সাপোর্ট মওকুফ করে। এর ফলে কয়েক ধরনের আবেদনকারীর জন্য এই এফিডেভিট অব সাপোর্ট লাগবে না। এই শ্রেনির মধ্যে আছেঃ

সোস্যাল সিকিউরিটি এ্যাক্টের (এমএস) অধীনে ৪০ ক্রেডিট অর্জন করেছে,

তারা শিশুকালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করায় ইউএস নাগরিকত্ব লাভ করবে,

আত্ম-আবেদনকারী বিধবা এবং

আত্ম-আবেদনকারী দুর্গত স্বামী/স্ত্রী এবং সান্তনগণ। যদি তারা এফিডেভিট অব সাপোর্ট মওকুফ চান তবে তাদেও আই ৮৬৪ ডব্লিউ ফর্ম পুরণ করতে হবে। আবেদনকারীদের ডিএস ৫৫৪০, পাবলিক চার্চ প্রশ্নাবলীর ফর্ম পূরণ করতে বা উপস্থাপন করতে হবে না।

**পাবলিক চার্চ কী?**

পাবলিক চার্চ ভিসা বা স্ট্যাটস এডজান্টমেন্টের ভিসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসার অযোগ্যতার শর্ত। পাবলিক চার্জে যিনি অভিযুক্ত হবেন, তাকে পারমানেন্ট রেসিডেন্ট লাভের (গ্রীনকার্ড লাভে যোগ্যতা) আবেদন প্রত্যাখ্যান করা যাবে। ইমিগ্রেশন এ্যান্ড ন্যাশনালিটি এ্যাক্ট (আএনএ) এর ২২২ (এ) (৪) অনুযায়ী কোন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন নিয়ে স্ট্যাটাস এডজান্টমেন্টের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন যদি প্রতিয়মান হয় যে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে তিনি যে কোন সময় পাবলিক চার্জ ভোগ করবেন। ইমিগ্রেশন এ্যাক্ট ন্যাচারালাইজেশন সার্ভিস ইউএস সিটিজেনশীপ এর মতে পাবলিক চার্জ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির প্রাথমিকভাবে সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ার সম্ভাবনা। সেটা হতে পারে নগদ সরকারী সহায়তা অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের সেবায় সরকারী সাহায্যে দীর্ঘদিন থাকা। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, যারা সরকারী সাহায্য যেমন সাপ্লিমেন্টাল সিকিউরিটি ইনকাম (এসএসআই) অথবা কোন অভাবী পরিবারের তাদের আয়ের জন্য সরকারী সাহায্যেও উপর নির্ভরশীল হওয়া।

পাবলিক চার্জ নির্ধারণে অকেনগুলি শর্ত বিবেচনা করা হয়। যেমন ব্যক্তির বয়স, স্বাস্থ্য, আয়, পরিবরের সদস্য সংখ্যা, শিক্ষা এবং দক্ষতা।

গত ২০১৯ সালের ১৪ আগস্ট ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) ফেডারেল রেসিডেন্টারে পাবলিক চার্জ সম্পর্কিত নতুন চূড়ান্ত নিয়ম প্রকাশ করে।

নতুন নিয়মে পাবলিক চার্জ নগদ সহায়তার চেয়েও অনেক বেশি কর্মসূচি এবং দীর্ঘকারী সেবার কথা বলা হয়েছে। এই নতুন ২০১৯ এর ১৫ আগস্টে আদালতের নির্দেশ কর্যকার হয় না। বাস্তবায়নে বিলম্বিতি হয়। নতুন নিয়ম ডিএইচএস ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ সাল থেকে কায়কর করা হয়।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন ২০২১ এর ২ ফেব্রুয়ারী ১৪০১২ নম্বর নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন। যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের মাঝে পাবলিক চার্জ অকার্যকর করতে ডিএইচএসকে আমেরিকান বিভিন্ন সংস্থার সাথে পরামর্শ করে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।

**ইউএসসিআইএস এফওয়াই ২০২২ ক্যাপ সিলেকশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেঃ**

ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিস বা ইউএস সিআইএস ৩০ মার্চ, মঙ্গলবার বলেছে যে ২০২২ অর্থ বছরের জন্য নির্বাচিত এইচ-ওয়ান বি বিদেশী ওয়ার্কাস ভিসার জন্য তারা পর্যাপ্ত ইলেকট্রোনিক আবেদনপত্র পেয়েছে। এইচ-ওয়ান বি ভিসা হচ্ছে নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা। যাতে ইউএস কোম্পানীগুলো বিশেষজ্ঞ পেশার জন্য বিদেশী ওয়ার্কারদের নিয়োগ দিতে পারবেন।

আরো বিস্তারিত জানতে ব্রাউজ করুন- ইউএসসিআইএস এর ওয়েব সাইটেঃ এইচটিটিপিএস://ডব্লিউডব্লিউডব্লিউ.ডিএসসিআইস.গভ/নিউজ/এলার্টস/ইউএসসিআইস-রিচেস-ফিসক্যাল-ইয়ার-২০২১-এইচ-ওয়ানবি-ক্যাপ।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

**অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।**


# Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

**Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990**

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

*আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।*

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

# চোখে আঙুল দিয়ে যা দেখাল



গোলাম মাওলা রনি

২০২১ সালের ২৮ মার্চ নানা কারণে বাংলাদেশের একটি অনন্য দিবস হিসেবে ইতিহাসে লিখিত থাকবে। কওমি মাদরাসাকেন্দ্রিক অরাজনৈতিক সংগঠন 'হেফাজতে ইসলাম' গত কয়েক মাস ধরে যেভাবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে তা বর্তমানকালের কোনো বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কল্পনাও করতে পারে না। তারা এর আগে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য স্থাপনের বিরুদ্ধে যেভাবে মাঠ গরম করে ফেলেছিল, তেমনভাবে গত কয়েক বছরে রাজনীতির জনপ্রিয় কোনো ইস্যু নিয়ে মাঠ গরম করার এ নজির নেই এ দেশে। একইভাবে ফ্রান্সের জনৈক কার্টুনিস্ট কর্তৃক আল্লাহর রাসূল সা:-এর একটি ব্যঙ্গচিত্রকে কেন্দ্র করে মুসলিম দুনিয়া উত্তাল হয়ে পড়লে হেফাজতও ঢাকার রাজপথে সমাবেশ করে। তাদের এই সমাবেশে এত বেশি মানুষের সমাগত ঘটে যে, দেশের সব মহল আশ্চর্য হয়ে যায়। অনেকে বলার চেষ্টা করেন, হেফাজতের ঐতিহাসিক শাপলা চত্বরের মহাসমাবেশের চেয়েও বেশি লোকের সমাগম হয়েছিল মহানবী সা:-এর অবমাননার বিরুদ্ধে আহূত এ সমাবেশে।

দু'টি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন দল অনেকটা হতবিহ্বল এবং কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কারণ গত সাত-আট বছর ধরে এ দল তথা আওয়ামী লীগ যেভাবে তাদের শত্রু-মিত্র পাত্র-পাত্রী পাইক-পেয়াদা, আমলা-কামলা ও হাভাতে জনগণকে বশীকরণের মন্ত্র প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করেছিল তাতে চার দিকে একধরনের নীরবতা ও বোবা কান্নার চাপা আওয়াজ অনেকটা স্থায়ীরূপ পেতে বসেছিল। এ সময়ের বাইরে যেসব শব্দ-বাজনা এবং সুরলহরী বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতো সেগুলো কেবল কর্তার ইচ্ছার প্রতিধ্বনি, কর্তার গুণকীর্তন ও কর্তার স্বপ্নতত্ত্ব সংক্রান্ত বাদ্য বাজনা বৈ অন্য কিছু ছিল না। সুতরাং হেফাজত যখন সেসব প্রথা ভেঙে সরাসরি ভাস্কর্যকে মূর্তি আখ্যা দিয়ে মূর্তিবিরোধী কথাবার্তা মিছিল মিটিং ও ওয়াজ নসিহত শুরু করল তখন অনেকের সুখময় তন্দ্রায় নিদারুণ ব্যাঘাত সৃষ্টি হলো।

আওয়ামী লীগের বর্তমান সময়টি তাদের জন্য একটি তন্দ্রাময় মহাকাল। এটিকে কোনোমতেই তেলঝোলের সুখনিদ্রা অথবা বিপদসঙ্কুল দুঃস্বপ্নের রজনী বলা যাবে না। এটিকে তন্দ্রাময় সময় বলা হয় এ কারণে যে, তন্দ্রা এবং তন্দ্রাজাত যেসব রসায়ন রয়েছে তার সবই এখন আওয়ামী লীগের জন্য প্রযোজ্য। তন্দ্রার সময় মানুষ একবার ডান দিকে হেলে যায় তো আবার বাম দিকে। তন্দ্রাগ্রস্ত মানুষ কখনো নাক মুখ বন্ধ করে সামনের দিকে ঝুঁকে; আবার পরক্ষণে নাক মুখে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে ঘাড় বাঁকিয়ে পেছনের দিকে ঢলে পড়ে। তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখে এবং তাদের আশপাশের লোকজনের সামনে মুহূর্তের জন্য তন্দ্রামুক্ত ভয়ে এমন একটা ভাব দেখায় যে, তাদের কোনো তন্দ্রা আসেনি, এমনিতেই ভাব দেখানোর জন্য তারা তন্দ্রাবস্থায় ছিল। তারপর একটু মুচকি হাসি দিয়ে পুনরায় তারা কিভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তা আমরা কমবেশি সবাই জানি।



আপনি যদি মনুষ্য শরীরে তন্দ্রা কেন আসে তা জানার চেষ্টা করেন তবে দলটিতে কেন তন্দ্রাভাব সৃষ্টি হয়েছে সেটি খুব সহজেই বুঝতে পারবেন। কাজেই তন্দ্রা নিয়ে আর কথা না বাড়িয়ে আজকের প্রসঙ্গে চলে যাই। ২০২১ সালের ২৮ মার্চের হরতাল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে ২৬ ও ২৭ মার্চের ঘটনাপঞ্জি সম্পর্কে আলোকপাত আবশ্যক। বাংলাদেশের সব মানুষ মোটামুটি একথা জানতে হয়েছে যে, ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠান হবে এবং সেই অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। মোদির আগমন উপলক্ষে হেফাজতের নেতারা প্রথম থেকেই নেতিবাচক বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়ে আসছিলেন। তাদের অভিযোগগুলো প্রকারান্তরে সরকারের পক্ষেই ছিল। কিন্তু সরকার 'তন্দ্রাচ্ছন্ন' থাকায় সেগুলো যথাযথভাবে আমলে নিতে পারেনি।

হেফাজত নেতারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একটি টুঁ শব্দও করেননি। এমনকি করোনাকালে সমগ্র বাংলাদেশে যখন ভয়াবহ অর্থসঙ্কট চলছে, কর্মসংস্থান মারাত্মকভাবে কমে গেছে এবং করোনার প্রকোপে মানুষের জীবনে ত্রাহি ত্রাহি ভাব সৃষ্টি হয়েছে, সেই সময়ে শত শত কোটি টাকা খরচ করে আতশবাজি, নৃত্যগীত ইত্যাদির আয়োজনের বিরুদ্ধেও কোনো কথা তারা বলেনি। তারা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর সাথে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের সম্মিলন ও জাঁকজমক নিয়েও টুঁ শব্দটি করেনি। তারা বরং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী যেন আরো সুন্দর এবং আনন্দঘন পরিবেশে হয় সে জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী আগমনের বিরোধিতা করেছে। তাদের বক্তব্য হলো, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তো কোনো বিতর্ক নেই। তার জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানেরও কেউ বিরোধিতা করছে না। সরকার হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান যাকে ইচ্ছে তাকে দাওয়াত দিয়ে আনতে পারত। কিন্তু একজন বিতর্কিত ব্যক্তি যিনি স্মরণকালের জঘন্যতম হিন্দু জঙ্গি হিসেবে দুনিয়া কর্তৃক নিন্দিত এবং এ ধারণাই করা হয়, তার রাজনৈতিক জীবনে তিনি যত মুসলমানকে হত্যা করেছেন, যত মসজিদ ভেঙেছেন এবং নিরীহ মুসলমানদের নির্যাতন করেছেন তা গত এক শ' বছরে দুনিয়ার কোথাও অন্য কেউ করেনি।

নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে হেফাজত নেতাদের আরো অভিযোগ ছিল, তিনিই বাংলাদেশের রোহিঙ্গা সমস্যার মূল হোতা। এ ছাড়া তিনি আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৪০ লাখ মুসলমানকে জোরপূর্বক রোহিঙ্গাদের মতো করে বাংলাদেশে ঢুকানোর জন্য একটি আইন ভারতীয় পার্লামেন্টে পাস করিয়ে নিয়েছেন, যা এনআরসি অ্যাক্ট নামে এরই মধ্যে সর্বমহলে নিন্দিত হয়েছে। তিনি দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ এবং কাশ্মিরি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যা করেছেন তা আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। তার আমলে সীমান্তে মানুষ হত্যা জঘন্যতম পর্যায়ে পৌঁছেছে। তিনি বাংলাদেশ সরকারকে চাপে ফেলে ট্রানজিট, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদি আদায় করে নিয়েছেন। বিনিময়ে বাংলাদেশের একটি ন্যায্য পাওনাও দেননি। অধিকন্তু তিনি তার নিজ দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমাবেশে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যেসব কথা বলেন, তা রীতিমতো অবমাননাকর। সুতরাং মোদির বাংলাদেশ সফর হেফাজতে ইসলাম সমর্থন করে না।

২৬ মার্চ ২০২১ সালের আগের দিনগুলোতে হেফাজত নেতারা যে ভাষায় কথা বলছিলেন, তা সরকারের জন্য বিপত্তিকর ছিল না। সরকারের পক্ষ থেকে যদি দায়িত্ববান কেউ তাদের সাথে গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী কোনো আলোচনা করতেন তবে ২৬ মার্চ কিংবা তৎপরবর্তী দিনগুলোতে কোনো অনাহূত ঘটনা ঘটত না। কিন্তু সরকারের একগুঁয়েমি, দাম্ভিকতা এবং কাউকে পাত্তা না দেয়ার প্রবণতার ফলে মোদির আগমনের দিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ, শুক্রবার হেফাজত নেতারা বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে বাদ জুমা একটি পথসভার আয়োজন করেন এবং মোদির কুশ-পুত্তলিকায় জুতা নিক্ষেপ, থুথু ছিটানোসহ মোদি বিরুদ্ধের বক্তব্য দিতে থাকেন।

অবস্থায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় দায়িত্বরত পুলিশ বাহিনী এবং তাদের সাহায্যকারী 'হেলমেট বাহিনী'র মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। ফলে তারা লাঠি, বাঁশি, টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেটের সাহায্য নিয়ে মোদির কুশপুত্তলিকায় জুতার আক্রমণ ঠেকাতে বীরদর্পে এগিয়ে যায়। অন্য দিকে হেফাজতের কর্মীরাও ইটপাটকেল দ্বারা জবাব দিতে গিয়ে পুরো এলাকাকে রণক্ষেত্রে পরিণত করে ফেলে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ২৭ মার্চ হেফাজত সারা দেশে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেয় এবং পুলিশের গুলিতে চট্টগ্রামের হাটহাজারী এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে মোট পাঁচজন নিহত হন। এই দুঃখজনক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় ২৮ মার্চ সারা দেশে সর্বাত্মক হরতাল আহ্বান করা হয়। ২৮ মার্চের হরতালে কী হয়েছে এবং কতজন হতাহত হয়েছে, তা দেশবাসী কমবেশি জানেন। কিন্তু এই হরতালের কারণে সরকারের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে তা হয়তো অনেকেই খেয়াল করেননি। প্রথমত সরকার ভীষণ ভয় পেয়েছে। তারা ইন্টারনেটের গতি কমিয়ে ফেসবুক ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন এবং কালবিলম্ব না করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিজিবি নামিয়ে দেন। তারা সন্দেহ করতে থাকেন যে, হেফাজতের হরতালের সাথে বিএনপি-জামায়াতের গোপন যোগসাজশ রয়েছে। ফলে হরতাল প্রলম্বিত হতে পারে এবং তা শেষ অবধি মোদি বিরোধিতায় সীমাবদ্ধ না থেকে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নিতে পারে– এই আতঙ্কে সরকার দোল খেতে আরম্ভ করে। আওয়ামী লীগ যেহেতু একটি পোড় খাওয়া রাজনৈতিক দল এবং তাদের রাজনৈতিক জীবনে তিন তিনটি গণ-অভ্যুত্থান এবং একটি সামরিক অভ্যুত্থানের সুবিধাভোগী সেহেতু তারা খুব ভালো করে জানেন, গণ-অভ্যুত্থান কখন, কিভাবে এবং কেনো সংঘটিত হয়। তারা এ কথাও খুব ভালো করে জানেন যে, গণ-অভ্যুত্থানের ক্ষয়ক্ষতি কত ভয়াবহ হয়ে থাকে। সুতরাং নিজেদের অতীত কর্ম, বর্তমান অবস্থান, জনগণের মানসিকতা, রাজনীতির ভারসাম্যহীনতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীহীন রাজপথ যে কী পরিণতি বয়ে আনে তা তারা মুখস্থ বলে দিতে পারেন আইয়ুব খান, খন্দকার মোশতাক, এরশাদ এবং মইনউদ্দিনের সামরিক শাসন জারি এবং সেই শাসনের অধীন দমন পীড়নের ফলে সৃষ্ট ঘায়ের ক্ষতচিহ্নগুলোকে স্মরণ করার মাধ্যমে। ফলে ২৮ মার্চ বাংলাদেশের রাজপথ যেভাবে উত্তাল ছিল এবং যেভাবে রক্তাক্ত হয়েছে তা যে খুব সহজে মিটে যাবে না এটা আওয়ামী লীগ খুব ভালো করেই জানে।

এবার ২৮ মার্চের হরতাল প্রসঙ্গে আসি। হরতাল আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, মানুষের মনে কী পরিমাণ বেদনা জমা হয়েছে। ফলে হেফাজতের মতো একটি অরাজনৈতিক সংগঠনের ডাকা হরতালে সারা দেশ কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, সরকারের পুলিশ, হেলমেট বাহিনী, দলীয় নেতাকর্মী এবং সমর্থকরা সারা দেশের কোথাও হরতালকারীদেরকে প্রতিরোধ করার ঝুঁকি নেয়নি কিংবা তাদের প্রতিরোধ করার নৈতিক সাহস হারিয়ে ফেলেছিল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সরকারদলীয় সংসদ সদস্য রবিউল মুক্তাদির চৌধুরী যিনি একসময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন, তিনি প্রকাশ্যে মিডিয়ার সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। তার মতে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নাকের ডগায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সব কিছু ঘটেছে।

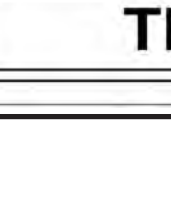
জনাব মুক্তাদির আরো বলেন, হরতালের সুযোগ নিয়ে যারা ভূমি অফিসে আগুন দিয়েছে তারা স্থানীয় ভূমিদস্যু বা ভূমিসংক্রান্ত জাল জালিয়াতির হোতা : যারা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বাড়িতে আগুন দিয়েছে, তারা এই কাজ কোনো দিন করতে সাহস পেত না যদি পুলিশ সক্রিয় থাকত। এই বক্তব্যের সাথে তাল মিলিয়ে আওয়ামী লীগের অনেক ত্যাগী নেতা এবং সাহসী বলে স্বীকৃত কয়েকজন সাবেক ছাত্রনেতা আত্মসমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধার কারণে দলীয় নেতাকর্মীদের দলপ্রীতি বা দলের জন্য মায়া মমতা কমে গেছে। তারা দলের চেয়ে নিজেদের ধন সম্পদকেই বেশি ভালোবাসে। ফলে হেফাজতের হরতালের বিরুদ্ধে কেউ রাস্তায় নামেনি।

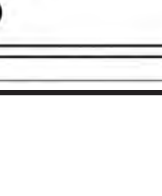
তারা আরো বলেন যে, সর্বক্ষেত্রে পুলিশ ও প্রশাসনের ওপর নির্ভরতার কারণে দলীয় নেতাকর্মীদের শক্তিমত্তা, সাহস, সাংগঠনিক ক্ষমতা ইত্যাদি মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে পুলিশের ছত্রছায়া ব্যতিরেকে প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করার কথা এখন কোনো আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী কল্পনাও করতে পারেন না।

২৮ মার্চের হরতালে বেশ কয়েকটি স্থানে প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ও ম্যুরাল ভাঙচুর হয়েছে। কোথাও বা সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তা করার আগে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগকারীরা উল্লাস করতে করতে প্রতিকৃতিগুলোর যে অবমাননা করেছে তা দেখে সামাজিক মাধ্যমগুলোতে অনেকে মন্তব্য করেছেন, আলজাজিরায় প্রধানমন্ত্রীর মেন শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশের পর সারা দেশে আই অ্যাম বা উই আর প্রাইম মিনিস্টারস মেন ইত্যাদি গেঞ্জি, টুপিতে লিখে যারা রাস্তায় নেমে এসেছিল তারা হরতালের সময় কই গিয়েছিল? তারা যদি হরতালকারীদের বাধা দিত এবং সেটি সম্ভব না হলে অন্তত যদি অনুনয় বিনয় করে বঙ্গবন্ধুর মর্যাদার বিষয়টি হরতালকারীদের কাছে পেশ করত, তাহলে হয়তো যে অস্বস্তিকর দৃশ্যগুলো দেখতে হচ্ছে তা কিছুটা হলেও কম হতো।

*লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য*


MITU DISABILITY CENTER





ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666



DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

# পুণ্য শুক্রবার বা গুড ফ্রাইডে



ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

খ্রিস্ট ধর্মের রহস্যাবৃত বিশ্বাসতত্ত্ব হলো যিশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যুর পুণ্যফলে সমগ্র জগৎ লাভ করেছে পরিত্রাণ। প্রতিবছর খ্রিস্টবিশ্বাসীরা এই বিশ্বাসের রহস্য উদযাপন করার জন্য ৪০ দিনের সাধনা করে থাকে। ৪০ দিনের এই কালকে বলা হয় প্রায়শ্চিত্তকাল বা তপস্যাকাল। এই বছর এই কাল শুরু হয়েছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে, গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা ও উপাসনা তথা খ্রিস্টযজ্ঞ উৎসর্গ করে এবং তপস্যা ও প্রায়শ্চিত্তের চিহ্নস্বরূপ কপালে ছাই বা ভস্ম মেখে। এই ৪০ দিন ধরে আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা মানুষের পাপের কারণে যিশু যে যন্ত্রণাভোগ করেছেন ও ক্রুশমৃত্যুবরণ করেছেন সেই ঐতিহাসিক সত্য ধ্যান করেছি; পবিত্র বাইবেল পাঠ করেছি। এবং সর্বোপরি আমরা আমাদের পাপের জন্য অনুতাপ করেছি, উপবাস বা রোজা রেখেছি : প্রার্থনা, ভিক্ষাদান ও উপবাস–এই তিন ধরনের অনুশীলন করে এই উপবাস বা প্রায়শ্চিত্তকালকে সার্থক ও ফলপ্রসূ করে তোলার সাধনা করেছি। পাপের স্বভাব ত্যাগ করার জন্য সাধনা করেছি; পুনর্মিলিত হয়েছি ঈশ্বরের সঙ্গে ও একে অন্যের সঙ্গে। ৪০ দিনের এই তপস্যা শেষে আমরা উপনীত হয়েছি আজকের এই পুণ্য শুক্রবারে যিশুর ক্রুশমৃত্যু ধ্যান করতে ও উদযাপন করতে। এরপরই পুনরুত্থান রবিবার বা ইস্টার সানডে মহোৎসব।

**২ এপ্রিল শুক্রবার ছিলো যিশুর মৃত্যু দিবস। এদিন উপবাস বা রোজা থাকা আবশ্যিক। এদিন অন্যান্য ধারায় তপস্যা করার দিন। বিশেষভাবে যিশুর মৃত্যু ধ্যান করে, পবিত্র ক্রুশের দিকে ধ্যানপূর্ণ দৃষ্টি রেখে এই সত্য স্বীকার করার দিন যে আমার পাপের জন্য, শুধু আমার একার পাপের-মুক্তির জন্য নয়, গোটা মানবজাতির তথা সারা জগতের পরিত্রাণের জন্য যিশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন।**

২ এপ্রিল শুক্রবার ছিলো যিশুর মৃত্যু দিবস। এদিন উপবাস বা রোজা থাকা আবশ্যিক। এদিন অন্যান্য ধারায় তপস্যা করার দিন। বিশেষভাবে যিশুর মৃত্যু ধ্যান করে, পবিত্র ক্রুশের দিকে ধ্যানপূর্ণ দৃষ্টি রেখে এই সত্য স্বীকার করার দিন যে আমার পাপের জন্য, শুধু আমার একার পাপের-মুক্তির জন্য নয়, গোটা মানবজাতির তথা সারা জগতের পরিত্রাণের জন্য যিশু ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন। অতএব পুণ্য শুক্রবারের কেন্দ্রীয় আহ্বান, পাপের পথ পরিত্যাগ করে পুণ্যের পথে ফিরে আসার আহ্বান।

পুণ্য শুক্রবার ও প্রভুর কষ্টভোগী সেবক প্রসঙ্গ পুণ্য শুক্রবারে পবিত্র বাইবেল থেকে শুনি প্রভুর যন্ত্রণাভোগী সেবকের কথা: 'তিনি ছিলেন উপেক্ষিত, সকলের পরিত্যক্ত, এক শোকার্ত মানুষ, দুঃখের সঙ্গে যার দীর্ঘ পরিচয়! তিনি আমাদেরই দুঃখের বোঝা বহন করেছেন, ...তিনি আমাদের অন্যায় অধর্মের জন্য বিদ্ধ হয়েছেন; আমাদের অপরাধের জন্যই দলিত হয়েছেন; আমরা যেন তাঁর ক্ষতগুলির গুণেই সুস্থ হয়ে উঠি' (নবী ইসাইয়ার পুস্তক ৫২ অধ্যায় ১৩ পদ থেকে ৫৩ অধ্যায় ১২ পদ পর্যন্ত)। পুরনো নিয়ম (Old Testament) বর্ণিত এই দুঃখভোগী সেবকই হলেন নতুন নিয়মে (New Testament) বর্ণিত যন্ত্রণাভোগী প্রভু যিশু। যিনি আমাদের অপরাধের জন্য ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন; আমরা যেন সুস্থ হয়ে উঠি, আমরা যেন পাপমুক্ত হই; পরিত্রাণ লাভ করি। তাঁর ক্রুশমৃত্যু আমাদের সবার জন্য, সমগ্র জগতের জন্য স্বর্গের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এই পুণ্য শুক্রবার বা গুড ফ্রাইডে উপাসনায় সাধু যোহনের লেখা মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত যিশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যুর কাহিনি পাঠ করা হয় (যোহন ১৮:১-১৯:৪২)। আমরা এই ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ধ্যান করি।

আমরা অবাক হই এই ভেবে যে যিশুখ্রিস্ট ঘৃণা-অপমান, চাবুক-চাপড়, মাথায় কাঁটার মুকুট, ক্রুশে জীবনদানের মধ্য দিয়েই হলেন তিনি গৌরবে মহান, এনে দিলেন মানবপরিত্রাণ। এই অসহনীয় যাতনাভোগ ও মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করেই বিজয় (Triumph) অর্জন করলেন। তাঁর এই মৃত্যু পরিত্রাণদায়ী মৃত্যু, তাঁর এই ক্রুশ পরিত্রাণদায়ী ক্রুশ; এই নিগূঢ় সত্যে বিশ্বাসী হয়েই খ্রিস্টবিশ্বাসী ক্রুশকে এত অধিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। প্রতিটি গির্জায় ক্রুশ স্থাপন করা হয়।

পুণ্য শুক্রবারে পবিত্র বাইবেল থেকে নির্ধারিত পাঠ করা হয়। পরিচালক যাজক (ফাদার) ধর্মোপদেশ দেন। এরপর ক্রুশের আরাধনা করা হয়; ক্রুশের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা হয়; ক্রুশকে ভক্তি-চুম্বন করা হয়; এভাবেই ক্রুশের আশীর্বাদ অর্জন করে খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্ত।

এই দিন ঈশ্বরের কাছে এবং পরস্পরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার দিন; একে অন্যকে ক্ষমা করে পুনর্মিলিত হওয়ার দিন। এই দিনে পাপের জন্য অনুতাপের চিহ্নস্বরূপ প্রাপ্তবয়স্ক সবাই উপোস করে, রোজা রাখে। গরিব-অসহায়কে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহায়তা দান করে। গির্জায় উপাসনার এক পর্যায়ে ক্রুশ চুম্বন করে পাশে রাখা পাত্রে যথেষ্ট অর্থ দান করে কৃতজ্ঞতা, ভক্তি-ভালোবাসা ও প্রায়শ্চিত্তের চিহ্নস্বরূপ। ভক্তদের এই দান দরিদ্র-অসহায়দের জন্যই ব্যবহার করা হয়। যিশুর এই ক্রুশমৃত্যু বিভক্ত মানুষকে এক করে তুলেছে। অতএব পুণ্য শুক্রবারের আহ্বান : সব বিভক্তি শেষ করে দিয়ে শান্তি ও মিলন স্থাপন করা। একক বা দলগত হিসেবে আক্রমণ, ভীতি প্রদর্শন, ইটপাটকেল নিক্ষেপ, অস্ত্র চালানো, এমনকি হত্যা করার মধ্যে বিজয় নেই। পক্ষান্তরে এই পুণ্য শুক্রবারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-কৃষ্টি-সংস্কৃতি সবাই এক হয়ে শান্তি-সম্প্রীতি ও মিলনের সমাজ ও দেশ গড়ার আহ্বান এই পুণ্য শুক্রবারে। এবং আরো অনেকভাবেই আমরা পুণ্য শুক্রবার বা গুড ফ্রাইডের মহিমায় আলোকিত হতে পারি এবং যিশুর মুক্তিদায়ী রক্তে নিজেদের ধৌত করতে পারি।

গুড ফ্রাইডে ও ইস্টার সানডে একসঙ্গে যুক্ত। ৪ এপ্রিল এ বছর যিশুর পুনরুত্থান দিবস। ইস্টার সানডে। খ্রিস্টীয় পরিভাষায় এই রবিবারকে বলা হয় পুনরুত্থান রবিবার; কেননা খ্রিস্টবিশ্বাস অনুসারে যিশু কবরে থাকেননি; মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবসে তিনি পুনরুত্থান করেছেন। এটি একটি পবিত্র শাস্ত্রভিত্তিক ঐতিহাসিক সত্য। মৃত্যুকে জয় করে, পাপের অপশক্তিকে নিষ্পেষিত করে খ্রিস্ট যিশু পুনরুত্থান করেছেন; মানুষের জন্য নতুন জীবন, মুক্তিপ্রাপ্ত জীবন অর্জন করেছেন। পুনরুত্থান ছাড়া যিশুর মৃত্যু বৃথা। যিশুর পুনরুত্থান তাঁর মৃত্যুকে পূর্ণ অর্থ ও সার্থকতা এনে দিয়েছে। তাই আগামী ৪ এপ্রিল রবিবারের মহোৎসব যিশুর পুনরুত্থানের মহোৎসব; পাস্কা (যার অর্থ নতুন জীবনে পদার্পণ) মহোৎসব; নতুন জীবনের মহোৎসব। এ জন্যই ইস্টার সানডে বা পুনরুত্থান রবিবারে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা আনন্দে ও উৎসবে মেতে ওঠে।

আসুন, পূণ্য দিনের আহ্বানে সাড়া দিই এবং ইস্টার মহোৎসব পালন করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি।

লেখক: ক্যাথলিক ধর্মযাজক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ক্যাথলিক বিশপদের খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তর্ধর্মীয় সংলাপ কমিশন










# ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



## কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

**All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.**

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

# অর্থনীতির রহস্য ধরিয়ে দেয়ার শিক্ষক



মাসুম খলিলী

কাল ছিল নয়া দিগন্তে আমার এই শিক্ষকের নির্ধারিত কলাম প্রকাশের দিন। এটি প্রকাশের আগেই তিনি চলে গেলেন। এই শিক্ষক হলেন প্রফেসর ড. এম এ মান্নান। কত বড় মাপের মানুষ তিনি ছিলেন যারা তার সান্নিধ্যে যাননি অথবা তার লেখা বই পড়েননি বা বক্তৃতা শুনেননি তারা উপলব্ধি করতে পারবেন না। সংবাদপত্রে সাড়ে তিন দশকের বেশি সময় যুক্ত থাকার সুবাদে দেশী বিদেশী অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির কাছে যাওয়ার ও কথা শোনার সুযোগ ঘটেছে। প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান অথবা প্রফেসর এম এ বারীর মতো মানুষের বক্তব্য শোনার সময় এতটা মন্ত্রমুগ্ধের হয়ে পড়তাম যে রিপোর্টারের নোট নেয়ার কলম আর যেন চলত না। আমরা ড. অমর্ত্য সেনের ভাষণ শুনে তার কথার রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করেছি। অথবা প্রফেসর ইউনূসের সাদামাটা কথার গভীরে যে অসাধারণ স্বপ্ন পূরণের ইঙ্গিত সুপ্ত থাকে তা ধরার চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রফেসর এম এ মান্নান ছিলেন একেবারে অন্য রকম একজন মানুষ। তিনি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন না। ছিলেন মানুষ ও মানুষের জীবন বুঝবার অনন্য প্রেরণা। অর্থনীতির অন্তর্নিহিত গভীর রহস্য তিনি গল্পের মাধ্যমে, সহজ উদাহরণ দিয়ে ধরিয়ে দিতেন। আশির দশকের শেষার্ধে প্রফেসর মান্নান ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের আকর্ষণীয় মুখ্য অর্থনীতিবিদের চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরে এসে তার তত্ত্ব বা ধারণার বাস্তব প্রয়োগ করার জন্য সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (পরে সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক) প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করলে তার সাথে প্রথম দেখা হয়। এই অনুষ্ঠানে তিনি নিজের লেখা কিছু ইংরেজি বই সামনে রেখেছিলেন। সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট এবং আল আরাফাহ এই দুটি ইসলামী ব্যাংক এক সাথে যাত্রা শুরু করে। প্রথমটির কান্ডারি ছিলেন প্রফেসর মান্নান আর দ্বিতীয়টির মূল উদ্যোক্তা ছিলেন প্রখ্যাত সিএসপি কর্মকর্তা এ জেড এম শামসুল আলম। প্রথমটি ছিল ইসলামী অর্থনীতির বৈশ্বিক ধারণার সর্বসাম্প্রতিক ভাবনা সামনে রেখে দরদি সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, অন্যটি ছিল দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষদের সুদমুক্ত একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা উপহার দিয়ে সুন্নাহভিত্তিক জীবন যাপনে সহায়তা করার উদ্যোগ। দুটি উদ্যোগই ছিল অনন্য।

একজন তরুণ রিপোর্টার হিসেবে সে দিন প্রফেসর মান্নানের কথা শুনে আমার তাকে সমাজ বদলানোর এক স্বপ্নচারী ব্যক্তিত্ব মনে হয়েছিল। তিনি নিজে একজন সামাজিক ঋণখেলাপি হিসেবে এই ঋণ শোধ করার জন্য দেশে ফিরে আসার কথা বলতেন। তিনি বলতেন, 'জীবনের একবারে প্রারম্ভ থেকে শুরু এই ঋণ নেয়া। অগণিত গরিব ও মেহনতি মানুষের পয়সায় দেয়া ব্যাপক ভর্তুকির শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাইমারি স্কুল থেকে পিএইচডি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি। সেই ঋণ শোধ করতে দেশে ফিরে এসেছি।' এ কারণে বাংলাদেশে প্রফেসর মান্নানের সব কর্মকান্ড ছিল আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও খেটে খাওয়া মানুষের দুরবস্থা দূর করার জন্য।

দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দিনের সাথে স্যারের ছিল হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। বাহাউদ্দিন ভাই আমাকে কোনো এক বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য মান্নান স্যারের কাছে যেতে বলেন। আমি চিফ রিপোর্টার মঞ্জু ভাইয়ের সাথে বারিধারায় ড. মান্নানের বাসা 'মেঘমল্লার' এ যাই। লতানো ফুলে সজ্জিত তিন তলা বাড়িটির নিচে ছিল সোনালী ব্যাংক। দু'তলা ও তিন তলায় স্যার থাকতেন। বাসাটি ছিল অত্যন্ত সুবিন্যস্ত। দেয়ালে পিতল, তেল ও জলরঙে আঁকা নানা শিল্পকর্ম। স্যারের মিসেস নার্গিস মান্নান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্রী হলেও শিল্পকর্মে ছিলেন পারদর্শী।

স্যারকে একান্ত পরিবেশে প্রথম দেখায় আমি তার বিরল ব্যক্তিত্ব ও ব্যবহারে মুগ্ধ হই। বাবা-মা আমাকে যে 'মাসুম' নামে ডাকতেন সে নাম স্যারের মুখে যখন শুনতাম তখন কেন জানি আমার কেবল আব্বার কথা মনে পড়ত। ৮০'র দশকের শেষে স্যারের সাথে যে যোগাযোগ তা এর পরের ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল। অবশ্য স্যার যে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন সেটি বারবার ব্যাহত হয়েছে। যে ব্যাংকটিকে তিনি ত্রিমুখী মডেলে দরদি সমাজ গঠনের হাতিয়ার হিসেবে বাংলাদেশে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেটিও থমকে দাঁড়ায়। একজন বিশ্বমানের তত্ত্ব ও প্রায়োগিক অর্থনীতিবিদের হাত থেকে ব্যাংকটির নিয়ন্ত্রণ চলে যায় টিপিক্যাল একজন ব্যবসায়ীর হাতে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের



তখনকার শীর্ষ ব্যক্তির আয়োজনেই এই কাজটি সম্পন্ন হয়।

একটি ব্যাংকে নিজে নীতিনির্ধারক হিসেবে থেকে ব্যাংকিং ব্যবসার পাশাপাশি দরদি সমাজ গঠনে প্রতিষ্ঠানটিকে হাতিয়ারে রূপান্তর করার তার প্রচেষ্টা থমকে গেলেও প্রফেসর মান্নান তার মিশন থেকে নিবৃত্ত হননি। তিনি মুসলিম বিশ্বের সমাজ পরিবর্তনে যে কয়েকটি ধারণা তত্ত্বগতভাবে দিয়েছিলেন সেসব বাস্তবায়নের জন্য তার ডাক পড়ে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। তিনি কখনো সৌদি আরব, কখনো ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিসর বা বাহরাইন, আবার কখনো ওআইসি বা ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের ফোরামে নতুন নতুন ধারণা ও তার বাস্তবায়ন কৌশল উপস্থাপন করেন। নিজ দেশে মন্ত্রী বা গভর্নর হওয়ার প্রস্তাবও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু এসব ফিরিয়ে দিয়ে তিনি সমাজ উন্নয়নের একটি মডেল তৈরি করতে চেয়েছিলেন।

ইসলামের খেলাফত যুগে ওয়াকফ ব্যবস্থা ছিল ধর্মীয় শিক্ষা ও জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান গঠন ও বিস্তারের প্রধান অবলম্বন। সর্বশেষ তুরস্কের ওসমানীয় খেলাফতের সময়ও দেশটির স্থাবর সম্পদের বড় একটি অংশ ছিল ওয়াকফ সম্পত্তি। এই উপমহাদেশেও ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারে ওয়াকফ ব্যবস্থার অনন্য ভূমিকা ছিল। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সঙ্গতি কমে আসা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে স্থাবর সম্পত্তির অপ্রতুলতা সৃষ্টি হতে থাকলে ওয়াকফ ব্যবস্থা আগের মতো সমাজ কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারেনি। এই অবস্থায় প্রফেসর মান্নান ক্যাশ ওয়াকফের ধারণা উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের ক্যাশ ওয়াকফ সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ওয়াকফের ছোট বড় তহবিল একসাথে হয়ে একটি বিশাল পুঁজি তৈরি হয়। এই দাতব্য তহবিল স্থাবর সম্পত্তির মতোই স্থির অর্থসম্পদ সৃষ্টিকারীতে রূপান্তর হয় যার মুনাফা দিয়ে ধর্মীয় ও সমাজ কল্যাণের কাজ নির্বাহ করা যায়। যেকোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই অফেরতযোগ্য ওয়াকফ তহবিলকে কল্যাণমুখী কাজে ব্যবহারের পাশাপাশি স্থির আমানত হিসেবে পেতে পারে। ড. মান্নান সোশ্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকে প্রথম ক্যাশ ওয়াকফ সার্টিফিকেট চালু করেন যা পরে অন্য কয়েকটি মুসলিম দেশে চালু হয়।

ড. মান্নানের দ্বিতীয় একটি উদ্যোগ ছিল বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ওয়াকফ সম্পত্তির অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে এর সর্বোচ্চ প্রোডাকটিভিটি নিশ্চিত করা, যা থেকে লভ্য অর্থ কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে অনেকটা অকার্যকরভাবে পড়ে থাকা কোনো ওয়াকফ সম্পত্তির প্রাপ্ত আয় দিয়ে আগে একটি প্রতিষ্ঠান চালানো গেলে সেটি উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তিনটি প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব হয়।

ওয়াকফ সম্পদের উন্নয়ন এবং ক্যাশ ওয়াকফ ব্যবস্থা শুধু মুসলিম রাষ্ট্রের সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে তাই নয়, একই সাথে এটি অন্যান্য ধর্মীয় দেবোত্তর বা গির্জার সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগানো যায়। ধর্মকে মানুষের আত্মিক উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কল্যাণ ও স্বনির্ভরতার সাথে সংযুক্ত করার বিষয়টি প্রফেসর মান্নানের এক অনন্য ধারণা।

প্রফেসর মান্নান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারেও কিছু মৌলিক ধারণার কথা বিভিন্ন সময় ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশে গতানুগতিক ব্যবস্থায় রাজস্ব আহরণে বড় কোনো প্রবৃদ্ধি ঘটানোর অবস্থা এখন দেখা যায় না। এই অবস্থায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কারের কথা জানান ড. মান্নান। তার প্রস্তাব হলো, কর আদায় ব্যবস্থায় সংস্কার এনে বিভিন্ন কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে বড় বড় করদাতাদের প্রদেয় করের একটি সংযোগ ঘটানো গেলে অল্প সময়ের মধ্যে রাজস্ব দ্বিগুণ করা সম্ভব। যেমন ধরে নেয়া যায়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিচালনায় সরকারের এক হাজার কোটি টাকার বাজেট রয়েছে। পাঁচটি করপোরেট প্রতিষ্ঠান যাদের ৬০০ কোটি টাকা কর আসে তাদের যদি বলা হয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিচালনার পুরো অর্থ প্রদান করতে হবে যা সরকারকে দেয়া কর হিসেবে গণ্য করা হবে আর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পরিচালনা ব্যবস্থার সাথে তাদের যুক্ত করা হবে। এভাবে করের সাথে সামাজিক উন্নয়নের যোগসূত্র তৈরি করা গেলে রাজস্ব দেয়াকে দায় মনে না করে করদাতারা সমাজের জন্য অবদান মনে করবে এবং তারা উৎসাহের সাথে বাড়তি কর দেবে।

প্রফেসর মান্নানের জীবন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বর্ণাঢ্য। সরকারি কলেজে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। এরপর সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে জনপ্রশাসনে দায়িত্ব পালন করেন। পরে যোগ দেন পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনে কর্মকর্তা হিসেবে। পাকিস্তানের প্ল্যানিং কমিশনের কাজ নিয়ে বই লিখে তিনি শীর্ষ কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উচ্চতর গবেষণার বৃত্তি নিয়ে যান যুক্তরাষ্ট্রে। এ সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়েন তিনি এবং পিএইচ-ডির ফান্ডিং বন্ধ হয়ে যায়। এই কঠিন অবস্থায় জীবন সংগ্রাম করেও আমেরিকার খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি মাস্টার্স ও পিএইডি ডিগ্রি নেন।

অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ, ব্যাংকিং, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, নাগরিক প্রশাসন, শিক্ষা এবং গবেষণার বিষয়ে তার প্রায় ৫০ বছরের কাজ ও শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি জেদ্দায় ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকে (আইডিবি) প্রধান অর্থনীতিবিদ, সৌদি আরবের কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও ইসলামী অর্থ বিভাগের অধ্যাপক, পাপুয়া নিউগিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায় স্টাডিজ অনুষদের ডিন; ম্যানিলায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক ও আর্থিক অর্থনীতি বিষয়ের পরামর্শদাতা, আমেরিকার জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয় ও লন্ডনের মুসলিম ইনস্টিটিউটে ভিজিটিং অধ্যাপক; ইসলামাবাদে পাকিস্তান সরকারের সহকারী আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অবসরের বয়সে প্রফেসর মান্নানের কাজ আরো বেড়ে যায়। তিনি ছিলেন হাউজ অব মান্নান চ্যারিটেবল ট্রাস্টের (এইচএমসিটি) প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান। সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের (এসআইবিএল) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছাড়াও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক ট্রাস্ট (এসআইবিটি) এবং বাংলাদেশ সামাজিক শান্তি ফাউন্ডেশনের (বিএসপিএফ) চেয়ারম্যান।

ডা. মান্নান অর্থনীতি, ইসলামিক ফিন্যান্স এবং ব্যাংকিংয়ের ওপর এক ডজনের বেশি বই লিখেছেন যেগুলো ইংরেজিতে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশ হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় এগুলো অনূদিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে রেফারেন্স বই হিসেবে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'ইসলামিক অর্থনীতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ' এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যেটি এক ডজন বিদেশী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। ড. মান্নানকে তার অবদানের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ছয়জন সমসাময়িক সেরা ইসলামী অর্থনীতিবিদের তালিকার শীর্ষে স্থান দেয়া হয়।

প্রফেসর মান্নান যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটি বাস্তবায়নের জন্য হয়তো আরো সময়ের প্রয়োজন ছিল। তিনি অনেকগুলো স্বপ্নের বীজ বপন করে গেছেন। বিদেশে অতি উচ্চ বেতনের চাকরি ও পেশাগত কনসালট্যান্সি থেকে যে অর্থকড়ি ও সম্পদ অর্জন করেছেন তার প্রায় পুরোটা তিনি মানবতার কল্যাণে গঠিত ট্রাস্টে দান করে গেছেন। সিরাজগঞ্জের বিরাট এলাকার ভূসম্পদ ছাড়াও বারিধারায় ১১ তলার সুউচ্চ ভবন আর লন্ডনের বাড়ির আয় ট্রাস্টের দাতব্য কর্মকান্ডে দান করে গেছেন। এর অর্থ দিয়ে তার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

প্রফেসর মান্নান জীবনের শেষ দিকে নানা ধরনের শারীরিক সমস্যার পরও চাইতেন তার বাসায় গিয়ে বিভিন্ন ধারণা নিয়ে আমরা আলোচনা করি। এক সময় এক দুই সপ্তাহ পরপরই দেখা হতো। বিভিন্ন ইস্যুতে তার দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছি। এক সময় স্যারের বর্ণাঢ্য জীবনের গল্প, বিরল অভিজ্ঞতা এবং তার উন্নয়নের ধারণাগুলো নিয়ে আসার জন্য নয়া দিগন্তে নিয়মিত কলাম লেখার প্রস্তাব দিই। স্যার রাজি হন তবে শারীরিক সমস্যার কারণে একটু সময় নেন। নিজ হাতে খুব বেশি সময় তিনি লিখতে পারেন না বলে আমার সাবেক সহকর্মী মাসুম বিল্লাহকে অনুরোধ করি স্যারের অনুলিখন নেয়ার জন্য। মাসুম বিল্লাহ প্রতি সপ্তাহে এক বা দু'দিন গিয়ে এই কাজটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে করেন। স্যারের প্রতিটা কলামে থাকত বিরল সব অভিজ্ঞতা ও বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বের কথা। শেষের কয়েকটি কলামে তিনি নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বুহারি, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, সৌদি আরবের শেখ আহমদ সালাহ জামজুম, আবদুল্লাহ ওমর নাসিফের স্মৃতি নিয়ে লিখেছেন। বুহারির স্মৃতিতে জানা যায়, বিশ্বে অন্যতম বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র নাইজেরিয়া ওআইসির সদস্য হয়েছিল ড. মান্নানের পরামর্শে। তিনি এ ধরনের আরো অনেক ঘটনার কথা তুলে আনার পরিকল্পনা করেছিলেন পরের কলামগুলোতে। যে কলামটি তিনি শেষ করতে পারেননি সেখানে তিনজন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদের স্মৃতিচারণ করেছিলেন যাদের প্রত্যেককে এক লাখ ডলার করে সম্মানী দিয়ে আইডিবি তাদের ব্যাংকে নিয়ে গিয়েছিল বক্তৃতা দেয়ার জন্য। তাদের কাছ থেকে অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলোকে কিভাবে সহজ করে তুলে ধরতে হয় তা জেনেছিলেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। কিন্তু এ লেখা শেষ করার আগেই মৃত্যুর ফেরেশতা স্যারকে পরম করুণাময়ের কাছে নিয়ে গেছেন।

সমাজের প্রতি প্রফেসর মান্নানের যে দায়বোধ সেটি অনন্য। তিনি বিশ্বাস করতেন, দুনিয়ায় যে স্বল্প সময়ের জন্য সর্বশক্তিমান আমাদের প্রেরণ করেছেন তা হলো অন্যের প্রতি দায়িত্ব পালন করে পরীক্ষায় নিজেকে উত্তীর্ণ করার জন্য। আট দশকের জীবনের শিশুকালটুকু ছাড়া পুরোটাই তিনি এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। মহান রাব্বুল আলামিন প্রফেসর মান্নানের মানবতার প্রতি এই অবদান কবুল করুন। কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে তাকে ক্ষমা করে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন। আমীন।

## স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে আর কত কাল বিতর্ক চলবে?

মামলায় শেখ মুজিবের বিচারের ব্যবস্থা করেন। শুধু নয়টি মাস পাক সরকারের মাথা ব্যাথা ছিল শেখ মুজিব এবং ঐ সময় পাক সরকারের কাছে জিয়াউর রহমানের কোন গুরুত্ব ছিল না। জিয়াউর রহমানের গুরুত্ব ছিল আর ১০টি সেক্টর কমান্ডারের মতো।

১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। বিএনপি নেতা লেঃ কর্নেল শওকত আলী একদিন হঠাৎ করেই ঘোষণা করেন, জিয়া ২৬ মার্চ সকালে ড্রামের উপর দাঁড়িয়ে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তার এই ড্রাম তত্ত্ব প্রতিবাদের ঝড়ে বুমেরাং হয়ে যায়। জিয়া জীবিত ও ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় মেজর রফিক বীর প্রতিক (সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) তার গ্রন্থ "লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে" উল্লেখ করেছেন, জিয়া, ২৬ মার্চ সকাল ৯ টায় পাক সরকারের পক্ষ্যে শোয়াত নামক জাহাজ হইতে অস্ত্র খালাস করার জন্য যান। কই জিয়া তো তখন প্রতিবাদ করেনি। জিয়ার ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধাদের মধ্যে প্রেরণা ও শান্তনা যুগিয়েছে এই কারনে যে সামরিক বাহিনীর বাঙালী সৈনিক ভাইয়েরা আমাদের সাথে আছে। কিন্তু ২৬ মার্চ থেকেই খালেদ মোশারফ, সফিউল্লাহ, মেজর রফিক প্রমুখ সেনা কর্মকর্তাগণ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রাপ্তির পর পরই যার যার অবস্থান থেকে শত্রু সেনাদের উপর হামলা শুরু করেন। পরবর্তীতে মুজিব নগরে সেনা কর্মকর্তাদের সম্মেলনের মাধ্যমে ১১টি সেক্টরের একটি সেক্টরের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে জিয়া তার অবস্থানে ফিরে এসে যুদ্ধ শুরু করেন ইহাই ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু এই স্বাধীনতার ঘোষণার বিতর্ক আর কতকাল চলবে?

আমাদের সংবিধানেই স্বাধীনতার ঘোষণা বিষয়ক বিতর্কের সমাধান আছে। বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণাটিই মুজিব নগর সরকার স্বাধীনতার দলিল হিসেবে গ্রহণ করে এবং তা ৭২ এর সংবিধানে সংযোজন করা হয়। আর এই সংবিধানের অধীনে জিয়া, এরশাদ, খালেদা অনুগত থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করে গেছেন দীর্ঘ সময়। তখন কোন প্রশ্ন কেউ তোলেননি। আজ কেন বিএনপি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা, নেতৃত্ব ও জাতির পিতা মানতে এত অনীহা কেন? কেনই বা সব কিছুতে অস্বীকার করার প্রবণতা। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলে তাকে জীবন দিতে হতো না যেমন সত্য ঠিক বিএনপি নামক দলটিও তৈরি হতো না। সেই সাথে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্কও হতো না।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বিএনপির অতীত বলতে কিছু নেই। জিয়াউর রহমান প্রথমে ১৮ দফা কর্মসূচী নিয়ে মুসলিম লীগ, কিছু বাম (ভাসানি ন্যাপ) ও স্বাধীনতা বিরোধীদের নিয়ে প্রথমে জাগদল ও পরে জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠন করেন। দলটির মধ্যে কিছু মুক্তিযোদ্ধা থাকার সুবাদে দলটিকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ক্রেডিট নেওয়ার জন্যি এই প্রয়াস। সেই জন্যই তারা মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা পাঠককে গোয়েলবসি কায়দায় ঘোষক প্রচার করতে থাকে। তারা জানে বার বার ঘোষক হিসেবে প্রচার করলে পুরাতন প্রজন্ম না হউক, নূতন প্রজন্ম একদিন বিশ্বাস করবে। তারা হয়তো ভুলে গেছেন বর্তমান তথ্য-প্রযুক্তির যুগে বার বার মিথ্যাচার করে কোন লাভ হবে না। তথ্য-প্রযুক্তির বদৌলতে নূতন প্রজন্ম অনায়েসে ৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আর্কাইভে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার সন্ধান পেয়ে যাবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তথা আন্তর্জাতিক ইতিহাসে ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ও অবদানের কথা উল্লেখ আছে। কাজেই জাতির হৃদয় থেকে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মন থেকে বঙ্গবন্ধুকে কখনো মুছে ফেলা যাবে না। বাংলাদেশে আলো, বাতাস, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা যতদিন বহমান থাকবে, ততদিন বঙ্গবন্ধু বাঙালীর হৃদয়ে নক্ষত্রের ন্যায় আলো জ্বালিয়ে বেঁচে থাকবেন।

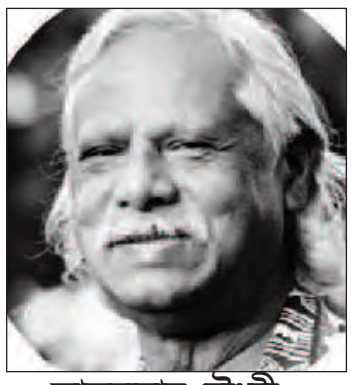
নিউইয়র্ক, ইউএসএ।

শ্চিতভাবে এবং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, অতি নগণ্য এবং ক্ষুদ্র এক অংশ ছাড়া এ দেশের জনসাধারণ স্বাধীনতা আন্দোলন এবং যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারাই নয়, দেশের অভ্যন্তরে সব শ্রেণীর, সব বয়সের, সব ধর্মের নারী-পুরুষ যারা মুক্তিযুদ্ধকালে নির্যাতিত হয়েছেন, যুদ্ধে জোগান দিয়েছেন, আতঙ্কিত হয়ে দিনাতিপাত করেছেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য বিরামহীনভাবে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে চোখের পানি ফেলে প্রার্থনা করেছেন, তারা সবাই মুক্তিযোদ্ধা। আমরা যারা সৌভাগ্যবশত সম্মুখ সমরে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছিলাম, আমরা তো কেবল শত্রুর বুলেটের সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু শত শত অস্ত্রহীন মানুষ যারা আমাদের যুদ্ধে জয় ছিনিয়ে আনার জন্য নিদ্রাহীন থেকেও সাহায্য যুগিয়েছেন, শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, গ্রামে গ্রামান্তরে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন, ধর্ষিত হয়েছেন এবং প্রাণ হারিয়েছেন, তাদেরকে 'অমুক্তিযোদ্ধা' বলে আখ্যায়িত করা এক অমার্জনীয় অন্যায়। এ কলঙ্ক থেকে মুক্তি না পেলে এ জাতি থেকে যাবে চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত। প্রতিটি দেশ এবং প্রতিটি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগোষ্ঠীর একাংশ অতি ক্ষুদ্র হলেও, তাদের নিজস্ব চিন্তাচেতনা, বিশ্বাস এবং অনেকাংশে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনন্যোপায় হয়েও প্রাণের ভয়ে স্বাধীনতার বিরোধিতা করে থাকে। এরা সবাই সমান অপরাধী নয়। তবে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা, হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের নিরপেক্ষ বিচারের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করা অপরিহার্য। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এ ঘটনা প্রযোজ্য। এরই মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত একাধিক ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডসহ বিভিন্ন দন্ডে দন্ডিত হয়েছেন। এসব বিচার প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার ব্যত্যয় ঘটলে তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যতে পুনর্বিচারের দ্বার উন্মোচনের সম্ভাবনা রেখে দেবে।

গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আজ যখন আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের লগ্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন নিয়ে গর্বিত, তখন একটি একতাবদ্ধ জাতিকে স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী ও চেতনাবিরোধী বলে বিভক্তিকরণের প্রচেষ্টা দুঃখ-জনক। অন্য দিকে মানবাধিকার লঙ্ঘন, অসংখ্য কালো আইনের মাধ্যমে বিন-বিচারে আটক এবং আটককালীন অবস্থায় মৃত্যু, খুন, লুণ্ঠন, গুম ও দুর্নীতি, সর্বস্তরের সব অপরাধীর জন্য আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগে ব্যর্থতা, সরকারি চাকরি, সব ব্যবসাবাণিজ্য, অর্থ-সম্পদ কেবল শাসক দলের অনুকম্পায় লালিত গোষ্ঠী ও মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হওয়া, শিক্ষার ক্রমাগত নিম্নমান এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা অবনতির কারণে আমাদের সব অর্জন ও অগ্রগতি ম্লান হয়ে পড়েছে। এসব অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সব ব্যক্তিই হচ্ছে স্বাধীনতার বিপক্ষে ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী শক্তি। তাই সমাজের সর্বস্তরে সব শ্রেণীর এবং সব পদে আসীন মানুষের জন্য আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ অপরিহার্য। লাখো শহীদের প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা এবং সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সফলতা ধরে রাখা এবং এর স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণে এর কোনো বিকল্প নেই। এ দায়িত্ব পালনই হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের কাজ এবং সঠিক পথ। আর এর ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তিরাই হচ্ছে এই চেতনার বিরোধী শক্তি। এ মাটির মানুষ শত শত বছর ধরে পরাধীন হয়ে থাকলেও, তারা বরাবরই ছিল স্বাধীনচেতা ও মুক্তিপাগল।

জাতিকে, দেশ স্বাধীন হওয়ার ৫০ বছর পর স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ বলে ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধুয়া তুলে বিভক্ত করার প্রচেষ্টা বেদনাদায়ক ও আত্মঘাতী। ভারতপন্থী ও পাকিস্তানপন্থী বলে ভুয়া স্লোগান হাস্যকর। দেশের স্বার্থ সংরক্ষণে অন্য যেকোনো দেশের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা দূষণীয় নয়, কিন্তু দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়ানো নিঃসন্দেহে দেশদ্রোহিতার শামিল। জাতিকে বিভক্তিকরণের এ প্রক্রিয়া থেকে মুক্তি পেতে হবে। কেননা এ দেশের সব মানুষই মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে। এ দেশের ১৭ কোটি মানুষকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং ব্যক্তিগত আক্রোশ বা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে বিভক্ত করে রাখা এক অমার্জনীয় অপরাধ। এ মাটির মানুষ কখনো

# ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অসমাপ্ত কাহিনী



জাফরুল্লাহ চৌধুরী

**স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা**

৪৬ বছরের উজ্জ্বল দীর্ঘ যুব শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের লাহোরে দীপ্ত গম্ভীর স্বরে ১৯৬৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী পশ্চিম পাকিস্তানিদের জ্ঞাত করলেন, পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করেন। তারা অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার এবং ভারতীয় আগ্রাসনের বিপরীতে নিরাপত্তা বঞ্চিত। সমস্যা নিরসনের নিমিত্তে তিনি ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন।

তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলো। উল্টো শুরু হলো শেখ মুজিবসহ ৩৮ জন বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। অবশ্য পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছিল, অভিযোগের সত্যতার ইতিহাস। শেখ মুজিব ফাঁসির দড়ি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের কারণে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, সিরাজুল আলম খানের চাতুর্যে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সাথে আলাপ-আলোচনা না করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ ডাকসু নেতা তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানকে ভূষিত করলেন 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে।

ছয় দফার ভিত্তিতে নির্বাচন করে ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। পাকিস্তানের সামরিক সরকার জাতীয় সংসদ অধিবেশন রহিত করে শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। সে সুযোগ নিয়ে ছাত্রলীগের নিউক্লিয়াস নেতা সিরাজুল আলম খানের রাজনৈতিক চতুরতায় ডাকসুর ভাইস প্রেসিডেন্ট আ স ম আবদুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ২ মার্চ (১৯৭১) 'স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা' উত্তোলন করেন এবং পরের দিন পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে শাহজাহান সিরাজ পাঠ করলেন 'জয় বাংলা ইশতেহার : স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা ও কর্মসূচি।' *১

আবহাওয়া উত্তপ্ত হতে থাকল। জয়বাংলা বাহিনীর ডেপুটি প্রধান কামরুল আলম খান খসরু গানফায়ার করে যুদ্ধের ঘোষণা দেন।

ঢাকাস্থ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা প্রধান মসিহউদদৌলা শেখ মুজিবকে জানালেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি সৈনিক ও অফিসার বেশি আছে। ফলে এখন বিনা রক্তপাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হবে। চট্টগ্রাম থেকে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের বাঙালি সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদার কর্নেল (অব:) এমএজি ওসমানীর মাধ্যমে জানান যে, সামরিক গোপন সার্কুলারে তিনি জেনেছেন– সামরিক সরকার শেখ মুজিবকে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। তিনি আরো তথ্য দেন যে, পূর্ব পাকিস্তান বাঙালী সৈনিক ও কর্মকর্তার আধিক্য থাকায় বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হবে। *২ বঙ্গবন্ধু নিজে কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদের কাছে উপরিউক্ত তথ্যসমূহ পাঠিয়ে দেন।

সিদ্ধান্ত হয়, সামরিক সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির নিমিত্তে ৭ মার্চ ১৯৭১ শেখ মুজিবুর রহমান বক্তব্য রাখবেন এবং দিকনির্দেশনা দেবেন। এটি একটি গণতান্ত্রিক ঐতিহাসিক ভাষণ। সামরিক সরকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফারল্যান্ডকে দূতিয়ালির জন্য ঢাকা পাঠালেন। তিনি জানালেন, ঢাকায় ইয়াহিয়া খান এসে আলাপ-আলোচনা করে সংসদ অধিবেশনের তারিখ স্থির করবেন। অপরপক্ষে শেখ মুজিব নিশ্চিত করলেন, তিনি বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে এক ধরনের ফেডারেশনে আগ্রহী এবং তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তান সরকার কমিউনিস্টদের সামলাতে পারবেন না। *৩

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে আলোচনার নামে ছয় দফা বাস্তবায়ন বিষয়ে সময়ক্ষেপণ করলেন এবং ২৪ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করলেন। শুরু হলো নিরীহ জনতার ওপর সামরিক বাহিনীর গণহত্যা। ২৬ মার্চ ১৯৭১, বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। মেজর জিয়াউর রহমান মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে ২৭ মার্চ ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল ও মে মাসে প্রায় ৭০-৮০ লাখ বাংলাদেশী নাগরিক আত্মরক্ষার নিমিত্তে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারত সরকার ও রেড ক্রস সোসাইটি বিস্তারিত তথ্য হস্তান্তর না করায় শরণার্থীর সঠিক তথ্য স্বীকৃত নয়, অনুমানভিত্তিক।

**মুক্তিযুদ্ধের তিন রণাঙ্গন**

মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃতি ছিল বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বরিশালের পেয়ারা বাগানে মার্কসবাদী নেতা সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে, টাঙ্গাইলে বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকীর অধিনায়কত্বে, নরসিংদীর শিবচরে মান্নান ভূঁইয়া ও আনোয়ার খান জুনোর পরিচালনায় এবং অন্যান্য আরো কয়েকটি অঞ্চলে। ভারতে অবস্থান করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব সীমান্তে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও কর্নেল এমএজি ওসমানীর নেতৃত্বে ১১টি সেক্টরে ১০ জন সেক্টর কমান্ডারের অধীনে মুক্তিবাহিনী নিয়ন্ত্রিত মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিবাহিনীর মূল শক্তি ছিল কৃষক, শ্রমিক এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও হাবিলদাররা, ইপিআরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাওয়া পুলিশ সদস্য।

তৃতীয় রণাঙ্গন ছিল লন্ডনে যেখান থেকে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় কূটনৈতিক কার্যকলাপ ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির আন্দোলন পরিচালিত হতো, দায়িত্বে ছিলেন বিচারপতি আবু সাইয়িদ চৌধুরী, যার কঠিন পরিশ্রমে বিশ্ববিবেক বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে সমর্থন দান করে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের জেল থেকে ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ মুক্তি পান।

**মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সাহায্য-সহযোগিতা ও চক্রান্ত**

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি, ভারতীয় রাজনীতিবিদরা মেনে নিতে পারেননি। ভারতকে 'পাকিস্তান ও ভারত' দুই দেশে বিভক্ত করাকে তারা 'ভারতমাতার' দ্বিখন্ডন বলে মনে করতেন। ভারতের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে ১৯৪৭ সালের ১০ জুলাই বুলেটিনে এ বিষয়ে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য '...for freedom what we have achieved cannot be completed without unity of India'.*৪

১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের পর পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব পাকিস্তানকে কিভাবে ভারতের অংশ করা যাবে তা নিয়ে সদূরপ্রসারী সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে ভারতীয় প্রধান গোয়েন্দা বাহিনীর মাধ্যমে। ১৯৬৮ সালে ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা দ্য রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং' (Research and Analysis Wing- RAW) নামে পুনর্গঠিত হয় এবং তাদের মূল কার্যক্রম শুরু হয় পূর্ব পাকিস্তান ঘিরে। *৫

ভারতীয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তা শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬২ সালের ২৫ ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান ও দৈনিক ইত্তেফাকের মানিক মিয়ার সাথে দীর্ঘ সময় আলাপ করেন। শশাঙ্ক বাবু পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে সম্পৃক্ত কিন্তু কলকাতায় ২১ ড. রাজেন্দ্র প্রাসাদ রোড, নর্দান পার্ক, ভবানীপুর কলকাতা ৭০০০২১ বসবাসকারী চিত্তরঞ্জন সুতারের সাথে শেখ মুজিবের যোগাযোগ করিয়ে দেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের একটি চিঠি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওয়াহের লাল নেহরুর কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা নেন। পরবর্তীতে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড এবং নিউক্লিয়াসের মূল কর্মকর্তাদের সাথে চিত্তরঞ্জন সুতারের সম্পর্ক স্থাপন করিয়ে দেন।

কলকাতার ১০৪ রাম লালবাজারের কর্মকার বুকস্টল থেকে প্রকাশিত ডা. কালিদাস বৈদ্যের 'বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধে অন্তরালের শেখ মুজিব' গ্রন্থে এ সম্পর্কিত অনেক তথ্য রয়েছে।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৯ জানুয়ারী ১৯৭২ সালে লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে ঢাকা আসার পথে সার্বক্ষণিকভাবে RAW Agent শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবন্ধুর পাশে বসে এসেছিলেন এবং তিনি ১০ জানুয়ারি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে তার আলাপের সব তথ্য অবহিত করেন। এসব তথ্য শশাঙ্ক রচিত আত্মকাহিনীতে রয়েছে।

ষাটের দশকে ভারতের পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যসমূহে বিপ্লবী চারু মজুমদারের নকশাল আন্দোলনের দ্রুত ব্যাপ্তিতে কেন্দ্রীয় ভারত সরকার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের মাধ্যমে গুপ্তহত্যায় জড়িয়ে পড়ে। এতে সমস্যার দ্রুত সমাধান না হওয়ায় 'র' ভারতীয় সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ ও আবেগ অনুভূতি অন্য পথে নকশাল তাড়িত করার লক্ষ্যে নতুন পথ সন্ধান শুরু করে। ঠিক এই সময়ে (মার্চ, ১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গণহত্যা শুরু হয় এবং ব্যাপক সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানবাসী আত্মরক্ষার নিমিত্তে ভারত সীমান্ত অতিক্রম করতে থাকে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম সীমান্ত দিয়ে। এই তিন রাজ্যের জনসংখ্যার



এক বিরাট অংশ অতীতে ভারত বিভক্তির পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন। স্বভাবতই ১৯৭১ সালের শরণার্থীদের জন্য এদের সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক মনে করেন আদর্শ থেকে দৃষ্টি ভিন্নপথে চালিত করার জন্য ভারত সীমান্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীর জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয় জঅড-এর পরামর্শ ও সাহায্য সহযোগিতায়। জঅড-এর দূরদৃষ্টি ফলপ্রসূ হয়, নকশাল আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং বিপ্লবী নেতা চারু মজুমদার গ্রেফতার হন এবং বিনা চিকিৎসায় জেলে তার মৃত্যু হয়। সাম্প্রতিক কালে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনে বিচারাধীন লেখক মোশতাক আহমদের মৃত্যুর সাথে তুলনীয়।

একই সাথে ভারত সরকার ১০ দিনের মধ্যে সৈয়দ নজরুল ও তাজউদ্দিন আহমদের প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা নিশ্চিত করে এবং মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় ১৭ এপ্রিল ১৯৭১, প্রবাসী সরকারের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনার ব্যবস্থা করে দেন।

কেবল প্রবাসী সরকার নির্ধারিত ব্যক্তিদের এফএফ (Freedom Fighter) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে ভারত সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও প্রবাসী সরকারের অগোচরে RAW-এর মেজর জেনারেল উবান (৬) 'মুজিববাহিনী' নামে একদল তরুণকে ভিন্ন জায়গায় প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ভারত অনুগত বাংলাদেশ সরকার সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। এই লক্ষ্যে মুজিববাহিনী ট্রেনিং শেষ করে ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশে প্রবেশ করেই দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বামপন্থীদের হত্যা শুরু করে এবং নিরস্ত্র করে। এমনকি কতক ক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনীর সাথেও সংগ্রামে লিপ্ত হয়। জঅড 'র' মুজিববাহিনীর মধ্যেও সতর্কতার সাথে শেখ ফজলুল হক মনি ও সিরাজুল আলম খান গ্রুপ সৃষ্টি করে। জঅড-এর মদদে শেখ ফজলুল হক মনি তাজউদ্দিন আহমদের প্রধানমন্ত্রিত্ব অনৈতিক বলে প্রচার করতে থাকেন।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভারত সরকারের অগোচরে খন্দকার মুশতাক ৪২ জন পার্লামেন্ট সদস্য নিয়ে কনফেডারেশনের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনা করে শেখ মুজিবের মুক্তির প্রচেষ্টা চালানোর কারণে তাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে প্রত্যাহার করার জন্য ভারত সরকার প্রবাসী সরকারকে বাধ্য করে। বাংলাদেশকে পুরোপুরি ভারতের নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলা যুদ্ধের পরিবর্তে সরাসরি সম্মুখ সমরের মাধ্যমে দ্রুত যুদ্ধ শেষ করার নিমিত্তে সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকার প্রবাসী সরকারের সাথে সাত দফা চুক্তি করে।

১. ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ কমান্ড পাকিস্তানের সাথে সম্মুখযুদ্ধ পরিচালনা করবে, এমএজি ওসমানী যৌথ কমান্ডে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

২. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর, অনির্ধারিত সংখ্যক ভারতীয় সেনা বাংলাদেশে অবস্থান করবে।

৩. বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগের আগে বাংলাদেশ সরকারকে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ নিতে হবে।

৪. ভারতের রফতানি সুবিধার্থে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য হবে খোলাবাজার (ঋৎবব গধৎশবঃ) ভিত্তিক।

৫. বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী থাকবে না।

৬. অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মুজিববাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ভারতীয় সেনাধ্যক্ষদের নেতৃত্বে একটা প্যারামিলিশিয়া বাহিনী (রক্ষীবাহিনী) গঠিত হবে, যারা কেবল প্রধানমন্ত্রীর কাছে জবাবদিহি করবেন, অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে নয়।

৭. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছাড়া অন্য কেউ প্রশাসনিক পদে থাকবেন না। শূন্য পদসমূহ কতক সময়ের জন্য ভারতীয় বাঙালি কর্মকর্তারা পূরণ করবেন সহজে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও অন্তকলহ দমনের নিমিত্তে।

চুক্তি প্রণয়নে কর্নেল ওসমানী জড়িত ছিলেন না। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রমুখ জড়িত ছিলেন। এই ৫, ৬ ও ৭ শর্তে কর্নেল এমএজি ওসমানী ভয়ানক আপত্তি করেন।

শর্ত প্রয়োগ সংক্রান্ত একটি মিটিংয়ে কর্নেল ওসমানী বলেন, 'শেষ তিনটি শর্ত অপ্রয়োজনীয় এবং অসম্মানজনক। বহু বাংলাদেশী সিএসপি আমলা আছেন। কিছু অংশ প্রবাসী সরকারের বিভিন্ন দফতরে কর্মরত আছেন। অধিক সংখ্যক সিএসপি (CSP) আমলা পাকিস্তানে আটক আছেন। তারা নিশ্চয় বিজয়ের পর দেশে ফিরে দায়িত্বভার নিতে পারবেন। ভারতীয় বাঙালী কর্মকর্তাদের বেসামরিক প্রশাসনিক কার্যে নিয়োজিত দেখলে দেশে ক্ষোভের সৃষ্টি হবে এবং প্রচারের সম্ভাবনা রয়েছে যে, বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। ইসলামাবাদের পরিবর্তে দিল্লি কর্তৃক বাংলাদেশ শাসিত হচ্ছে। সেনাবাহিনীবিহীন স্বাধীন দেশ হাস্যকর। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও অন্য সৈনিকদের কী হবে? স্বাধীনচেতা ওসমানীকে ভারত একটি বড় সমস্যা বিবেচনা করে যৌথ কমান্ডে যুদ্ধ পরিচালিত হলেও কর্নেল ওসমানীকে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। যুদ্ধের ফলাফল পর্যবেক্ষণের জন্য ওসমানী এই লেখককে এবং কে এম ওবায়দুর রহমানকে ৫ ডিসেম্বর যশোর পাঠান। ফিরে এসে লেখক কর্নেল ওসমানীকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যশোর ক্যান্টনমেন্ট লুটের তথ্য জ্ঞাত করালে তিনি লেখককে সাথে নিয়ে প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি জ্ঞাত করেন এবং প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ মন্তব্য করলেন, 'সব সৈন্যদের একই চরিত্র'। তাজউদ্দিন আহমদের চাপে পড়ে ১০ ডিসেম্বর থেকে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শনের জন্য কর্নেল ওসমানীকে একটি সামরিক হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করতে ভারত সরকার রাজি হয়। 'র' সুপরিকল্পিতভাবে যৌথ কমান্ডকে অস্বীকার করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সংগ্রামকে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে ১৬ ডিসেম্বরে ১৯৭১, পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে কর্নেল ওসমানীর অনুপস্থিতি নিশ্চিত করে।

সিলেটের আকাশে একই দিনে অতর্কিতে ওসমানীকে বহনকারী হেলিকপ্টার অজ্ঞাত বিমানের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় কর্নেল ওসমানীকে হত্যার চেষ্টা মূল পরিকল্পনার অংশ বিবেচনা করলে ভুল হবে কি?

এত বড় ঘটনার কোনো তদন্ত ভারত ও বাংলাদেশে হয়নি। ভারতীয় পরিকল্পনায় বাংলাদেশ মাত্র ৯ মাসের সংগ্রামে জয়ী হয়ে একটি নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এত অল্প সময়ে স্বাধীনতা অর্জনের দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ নেই।

বাংলাদেশ সৃষ্টিতেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও 'র'-এর দূরদর্শিতার আলোকে ভারতের বিনিয়োগ আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

বাংলাদেশ পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতের ব্যয় বিনিয়োগের হিসাব ভারত কখনো প্রকাশ করেনি, তাই হিসাবটা কতক অনুমাননির্ভর। প্রায় এক কোটি বাংলাদেশী শরণার্থীকে প্রায় ১০ মাস আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থাপনায় প্রায় ছয় থেকে ৯০০ কোটি রুপি এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ ও প্রত্যেক সৈনিককে মাসে দেড় শ' রুপি ভাতা প্রদানে সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে। নগদ টাকায় ভাতা দেয়ার ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতপ্রীতি ও নির্ভরশীলতা ক্রমেই বেড়েছে। ডিসেম্বর মাসে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণে শতাধিক ভারতীয় সৈনিকের প্রাণহানি হয়েছে। শরণার্থী ক্যাম্পে উদ্বেগজনক সংখ্যক বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে দুর্যোগ অব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসার অপ্রতুলতার কারণে। প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ পেলে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে ভয়ানক ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রহিত করার নিমিত্তে ভারত সরকার ও ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটি মৃত ব্যক্তিদের তথ্য অদ্যপি বাংলাদেশ সরকারকে হস্তান্তর করেনি। ভারতের শরণার্থী ক্যাম্পে সর্বনিম্ন ১০ লাখ এবং উর্ধ্বে ২০ লাখ বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে যাদের বেশির ভাগই শিশু, গর্ভবতী ও বয়োবৃদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের 'সিডিসির'র কাছে প্রায় সাত লাখ মৃত্যুর হিসাব আছে, সব মৃত্যুর হিসাব তারা সংগ্রহ করতে পারেনি।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতের বিনিয়োগে, ভারত চারভাবে লাভবান হয়েছে–

১. পূর্ব সীমান্তে পাকিস্তানকে মোকাবেলা করতে হয় না বিধায় ওই অঞ্চলের জন্য কয়েক হাজার কোটি রুপি সামরিক ব্যয় কমেছে।

২. বাংলাদেশের সাথে ভারতের ব্যবস্যায় কয়েক বিলিয়ন ডলার বেড়েছে।

৩. বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় শ্রম ম্যানেজাররা প্রতি বছর কয়েক বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা ভারতে প্রেরণ করেন।

৪. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাধীনতা কর্মীদের (বিচ্ছিন্নতাবাদীদের) সংগ্রাম আন্দোলনে ভারত অনুগত বাংলাদেশ সরকারের (?) সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ভারতীয় জনগণের ক্ষতি হলেও ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা বেড়েছে এবং আপাতত ভারত বিভক্তি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা বিভক্তি সৃষ্টিকারী গুজরাটের কসাই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ করে বাংলাদেশ ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক ভারতীয় কূটচালে জড়িয়ে পড়ছে এবং প্রায় ৩০ কোটি সংখ্যালঘু ভারতীয়দের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে, সাথে অসম্প্রদায়িক বঙ্গবন্ধুকেও অপমান করা হচ্ছে।

মেজর খালেদ মোশাররফের সাবধান বাণী–

অক্টোবর মাসে সম্মুখযুদ্ধে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ২ নম্বর সেক্টর এবং 'কে ফোর্সের' অধিনায়ক মেজর খালেদ মোশাররফ ভারতীয় সেন্ট্রাল কমান্ডের লক্ষ্ণৌ সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় এই লেখকের সাথে সাক্ষাতে বলেন, 'ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সমূহ বিপদ, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের থেকে ভারত উন্নতমানের চৈনিক অস্ত্র উঠিয়ে নিয়ে নিম্নমানের ভারতীয় অস্ত্র দিচ্ছে, যাতে ভারতের প্রতি আমাদের নির্ভরশীলতা নিশ্চিত হয়। সত্বর হয়তো আমরা বাংলাদেশের পতাকা অর্জন করব কিন্তু ক্রমে সিকিমে পরিণত হবো।' এটা প্রতিহত করার নিমিত্তে তাকে চিকিৎসার উপলক্ষে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে তিনি লেখককে অনুরোধ করেন এবং যুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের অবস্থান পরিবর্তনের জন্যও কর্নেল ওসমানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। খালেদ মোশাররফের চিন্তার স্বচ্ছতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতি এবং পরবর্তী সমস্যাসমূহ : দেশত্যাগের জন্য তাজউদ্দিন, ওসমানীর অনুরোধ উপেক্ষা করে শেখ মুজিব বাড়িতে অবস্থান করলে, তিনি পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী হন এবং ৯ মাস পাকিস্তানের জেলে আটক থাকেন, মুক্তি পান ২ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে। মিয়ানওয়ালী জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট দুইবার দেখা করে অনুরোধ করেন, পাকিস্তানের সাথে একটা সম্পর্ক (কনফেডারেশন) অব্যাহত রাখতে। পরে জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর ৮ জানুয়ারি (১৯৭২) লন্ডন যাত্রার প্রাক্কালে উপস্থিত থেকে শেখ মুজিবকে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এই তথ্য ইতালীয় সাংবাদিক ওরিয়ানো ফালাসির 'ইন্টারভিউ উইথহিস্ট্রি' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের 'এ লিগেসি অব ব্লাড' বইতে উল্লেখ আছে।

১০ জানুয়ারী দেশে ফেরার পর শেখ মুজিব সুতা ছিঁড়ে ফেলার কথা বলেন। তিনি দুপুরে দিল্লি থেকে ব্রিটিশ রয়েল এয়ার ফোর্সের প্লেনে ঢাকা পৌঁছেন। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে শুরু করে সব রাজপথ ছিল লোকেলোকারণ্য। তাতে বঙ্গবন্ধু অভিভূত হয়ে পড়েন। রেসকোর্স অতিক্রম করার সময় বাংলাদেশের নেতারা ১৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের কথা জানালে, তিনি মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করেন 'তোরা কে কে ছিলি ভারতীয়দের সাথে'? পুরো আলাপের তথ্য সরকারি ভাষ্য কখনো প্রকাশিত হয়নি।

তার অনুপস্থিতিতে তার নামে স্লোগান দিয়ে প্রবাসী সরকারের অপরিসীম শ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও রণকৌশলে ৯ মাসের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনকে বঙ্গবন্ধু কিভাবে দেখেছেন তা বুঝার জন্য কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারি প্রথম মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হলে শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী এবং তাজউদ্দিন আহমদ অর্থ ও প্ল্যানিং মন্ত্রী নির্বাচিত হন। মন্ত্রিসভার প্রথম মিটিংয়ে শেখ মুজিব প্রশ্ন করেন, এনএসআই প্রধান এবিএস সাফদার, পুলিশ বাহিনীর আবদুর রহিম– এরা কোথায়, এদের তো দেখছি না। তাজউদ্দিন জানান, আগরতলা মামলা ও মুক্তিযুদ্ধে জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ায় তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সাথে সাথে বলেন, তাদের কাজে যোগ দিতে। পরের দিন, সাফদার, রহিম ও ইএ চৌধুরী কাজে যোগ দেন।

শেখ মুজিব প্রবাসী সরকারের মন্ত্রীদের কাছ থেকে কখনো মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী শুনেননি, আলোচনা করেননি। কোনো মানসিক বাধার কারণে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শুনতে পারেননি বা চাননি, তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তিনটি কেবিনেট মিটিংয়ের অন্যান্য এজেন্ডার সাথে একটি এজেন্ডায় ৯ মাসের জীবন-মরণ মুক্তিযুদ্ধের আলোচনা ছিল। তৃতীয়টিতে একটি মাত্র এজেন্ডা ছিল মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনা, সেটাও হয়নি।

তার সাড়ে তিন বছর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে, তিনি একবারো মুক্তিযুদ্ধের শপথ অনুষ্ঠান স্থল 'মুজিবনগর' পরিদর্শন করেননি।

১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর তিনি তাজউদ্দিন আহমদকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। তিনি প্রবাসী সরকার ও ভারত সরকারের অনুরোধ উপেক্ষা করে লাহোরে ইসলামিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং তার আগে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বাংলাদেশে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

স্মরণযোগ্য যে, ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ এবং ১৭ মার্চে ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফরকালে ২৫ বছর মেয়াদি ভারত-বাংলা

# AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

**Licensed Home Health Care Agency**

## আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

# CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





Payment : As per wage parity $19.09

**CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।**

✓ প্রশিক্ষণ ও HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি HHA অথবা PCA হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

**CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325**

**Brooklyn OFFICE**

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

**Jackson Heights OFFICE**

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency by the New York State Department of Health

**Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)**

# অটিজম, সায়মা ওয়াজেদ এবং বাংলাদেশ



**ম. মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া**

বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসের নতুন ঢেউয়ের মধ্যে ২ এপ্রিল পালিত হলো বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস। করোনাভাইরাসের চরম আতঙ্কে বিশ্ববাসী যখন এক প্রত্যাশিত ও অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে জীবন-জীবিকার অবিরাম যুদ্ধে পরিশ্রান্ত; একই সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, বিশেষত অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও এই যুদ্ধের কবলে পড়ে এক দীর্ঘমেয়াদি অসমতা, বৈষম্য আর অন্যায্যতার মুখোমুখি। কভিড-১৯ মহামারি সমাজে পিছিয়ে থাকা, পিছিয়ে রাখা কিংবা পিছিয়ে পড়া মানুষের সহজাত জীবনধারায় এক সুস্পষ্ট অসাম্যতার সীমারেখা টেনে দিচ্ছে; যা সমহারে সম্পদ বিতরণ, স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার, আইনের অধীনে সুরক্ষা, অর্থনৈতিক সুরক্ষা, শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির ফারাক আরো দৃশ্যমান করছে; কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে কভিড-পূর্ব ছিল তা ক্রমহ্রাসমান। অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিরা যদিও দীর্ঘকাল ধরে এই বহুমাত্রিক অসমতার মুখোমুখি, তথাপি তাদের অসমতা উত্তরণে বিশ্বব্যাপী যে বা যাঁরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে বিশ্ব পরিসরে সবচেয়ে সমাদৃত একটি নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল। কিন্তু বিদ্যমান মহামারি এই অসমতাকে কিছুটা উসকে দিচ্ছে। যার পরিণাম হবে অটিজম ব্যক্তিদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত বৈষম্য নিরসন অনুশীলন আরো দীর্ঘায়িত হওয়া। অটিজম ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের এই বৈরী বলয়ে চলার অদম্য স্পৃহা জাগ্রতকরণে বিশ্বব্যাপী একজন সায়মা ওয়াজেদ যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, তা যেন এই কভিড থামাতে না পারে এ জন্য প্রয়োজন বাংলাদেশ তথা জাতিসংঘ কর্তৃক একটি সৃজনশীল অথচ বাস্তবমুখী সমন্বিত কার্যধারা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ। যদিও উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশ্বনেতাদের বাধ্যবাধকতাও রয়েছে। ২০১৫ সালে জাতিসংঘে বিশ্বনেতারা টেকসই উন্নয়ন (এসডিজি) লক্ষ্য ৮-এ উল্লিখিত 'ডিসেন্ট ওয়ার্ক এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সবার জন্য পূর্ণ এবং উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সনদের (ইউএনসিআরপিডি) ২ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ্য রয়েছে যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্যের সঙ্গে সমান ভিত্তিতে কাজ করার অধিকার এবং একটি কর্মপরিবেশ যা উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশযোগ্য।' বাংলাদেশসহ বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ এ সনদে অনুস্বাক্ষর করেছে। সুতরাং এ দায়বদ্ধতা শুধু




একজন সায়মা ওয়াজেদের নয়, এ দায়বদ্ধতা বিশ্বের প্রতিটি অনুস্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের।

'অটিজম' শব্দটির সঙ্গে আজ থেকে ১০ বছর আগেও আমরা তেমনভাবে পরিচিত ছিলাম না। অনেকেই অটিস্টিক শিশু দেখলে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। এ ধরনের শিশুদের নিয়ে সমাজে কিছু ভ্রান্ত ধারণাও বিরাজিত ছিল। যেমন–অনেকে মনে করতেন বা এখনো কেউ মনে করেন, অটিজম শনাক্তকরণে মেডিক্যাল টেস্ট প্রয়োজন কিন্তু বাস্তবতা বলে ভিন্ন কথা। শুধু চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা শিশুর আচরণ মূল্যায়ন করেই শিশুটি অটিজমে আক্রান্ত কি না তা নির্ধারণ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে শিশুর চোখে চোখ না রাখা, নাম ধরে ডাকলে কোনো প্রতিক্রিয়া না করা, দুলতে থাকা এবং খেলনা দিয়ে অর্থহীনভাবে খেলা করা, বারবার একই কথা বলা, একই কাজ বারবার করার মতো আচরণগত বিষয়গুলো হতে পারে মূলত বিবেচ্য বিষয়। আবার কেউ মনে করেন, উন্নত চিকিৎসা পেলে অটিজম একেবারে সেরে যাবে; কিন্তু বাস্তবে অটিজমের সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। গবেষণায় দেখা গেছে, বিহেভিয়র মডিফিকেশন টেকনিকসহ বিভিন্ন নিবিড় পরিচর্যা এবং কিছু অগ্রিম পদক্ষেপে অটিজম আক্রান্ত শিশুর অনেক উন্নতি করা সম্ভব। কোনো কোনো অভিভাবক আবার মনে করেন, অটিজম সমস্যা সাময়িক, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সেরে যাবে। তাই শিশুটির জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। বাস্তবতা হলো, এ শিশুদের সমস্যা কখনোই পুরোপুরি দূর হয় না। তবে নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে এর মাত্রা কমিয়ে আনা যায়। স্বল্প মাত্রায় অটিজম, যেমন–এসপারজার সিনড্রোম অথবা হাই ফাংশনিং অটিজমের ক্ষেত্রে যথাযথ সহযোগিতা, সমর্থন ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশু পরিণত বয়সে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। তবে উচ্চমাত্রায় অটিজমের ক্ষেত্রে পরিণত বয়সেও স্বনির্ভর দৈনন্দিন জীবনযাপন সম্ভব না-ও হতে পারে। মূলত অটিজম বা অটিস্টিক একটি মানসিক বিকাশজনিত সমস্যা। যারা এ সমস্যায় ভোগে তাদের মূলত প্রতিবন্ধিকতা তৈরি হয় সামাজিক কার্যকলাপে। জন্মের দুই থেকে তিন বছরের মধ্যেই এ সমস্যা বুঝতে পারা যায়। বাংলাদেশের প্রতি ১০ হাজার শিশুর মধ্যে ১৭ জন শিশু অটিজমে আক্রান্ত। দ্য সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) গবেষণায় দেখা গেছে, আট বছর বয়সী প্রতি ৬৮ জন শিশুর মধ্যে একজন এএসডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (৪২ জন ছেলেশিশুর এবং ১৮৯ মেয়েশিশুর মধ্যে একজন করে)। কৃষ্ণাঙ্গ শিশুর চেয়ে শ্বেতাঙ্গ শিশুদের মধ্যে এএসডি লক্ষণ ৩০ শতাংশ বেশি। অটিজম আক্রান্ত সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে বিশেষত বাংলাদেশে অটিজম-সংক্রান্ত ধারণা দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। বর্তমানে অটিজম নিয়ে বাংলাদেশ তথা বিশ্বজুড়েই নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। সবার মধ্যে বেড়েছে সচেতনতা। বাংলাদেশেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় অটিজম আক্রান্তরা নানাভাবে ভূমিকা রেখে চলেছেন। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল। ১৯৯৭ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে স্নাতক ও ২০০২ সালে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষজ্ঞ প্যানেলের একজন সদস্য এবং একজন লাইসেন্সপ্রাপ্ত মনোবিজ্ঞানী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে 'হু অ্যাক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডে' ভূষিত করেন। তিনি ২০০৮ সাল থেকে সারা বিশ্বে অটিস্টিক শিশুদের অধিকার ও শিশুদের অটিজম-সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর কাজ করে আসছেন। সায়মা ২০১২ সাল থেকে প্রতিবছর জাতিসংঘের অটিজম সচেতনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে আসছেন। তিনি জাতিসংঘ আয়োজিত 'অ্যাড্রেসিং দ্য সোসিওইকোনমিক নিডস অব ইনডিভিজুয়ালস, ফ্যামিলিস অ্যান্ড সোসাইটিজ অ্যাফেকটেড বাই অটিজম স্পেক্ট্রাম ডিজঅর্ডারস, ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডারস অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড ডিজঅ্যাবিলিটিজ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক পুনম ক্ষেত্রপাল সিংয়ের উদ্যোগে এ অঞ্চলের ১১টি দেশের জন্য অটিজম-সংক্রান্ত ব্যক্তিদের কল্যাণে নিরবচ্ছিন্ন ও উদ্ভাবনী কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৭ সালে অটিজমবিষয়ক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) চ্যাম্পিয়ন হিসেবে মনোনীত হন। এ ছাড়া সায়মা ওয়াজেদ ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের একজন মনোনীত (সিভিএফ) 'থিমেটিক দূত'। এরই মধ্যে সায়মা বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সৃষ্টিশীল নারী নেতৃত্বের ১০০ জনের তালিকায় নিজের স্থান করে নিয়েছেন। বাংলাদেশে সায়মা ওয়াজেদ পরিচালিত 'সূচনা ফাউন্ডেশন' মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। দেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি এক ইতিবাচক পরিবর্তনের বাতিঘর। তাই অটিজম, সায়মা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল এবং বাংলাদেশ এক সূত্রে গাঁথা।

**লেখক : প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন মৃত্তিকা প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন**

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SECI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ASTORIA 718-777-7001 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002 | BRONX 718-822-1081 |
| JAMAICA 347-644-5150 | MANHATTAN 212-808-0790 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-505-8670 | PATERSON 973-595-7590 |

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

# Immigrant Elder Home Care LLC

# হোম কেয়ার



## ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

## $২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

| Corporate Office | Long Island Office | Bronx Office | Ozone Park Office | Buffalo Office |
|---|---|---|---|---|
| 37-05 74st, 2nd Fl | 1 Blacksmith Lane | 2148 Starling Ave. | 175 B Forbell Street | 642 Walden Avenue |
| Jackson Heights, NY 11372 | Dix Hill, NY 11731 | Bronx, NY 10462 | Brooklyn, NY 11208 | Buffalo, NY 14211 |
| 917-744-7308, 718-457-0813 | 718-406-5549 | 917-744-7308, 718-457-0813 | Tel: 917-744-7308 | Tel: 347-837-1162 |

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM, Saturday-Sunday: 12PM-5PM

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

# হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

## ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

# LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

## মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

# জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

## ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

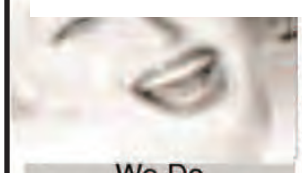
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

# ENTAL



আমার পরিবারের সবার জন্য দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do
Implant & Veneers

## ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
## ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

# ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

# কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
# KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

# CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

## ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

## একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

## NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

## ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

## হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র বিবৃতি

# অভিযোগ : বাংলাদেশে সরকারের সহযোগিতায় সংখ্যালঘুদের উপর হামলা

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ইউএসএ'র এক বিবৃতিতে বাংলাদেশে সরকারের রহস্যজনক নীরবতা ও মৌন সহযোগিতায় সংখ্যালঘুদের উপর হামলা হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। শুক্রবার (২ এপ্রিল) প্রদত্ত বিবৃতিতে এই অভিযোগ করা হয়।

পরিষদের সাধারণ সম্পাদক স্বপন দাস প্রেরীত বিবৃতিতে বলা হয়েছে-

'বর্তমান বাংলাদেশে হেফাজত ইসলাম নামক একটি উগ্রবাদী ইসলামী সংগঠন দেশে একের পর এক নাশকতা ও ধর্মীয় উন্মাদনা চালিয়ে যাচ্ছে। ফেসবুক এ মিথ্যা পোস্ট করে বিভিন্ন সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে হিন্দু ধর্মালম্বীদের উপর উপর্যুপুরি হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই অসংখ্য সন্ত্রাসী হামলার সর্বশেষ শিকার হচ্ছে শাল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ফেসবুক-এ একের পর এক মিথ্যা প্রোফাইল করে হিন্দু ও বৌদ্ধ সহ সংখ্যালঘুদের উপর হামলা নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারের রহস্যজনক নীরবতা ও মৌন সহযোগিতা ছাড়া এগুলো করা অসম্ভব।

আমার অত্যন্ত খুশি হয়েছিলাম যখন বাংলাদেশ-এর প্রধানমন্ত্রী আমেরিকার দুজন ইমামের হত্যাকান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অফ স্টেট জন কেরি-কে ফোন করে তাঁর উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলেন, কিন্তু সেই একই প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিজ দেশে সংখ্যালঘু ধর্মালম্বীদের পুরোহিত, প্রিস্ট সহ অসংখ্য মা বোন-ভাইদের হত্যা নির্যাতন বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগ এর বেলায় রহস্যজনক নিরাবতা পালন করেন।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এর সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট রানাদাশ গুপ্তর চোখ উৎপাটনের কথা প্রকাশ্যে বলা সত্ত্বেও বর্তমান সরকার সেই মন্ত্রী মিঃ মোশাররফ এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, তাকে এখনও গ্রেফতার করেনি। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে তাকে প্রদত্ত ভিসা বাতিল করার আহবান জানাচ্ছি।'

বিবৃতিতে বলা হয়- 'তাই এইসব কর্মকান্ডে শুধু হেফাজত নয় সরকারি দলের অনেক নেতা কর্মীরাও জড়িত বলে আমাদের কাছে অনেক অভিযোগ আছে। তাই বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমরা আবেদন করবো সকল অপরাধীদের সনাক্ত করে বৈষম্যহীনভাবে তাদের বিচারের আওতাধীন করুন। আপনাদের অপারগতায় আন্তজার্তিক সহযোগিতার আশ্রয় নিতে পারেন। একইসাথে আমরা বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে আবেদন করবো তারা যেন হেফাজত ইসলাম-কে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করে।

হেফাজতের নেতৃবৃন্দসহ সরকারি ও বেসরকারি রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের নেতা কর্মী যারা কিনা সংখ্যালঘু নির্যাতন ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত থাকবে তাদের আমেরিকার ভিসা প্রদান করা থেকে বিরত থাকা এবং প্রদত্ত ভিসা বাতিল করতে স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও ইউএস অ্যাম্বাসী-কে অনুরোধ করছি।

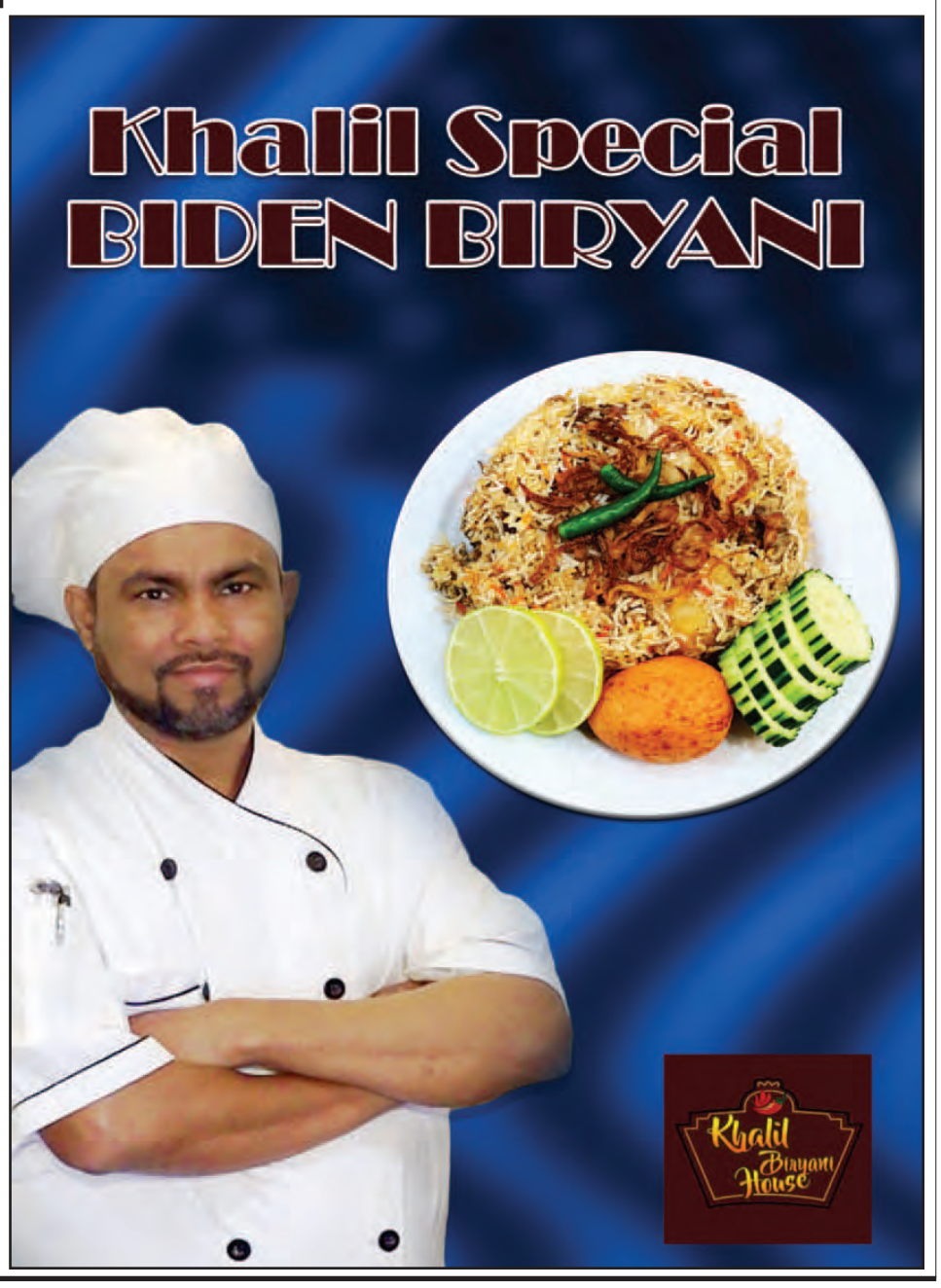
সবশেষে, বাংলাদেশ সরকার যদি প্রয়োজন মনে করে তবে আমরা বাংলাদেশ সরকারকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংখ্যালগুদের অধিকার রক্ষায় সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি।'

আপনার প্রিয় বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন এবং বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহায্য করুন









এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

# Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত | আমরা ARC AIRLINES REPORTING CORPORATION অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS | Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | QATAR AIRWAYS | DELTA AIR LINES | AmericanAirlines



ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO




আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



নিউ ইয়র্ক সিটিতে
শিক্ষার ভবিষ্যৎ
রূপায়নে সহায়তা করুন

আপনার পরবর্তী
এডুকেশন কাউন্সিল
প্রতিনিধিদের ভোট দিন

schools.nyc.gov/elections2021

NYC Department of Education | NYC EDUCATION COUNCILS




SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From
New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel
MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372



COVID-19 টিকা পাওয়ার উপযুক্ত?

যদি আপনি 60 বছর বা তার বেশি বয়স্ক, একজন TLC নিবন্ধিত ড্রাইভার, একজন গৃহ স্বাস্থ্য সেবা কর্মী, একজন রেস্তোরাঁ বা ডেলিভারি কর্মী, একজন মুদিখানা বা মদের দোকানের কর্মচারী হন, তাহলে আপনি একটি COVID-19 টিকা পাওয়ার উপযুক্ত।

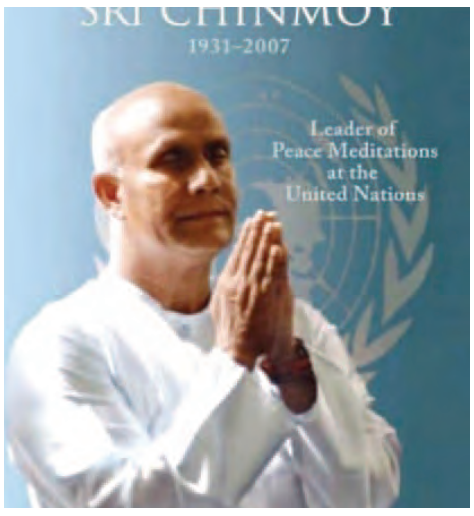
বীমা অথবা অভিবাসন স্থিতি নির্বিশেষে, নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য COVID-19 টিকাসমূহ বিনামূল্যে উপলভ্য।

আজই একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট খুঁজে নিন!

nyc.gov/vaccinefinder ভিজিট করে অথবা 877-829-4692 নম্বরে ফোন করে শহর-পরিচালিত একটি টিকাদান কেন্দ্রে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন।

NYC VACCINE FOR ALL:
SAFE, FREE, EASY

NYC Health
Bill de Blasio
মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc
কমিশনার







# বিশ্বখ্যাত বাঙালী ধ্যানসাধক শ্রী চিন্ময় এর জীবনদর্শন নিয়ে তথ্যচিত্র বানালেন দিমা নেফারতিতি



**নিউইয়র্ক:** জাতিসংঘে পিস মেডিটেশন এর নেতৃত্বদানকারী বিশ্বখ্যাত বাঙালী ধ্যানসাধক শ্রী চিন্ময় কুমার ঘোষ এর জীবনদর্শন এবং কাজনিয়ে তথ্যচিত্র বানালেন সংবাদ উপস্থাপিকা, টিভি সাংবাদিক এবং লেখক দিমা নেফারতিতি। দিমা জানান, এটি তার নির্মিতচতুর্থ তথ্যচিত্র। ২০০২ সাল থেকে টিভি উপস্থাপনা, সাংবাদিকতার পাশাপাশি তথ্যচিত্র নির্মাণ করে আসছেন দিমা। এর আগেবাংলাদেশে অবস্থানকালে তিনটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন দিমা। তবে 'ধ্যানগুরু শ্রী চিন্ময় এর জীবন এবং কর্ম' নামে তথ্যচিত্রটি যুক্তরাষ্ট্র থেকে বানানো দিমা নেফারতিতির প্রথম তথ্যচিত্র। বিশ মিনিটের এই তথ্যচিত্রে প্রাঞ্জলভাবে উঠে এসেছে এইবিশ্বখ্যাত বাঙালী ধ্যান সাধক ও শান্তি দূত এর জীবনালেখ্য, সৃষ্টিশীলতা এবং মানব কল্যানে তাঁর অবদান। দিমা জানান, এইতথ্যচিত্রটি বাংলা এবং ইংরেজি দুটি ভাষাতে নিরমান করেছেন তিনি। এই প্রকল্পে দিমাকে সহযোগিত করেছে নিউইয়র্ক এ শ্রী চিন্ময় সেন্টার হেড কোয়ার্টার কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য তথ্যচিত্রটি ক্যালিফোর্নিয়া বাংলা টিভি, টিভি এশিয়া, আইটিভিসহ বেশ কটি ভারতীয় এবং বাংলাদেশী টেলিভিশনে প্রচারের অপেক্ষায় রয়েছে। পাশাপাশি তথ্যচিত্রটি দিমা নেফারতিতি'র ইউটিউবচ্যানেল এবং শ্রী চিন্ময় সেন্টারের ওয়েবসাইটেও দেখা যাবে। বাংলাদেশে একুশের বইমেলায় শ্রী চিন্ময় সেন্টারের স্টলে তথ্যচিত্রটির প্রদর্শনী হচ্ছে।

বাঙালীর মানবিকতা, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক মূর্ত প্রতীক শ্রী চিন্ময়। প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা, তাকে জাগ্রত করে সমস্ত মানবতার কল্যাণে তা নিয়োজিত করাই ছিল তাঁর সাধনা। তাই তিনি বিশ্বের অগণিত মানুষকেঅনুপ্রাণিত করেছেন। নয়টি অলিম্পিক সোনা বিজয়ী কার্ল লুইস তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত। মোহাম্মদ আলী ক্লে বিশ্ব শিরোপা জয়ের পরদিন নিউইয়র্ক টাইমসে আলী ও শ্রী চিন্ময়ের ছবি একসাথে প্রকাশিত হয়। তাঁর ছাত্র/ছাত্রীদের অনেকেই ইংলিশচ্যানেল বিজয়ী, এদের মধ্যে ৫৯ বছর বয়সে চ্যানেল বিজয়ী নারীও রয়েছেন। শ্রী চিন্ময়ের জীবন ছিল সীমাহীন সৃজনশীলতার এক মূর্ত প্রতীক। সঙ্গীত, কাব্য, চিত্রকলা, সাহিত্য এবং ক্রীড়ার মত জ্ঞান ও কর্মের বিস্তৃত সব ক্ষেত্রে তিনি বিপুল সৃষ্টির সাক্ষররেখে গেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর রয়েছে সুদূর প্রসারী ও বিস্ময়কার সব কীর্তি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শ্রী চিন্ময় মানুষের অসীম সৃজনী শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। সৃজনশীলতার তিনি নিজেই এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তিনি হাজার হাজার বাঙলা ও ইংরেজী গান রচনা করেছেন। প্রায় এক হাজার ছয়শ বই লিখেছেন। হাজার হাজার ছবি এঁকেছেন। ঝর্ণাকলা নামে খ্যাত তাঁর চিত্রশিল্পে রয়েছে বহু বর্ণিল ও নানা চিন্তার সমাহার। শ্রী চিন্ময়ের মতে জীবনের সুগভীর ও উচ্চ আদর্শের জন্যে হৃদয়ের আকুতিই হচ্ছে যেকোন ক্ষেত্রে- ধর্ম, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিজ্ঞান ইত্যাদিতে অগ্রসর হওয়ার আধ্যাত্মিক শক্তি।

শ্রী চিন্ময় ক্রীড়ার ক্ষেত্রে তিনি এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। ছিয়াত্তর বছর বয়সে থাইল্যান্ডে তিনি পর পর সাতটি হাতি উত্তোলন করে সবাইকে বিস্মিত করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ম্যারাথন টিম বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দৌড় ও বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। 'ওয়ার্ল্ড হারমনি রান' প্রতিবছর বিশ্বের শতাধিক দেশের মানুষকে মিলিত করে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের দীর্ঘতম তিন হাজার একশত মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগিরা প্রতিদিন আশি থেকে একশত মাইল দৌড়ায়- টানা ৫১ দিন, ভোর ছয়টা থেকে রাত বারটা পর্যন্ত।

শ্রী চিন্ময় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলার শাকপুরা গ্রামে ১৯৩১ সালে জন্ম গ্রহন করেন। বার বছর বয়সে ১৯৪৩ সালে মা-বাবাকে হারানোর পরে শ্রী চিন্ময় দক্ষিণ ভারতের পন্ডিচেরির শ্রী অরবিন্দের আশ্রমে যোগ দেন এবং এখানে আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি জীবনের পরবর্তী ২০ বছর কাটান। শ্রী চিন্ময় কৈশোরেই মেডিটেশনের ক্ষেত্রে সুগভীর কিছু আত্মিক অনুভুতি পান এবং পরবর্তীকালে ধ্যানের সর্বোচ্চ অনুভুতিও তিনি লাভ করেন। পাশ্চাত্যের অকৃত্তিম সাধকদের সাথে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভাগ করার জন্যে তিনি ১৯৬৪ সালে নিউইয়র্কে পাড়ি দেন।

ঝঞ্জা-বিক্ষুব্ধ সমকালীন জীবনের গতিশীলতার ভেতরে থেকেই ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পরিচলনায় তিনি প্রেরণা দেন। শ্রী চিন্ময় ১৯৭০ সাল থেকে ২০০৭ এ পরলোক গমনের আগে পর্যন্ত জাতিসংঘের সদর দফতরে পীস মেডিটেশনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। শ্রীচিন্ময়ের আদর্শ, স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে ভালবাসা। মা যেমন তার সন্তানের কান্না শুনে আকুল হয়ে ছুটে আসে তেমনি শ্রী চিন্ময় যেখানেই আর্তমানবতার ক্রন্দন শুনেছেন, সেখানেই ছুটে গেছেন, সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ওয়ান্নেস-হার্ট-টিয়ার্স এন্ড স্মাইল' সংগঠনটি বিশ্বের ১৫০টির ও বেশি দেশে যথাসাধ্য খাদ্য দ্রব্য, ঔষধ ও শিক্ষা সামগ্রী পাঠিয়ে তাঁর বাঙালী হৃদয়ের সংবেদনশীলতা প্রকাশ করেছেন। যেমন কলকাতার মাদার তেরেসার মিশনারিতে বা মস্কোতে মিখাইল গর্বাচেভের শিশুদের ব্লাডক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্রে, এঙ্গোলার ক্ষুধার্ত শিশুদের ও বাংলাদেশের বন্যাপীড়িত মানুষদের তিনি সাধ্যমত সাহায্য পাঠিয়েছেন।

পরশ পাথরের ছোঁয়ায় সব কিছুই নাকি সোনা হয়ে যায়; তাঁর অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেকেই বিখ্যাত হয়েছেন, অনেকেই হতাশাকাটিয়ে মানসিক সুখ ও প্রশান্তি লাভ করেছেন। বিশ্বের দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে শান্তি, মৈত্রী ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি বিশ্বময় প্রায় ৮০০ একক কনসার্টের আয়োজন করেছেন। সবই দর্শকদের জন্যে বিনামূল্যে। কারন তিনি মনে করতেন, শারীরিক সুস্থতার মত মানসিক শান্তি ও সুস্থতার জন্য মেডিটেশন, ক্রীড়া, সংস্কৃতি চর্চার অধিকার রয়েছে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের। তাঁর ছাত্র ও অনুসারিদের সাথে মিলিত হতে, বিশ্বের ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বিশ্বশান্তি ও আধ্যাত্মিক আলোচনার জন্যে ও সংগীতের কন্সার্ট, বক্তৃতা, সার্বজনীন ধ্যান সভা করার জন্যে শ্রী চিন্ময় প্রায়ই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেতেন। শ্রী চিন্ময় কখনোই তাঁর আধ্যাত্মিক বক্তব্য, সংগীত কনসার্ট বা ধ্যান সভার জন্য অর্থ গ্রহন করেন নি। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছাত্র/ছাত্রীরা বিশ্বব্যাপী বিনামূল্যে মেডিটেশন শিক্ষা দিয়ে থাকে। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

# করোনা আটলান্টিক সিটির অভিজিত চৌধুরী লিটনের মৃত্যু

**আটলান্টিক সিটি (নিউজার্সী) থেকে সুব্রত চৌধুরী:** মারন ব্যাধি করোনার কাছে হেরে গেলেন নিউজার্সী রাজ্যের আটলান্টিক সিটির প্রিয় মুখ অভিজিত চৌধুরী লিটন। গত বৃহস্পতিবার (১ এপ্রিল) সকালে স্থানীয় পেন প্রেসবাইটেরিয়ান মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৫১ বছর। মৃত্যুকালে তিনি পিতা, স্ত্রী, দুই কন্যা, ভাই-বোন সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তার অকাল মৃত্যুতে আটলান্টিক সিটির প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটিতে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।



অভিজিত চৌধুরী লিটনের পৈতৃক নিবাস চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার উত্তর ভূর্ষি গ্রামে। তিনি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সহ সভাপতি, সাউথ জার্সী মেট্রো আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও শ্রী শ্রী গীতা সংঘের সহ সভাপতি ছিলেন।

তার মৃত্যুতে আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল, সিটি কাউন্সিলের সভাপতি জর্জ টিবিট, কাউন্সিলর জেসি কার্টজ, কাউন্সিলর হোসাইন মোর্শেদ, কাউন্সিলর আনজুম জিয়া, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সভাপতি শহীদ খান ও সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সীর ট্রাষ্টি বোর্ড এর সভাপতি আবদুর রফিক, সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা, সাউথ জার্সী মেট্রো আওয়ামী লীগের সভাপতি শামসুল ইসলাম শাহ-জাহান ও সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদদীন এমরান, বিএনপি অব নিউজার্সী স্টেট সাউথ এর আহবায়ক গিয়াসউদদীন পাঠান ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ দিদার, বাংলাদেশ আমেরিকান লায়ন্স ক্লাব এর সভাপতি ফারুক তালুকদার ও সাধারণ সম্পাদক কনক রাউথ, আমেরিকান বাংলাদেশ রিপাবলিকান ক্লাব নিউসার্জীর সহ সভাপতি সুজন দাশ ও রওশন উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক শেখ শওকত শিমুল আটলান্টিক সিটি প্রেসক্লাবের সভাপতি আকবর হোসেন ও সাধারন সম্পাদক মোহাম্মদ শাহীন, আটলান্টিক সিটির পুলিশ কর্মকর্তা সুমন মজুমদার সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

# উত্তর আমেরিকাবাসী ৩ নারায়ণগঞ্জবাসীর ইন্তেকাল

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** অতি সম্প্রতি নারানগঞ্জের তিনজন বিশিশষ্ট ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাদের মৃত্যুতে নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি অফ উত্তর আমেরিকা ইনক'র পক্ষ থেকে সভাপতি মির্জা ফরিদ উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মো: আলী হোসেন গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। শোক বার্তায় তারা মরহুমদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও দেশে ও বিদেশে যারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছে তাদের সুস্থ্যতা কামনা করা হয়।



**সংগঠনের** প্রচার সম্পাদিকা সউদা সাবরিন পম্পি জানান, নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় বসবাসকারী নারায়ণগঞ্জের কৃতি সন্তান শহিদ নগর নিবাসী, নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতি অফ উত্তর আমেরিকা ইনক এর সহ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতিন সিকদার গত ২৮ মার্চ রাত ১:৩০ মিনিটে লং আইল্যান্ডে জুইস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় মরহুমের পরিবার সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন।

এছাড়াও নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় বসবাসকারী প্রবাসী নারায়ণগঞ্জ-এর কৃতি সন্তান আড়াইহাজার উপজেলার নিবাসী, আড়াইহাজার উপজেলার প্রবাসী সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক গত বৎসর করোনায় ইন্তেকাল করেন।

অপরদিকে কানাডা প্রবাসী জনাব আলী হোসেন (আবু) ইন্তেকাল করেছেন। মরহুমের পরিবার সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন। উল্লেখ্য মরহুম আলী হোসেন (আবু ভাই) সোনারগাঁও উপজেলার মরহুম বুলবুল চেয়ারম্যান সাহেবের ছোট ভাই।

# যুক্তরাষ্ট্রে 'ছাগল' পেল পুলিশের

(প্রথম পাতার পর)

প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ব্যবহার করা হলেও এবারই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ বিভাগে একটি ছাগল যোগ দিয়েছে বলে জানা গেছে।

রকিহিল পুলিশ জানিয়েছে, বনি রাজ্যের পুলিশ প্যাট্রোল গোটের (পিপিজি) মধ্যে প্রথম এবং উচ্চ প্রশিক্ষিত দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলে তারা আশাবাদী।

ছাগলরা আক্রমণাত্মক হিসেবে পরিচিত না হলেও সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে তারা প্রমাণ শনাক্ত করতে গন্ধের দৃশ্য ও সন্দেহভাজনদের সন্ধান করতে পারবে। এমনকি প্রয়োজনে অপরাধীদের দমন করতে তাদের শিং ব্যবহার করতে পারবে।

পুলিশ বলেছে, ছাগলগুলোকে এমনভাবে তৈরি করে তোলা হবে যাতে তারা সামনে থাকা কোনো কিছু খাবে না। তাদেরকে-২ সহযোগীদের তুলনায় আরও ব্যয়বহুল করে তোলে। প্রশিক্ষণ শেষে ছাগলগুলোকে-২ কুকুরের মতো সামনে রাখা কিছু খাবে কিনা তা খতিয়ে দেখছেন প্রশিক্ষকরা।

বনি হলো প্রথম পুলিশ টহল ছাগল যা পিপিজি হিসাবে পরিচিত। রকিহিল পুলিশ বিভাগে ফেসবুক পোস্টে লিখেছে ছাগল কেন টহল অফিসার হওয়ার যোগ্য হলো। অনেক লোকই জানেন না যে ছাগল বিশেষত ওবেরহসালি জাতের বহু পুলিশ বিভাগের প্রিমিয়ার টহল প্রাণী হিসেবে বিদেশে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

ছাগলগুলো অত্যন্ত চতুর এবং সুস্পষ্ট হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে আরোহণ এবং ভারসাম্য অর্জনের দক্ষতার জন্য এবং এমনকি গাছে উঠতে পারার ক্ষমতাও রয়েছে! ছাগলগুলোও বেশ স্মার্ট তবে তারা সাহায্যের সন্ধান করতে ইচ্ছুক।

রকিহিল পুলিশ আরও উল্লেখ করেছে, ছাগলকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে পশুপালন হিসেবে গৃহপালিত করা হয়েছিল। যোগাযোগের দক্ষতা পরীক্ষা করার জন্য পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে যে, ছাগলরা যখন কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তখন তাদের সহায়তা করার জন্য একজন মানুষের দিকে তাকাবে এবং আমাদের টহল কর্মীদের নিখুঁত অংশীদার হিসেবে সাহায্য করবে।

ছাগলগুলো যেহেতু বেশ কিছু খায় তাই তাদের ডায়েটের ক্ষেত্রে নজর দেয়া হবে। তাদের খাওয়ানোর ব্যয়কে-২ সহযোগীদের তুলনায় অনেক কম হবে বলে পুলিশ উল্লেখ করেছে। ১ এপ্রিল থেকে বনি রাস্তায় নামানো হয়েছে।









## দুই মুক্তিযোদ্ধা আর ২ কর্মকর্তাকে সংবর্ধনা

# জ্যাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির স্বাধীনতা দিবস পালন

**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):** নিউইয়র্কের অন্যতম সনামধন্য সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান জানানোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা দিবস তথা স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী পালন করেছে। একই সাথে সংগঠনের দু'জন কর্মকর্তা নিউইয়র্ক সিটি ছেড়ে আলবেনী চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তে তাদেরকে বিদায় সংবর্ধনা জানিয়েছে। মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত পরিসরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্টে গত ২৬ মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংবর্ধিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদ্বয় হলেন ফ্রেন্ডস সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা মোহাম্মদ মনির হোসেন ও বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী কামাল। তাদের হাতে ফুলে তোড়া দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। এছাড়াও বিদায়ী দুই কর্মকর্তা হলেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ও কোষাধ্যক্ষ হামিদুর রহমান প্রিন্স। তাদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন উপস্থিত কর্মকর্তারা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ফ্রেন্ডস সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা ছদরুন নূর সহ যারা অসুস্থ আছেন তাদের আশু সুস্থ্যতা কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

বতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা রেজাউল করীম চৌধুরী ও ফারুক তালুকদার, সহ সভাপতি আব্দুল মন্নাফ তালুকদার, সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেবুল মিয়া, সিটির কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ থেকে কাউন্সিলম্যান পদপ্রার্থী সাবুল উদ্দিন, সহ সাধারণ সম্পাদক এডেভোকেট মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বাবু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ ও সহ সাধারণ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ সহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ফ্রেন্ডস সোসাইটির কর্মকান্ড তুলে ধরে বক্তারা নিজেদের মধ্যকার সৌহার্দ-সম্প্রীতি আরো সুদৃঢ় করার পাশাপাশি মহামারী করোনাকালে যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সেবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্তারোপ করেন।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির আরো তিন কর্মকর্তা জ্যামাইকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। তাদের মধ্যে উপদেষ্টা মুক্তার হোসেন ও আলী কে কনক বাফেলো এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আজাদ ভূইয়া পেনসেলভেনিয়া সপরিবারে আবাস গড়েছেন।



## তাদের চরিত্র কেমন তা মানুষ দেখেছে

(প্রথম পাতার পর)

তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই সমস্ত ধর্মের নামে অধর্মের কাজ জনগণ কখনই মেনে নেবে না, জনগণ কখনই সহ্য করবে না। কিছু লোকের জন্য ইসলাম ধর্মের বদনাম হবে এটা কখনই মেনে নেয়া যায় না, জনগণ মেনে নেবে না। জনগণ এগুলো বসে বসে সহ্য করবে না। শুধু হেফাজত তো একা না, হেফাজতের সঙ্গে বিএনপি-জামায়াতও জড়িত এবং তাদের প্রত্যেকটা কর্মকান্ডেই তো দেখা যায়। দেশবাসীকে ধৈর্য্য ধরার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি হেফাজত নেতাদের উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগুন নিয়ে খেলছেন, এক ঘরে আগুন লাগলে সেই আগুন অন্য ঘরেও চলে যেতে পারে- সেটা কি আপনাদের হিসেবে নেই? আমি শুধু এইটুকু বলবো, দেশবাসী যেন একটু ধৈর্য্য ধরেন। আমাদের সবাইকে ধৈর্য্য ধরেই এগোতে হবে। আর অবাক লাগে বিএনপি'র কর্মকান্ড দেখে।

হেফাজতের সঙ্গে যত রকমের মদত দেয়া এবং জ্বালাও- পোড়াও করার যে পরামর্শ সেটাও তারা দিয়েছে। আবার হেফাজতের কর্মকান্ডে তারা সমর্থন দেয়। আসলে এদের (বিএনপি) কোনো রাজনৈতিক আদর্শ নেই, কোনো আদর্শ নিয়ে তারা চলে না। রোববার (৪ মার্চ) স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে একাদশ জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সমাপনী বক্তব্যে অংশ নেন বিরোধী দলের নেত্রী বেগম রওশন এরশাদ।

প্রধানমন্ত্রী এক সপ্তাহের জন্য লকডাউন ঘোষণার কথা উল্লেখ করে বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ চলছে। গতকাল আমি প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেছি। হয়তো মানুষের একটু কষ্ট হবে। কিন্তু মানুষের জীবনটা তো আগে। আগে জীবনটা বাঁচাতে হবে। তিনি বলেন, সবকিছু আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। আমরা প্রথমে এক সপ্তাহের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি। সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে, মাস্ক পরতে হবে, সামাজিক দূরত্ব মানতে হবে। আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। আমরা টিকার দ্বিতীয় ডোজ শুরু করবো। আরো টিকা আনা হবে, টিকা আনার ব্যবস্থা করবো।

**এদের চরিত্রটা কী তা বলতে চাই না:** হেফাজত নেতা মামুনুল হকের পার্লারে কাজ করা এক নারীকে নিয়ে সোনারগাঁয়ের রিসোর্টে বিনোদন করার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওই নারীকে মামুনুল হক বউ হিসেবে পরিচয় দিলেও নিজের বউয়ের কাছে বলেছে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিচয় দিয়েছেন। এক নারী নিয়ে অবস্থান এবং সেখানে হেফাজতের ভাঙচুরের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এদের চরিত্রটা কী তা বলতে চাই না। গত শনিবারই আপনারা দেখেছেন। তাদের চরিত্রটা কি মানুষ দেখেছে। ধর্ম ও পবিত্রতার কথা বলে অপবিত্র কাজ করে ধরা পড়ে। এ প্রসঙ্গে সংসদ নেতা আরো বলেন, সোনারগাঁয়ে একটি রিসোর্টে হেফাজতের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ধরা পড়লো। তা ঢাকার জন্য নানা রকম চেষ্টা করেছে তারা (হেফাজত)। এক নারীকে বউ হিসেবে পরিচয় দেয়। আবার নিজের বউয়ের কাছে বলে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এটা বলেছি। যারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে তারা এ রকম মিথ্যা কথা বলতে পারে, অসত্য কথা বলতে পারে? তারা কী ধর্ম পালন করবে, মানুষকে কী ধর্ম শেখাবে? কয়েকদিন আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে, এখন সুন্দরী নারী নিয়ে বিনোদন করতে গেলেন! ইসলাম পবিত্র ধর্ম, সেই পবিত্র ধর্মকে এরা কলুষিত করছে। বিনোদনের এসব অর্থ আসে কোথা থেকে?

**এরা ইসলাম ধর্মের নামে কলঙ্ক:** হেফাজত কান্ড নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, জনগণ কি শুধু এগুলো বসে বসে সহ্য করবে? তারা তো সহ্য করবে না। এখানে কেউ কেউ বলছেন পুলিশ কেন ধৈর্য্য দেখিয়েছে? আমরা ধৈর্য্য দেখিয়েছি, এগুলো বিরত করার চেষ্টা করেছি। কারণ সংঘাতে সংঘাত বাড়ে, আমরা তা চাইনি। আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ভালোভাবে উদযাপন করতে চেয়েছি। কিন্তু যারা এসব অপকর্ম করেছে, দেশবাসীই এটার বিচার করবে, দেশবাসী দেখবে যে এদের চরিত্রটা কি? হেফাজতের সদস্যদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেখ হাসিনা বলেন, একটু বুঝে নিন কেমন নেতৃত্ব আপনাদের! আগুন লাগিয়ে জ্বালাও-পোড়াও করে বিনোদন করতে গেলেন একটা রিসোর্টে, তাও একজন সুন্দরী মহিলা নিয়ে। এটাই তো বাস্তবতা। অর্থাৎ এরা ইসলাম ধর্মের নামে কলঙ্ক। ইসলাম ধর্মকে তারা ছোট করে দিচ্ছেন। কিছু লোকের জন্য এই পবিত্র ধর্মে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের নাম জুড়ে যাচ্ছে। আর এখন তো যে চরিত্র দেখালো (মামুনুল), তাদের দুশ্চরিত্রের নামও জুড়ে দিচ্ছে। সংসদ নেতা বলেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম। যে ইসলাম ধর্ম সব থেকে সহনশীলতার কথা শিখিয়েছে, শান্তির কথা বলেছে, সাধারণ মানুষের কথা বলেছে, মানুষের উন্নয়নের কথা বলেছে- সেই পবিত্র ধর্মকে এরা কলুষিত করে দিচ্ছে। এরা ধর্মের নামে ব্যবসা শুরু করেছে। এদের এতো অর্থ কোথায় থেকে আসে এই বিনোদনের জন্য, সেটাও একটা প্রশ্ন। কাজেই এটা দেশবাসী বিচার করবে, আর আইন তার আপন গতিতে চলবে। তিনি বলেন, একজন মুসলমান অপর এক মুসলমানের জানমাল হেফাজত করা, রক্ষা করা তাদের দায়িত্ব। আর হেফাজতের নামে তারা জ্বালাও পোড়াও করে যাচ্ছে। আর বিএনপি-জামায়াত হচ্ছে তাদের মদতদাতা। এই লজ্জা শুধু বাংলাদেশের জনগণের না, এই লজ্জা বিশ্বব্যাপী, সমস্ত পৃথিবীতে মুসলমানদের জন্য। পবিত্র ধর্মটাকে এরা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে। তাদের এই সমস্ত কর্মকান্ডের ফলে বহু মানুষের জীবন গেছে। এই কারণে ২৬ মার্চ অনেক মানুষের জীবন গেছে, এর জন্য দায়ী তো তারা (হেফাজত)। কাজেই আমি শুধু এইটুকু বলবো দেশবাসী যেন একটু ধৈর্য্য ধরেন। আমাদের সবাইকে ধৈর্য্য ধরেই এগোতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এভাবে পবিত্র ইসলাম ধর্মকে কেউ অসম্মান করুক সেটা আমরা চাই না। আমরা চাই এ দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। এই দেশে সকল ধর্মের মানুষ সমান অধিকার নিয়ে বসবাস করে, সেটাই করবে। যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে। কিছু লোকের জন্য ইসলাম ধর্মের বদনাম হবে এটা কখনোই মেনে নেয়া যায় না। এই ধরনের অপকর্মে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। যারা মুখে ধর্মের কথা বলে, ইসলামের নাম বলে চলবেন আর অধর্মীয় কাজ করবেন- এটা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়, জনগণ এসব আর সহ্য করবে না।

**সুবর্ণ জয়ন্তীর সময় হামলা কেন?:** প্রধানমন্ত্রী তার সমাপনী বক্তব্যের সময় হেফাজতের তান্ডবের সচিত্র প্রতিবেদনগুলো সংসদে একে একে তুলে ধরে বলেন, দুঃখজনক বিষয় হলো যখন আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি, সেই সময় যে ঘটনাগুলো ঘটানো হলো এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় যে সময় স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করছি ঠিক সেই সময় এসব তান্ডব চালানো হলো কেন? কারা এসবে খুশি হতে পারেনি, তা দেশবাসীর সামনে পরিষ্কার। তিনি বলেন, ওই সময় আমাদের অনেক বিদেশি অতিথি আসছে। অনেকে বার্তা দিচ্ছেন। বৃটেনের রানী থেকে সৌদি আরবের বাদশা সকলের শুভেচ্ছা আমরা পাচ্ছি। ১১৬টি দেশ এবং জাতিসংঘসহ ৩৩টি আন্তর্জাতিক সংস্থা আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এতো বড় একটা সম্মান বাংলাদেশ পাচ্ছে। সেখানে কারা খুশি হতে পারে নাই? ২৬ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসার কথা। তাকে আসতে দেয়া যাবে না, বাধা দেয়া হবে কেন?

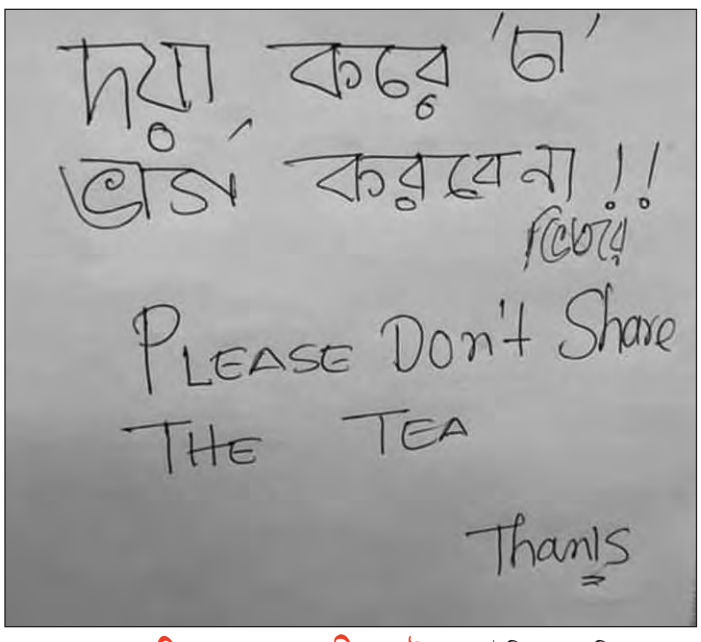
হেফাজতের প্রতি প্রশ্ন রেখে সংসদ নেতা বলেন, হেফাজতে ইসলাম কর্মসূচি দেয়, তারা কি ভারতের দেওবন্দে যায় না শিক্ষা গ্রহণ করতে? তারা যদি এ সমস্ত ঘটনা ঘটায়, তবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে দেওবন্দে যাবে কীভাবে সেটা কি তারা একবারও চিন্তা করেছে? আমরা তো কওমি মাদ্রাসায় সনদ দিচ্ছি। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি। তাদের কারিকুলাম ঠিক করে দিচ্ছি। যাতে তারা দেশে- বিদেশে চাকরি পায়, তার ব্যবস্থাও করে দিচ্ছি। তারপরেও কেন তারা এই তান্ডব ঘটালো? বিএনপি তাদেরকে সমর্থন দিচ্ছে। বিএনপি-জামায়াত জোট কীভাবে সমর্থন দিচ্ছে সেটাই আমার প্রশ্ন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসবেন, সেখানে তাদের কি আপত্তি? বিএনপি'র রাজনৈতিক আদর্শ নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯১ সালের ২১ মে রাজীব গান্ধী মৃত্যুবরণ করেন। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমরা যোগদান করেছিলাম। তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। তখন বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে প্রায় সবাই এসেছিলেন। আমেরিকা, বৃটেনের প্রিন্স চার্লস, ইয়াসির আরাফাতসহ সকলে উপস্থিত। ইয়াসির আরাফাত সাহেব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে দেখে হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়ালেন, কিন্তু খালেদা জিয়া হাত গুটিয়ে বসে থাকলেন। কিন্তু সেই খালেদা জিয়াকে দেখলাম নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার ছবি। সেই হাত যেন আর ছাড়ে না। শুধু তাই না তার সঙ্গে টেলিফোনের সময় যে খিলখিল হাসি, খালেদা জিয়ার হাসির আওয়াজ সেটাও তো সকলের কানে গেছে। আবার যখন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে নরেন্দ্র মোদি আসবেন, তখন বাধা দেয়া এবং হেফাজতের সঙ্গে বিএনপি হাত মেলালো কেন? কী ঘটনা ঘটিয়েছে তারা?

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যখন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করি, তখন হেফাজত শুরু করলো তান্ডব। হেফাজত তো একা নয়, হেফাজতের সঙ্গে জামায়াত-বিএনপিও জড়িত। তাদের প্রত্যেকটা কর্মকান্ডে দেখা যায়। হেফাজতের সকলেই যে এরমধ্যে জড়িত তাও কিন্তু না। এটাও বাস্তবতা। তারপরেও দেখেছি ২৬ মার্চ হেফাজত একটা গুজব ছড়ালো যে বায়তুল মোকাররম মসজিদে মানুষ মারা হয়েছে ইত্যাদি। তারা ২৬ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত যে সহিংসতা চালায় এবং ২৭ ও ২৮ মার্চ হেফাজত এবং বিএনপি-জামায়াতের বিবৃতি দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিক অংশ। ২৮ মার্চ হরতাল দিয়ে সারা দেশে পরিকল্পিতভাবে তারা তান্ডব চালায়। আওয়ামী লীগ অফিস, দলীয় নেতাকর্মীদের বাড়িঘর, সরকারি অফিস-আদালত, বাস-ট্রাক-ট্রেনসহ পরিবহনে হামলা ও ভাঙচুর এবং পোড়ানো হয়। সংসদ নেতা শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বাড়িঘর বেছে বেছে পোড়ানো হয়। হেফাজতরা ছোট ছোট শিশুদের সামনে নিয়ে এসে তাদের হাতে লাঠি, অস্ত্র এবং সবার ব্যাগের ভেতরে বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা পবিত্র কোরআন শরীফ পর্যন্ত পুড়িয়ে দিয়েছে। এরা কি সত্যিই ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করে যে তারা কোরআন শরীফ পর্যন্ত পোড়ায়? ইসলাম ধর্মের নামে এই জ্বালাও-পোড়াও এটা কীভাবে আসলো? এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বিএনপি-জামায়াত জোটের দেশব্যাপী অগ্নিসন্ত্রাসের কথা তুলে ধরে বলেন, ২০১৩ সালে দেখেছি বিএনপি-জামায়াত জোট কীভাবে চলন্ত গাড়িতে আগুন দিয়ে শত শত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। কোনো কিছু হলেই আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বাসায় আগুন দেয়া। আগুন নিয়ে তারা খেলছে। কিন্তু এক ঘরে আগুন লাগলে তো সেই আগুন অন্য ঘরেও চলে যেতে পারে। সেটা কি তাদের হিসেবে নেই। রেলস্টেশন, ভূমি অফিস, ডিসি অফিস সব জায়গায় তারা আগুন দিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের মাদ্রাসা, তাদের বাড়িঘর-সেগুলোতে যদি আগুন লাগে তখন তারা কি করবে? জনগণ কি বসে বসে এগুলো শুধু সহ্য করবে? তারা তো সহ্য করবে না।

লকডাউন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীকে আবারো স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি মেনে চলার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, হয়তো মানুষের একটু কষ্ট হবে, কিন্তু মানুষের জীবনটা আগে বাঁচাতে হবে। গত ২৮ থেকে ৩০ মার্চ হঠাৎ করে করোনা সংক্রমণ বেড়ে গেল। এরপর থেকে বাড়া অব্যাহত রয়েছে। আমরা প্রথমে এক সপ্তাহের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি, এক সপ্তাহের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছি। সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অনুরোধ করছি।






## এক কাপ চা তিনজনে ভাগাভাগী ॥ ঘন্টা

(শেষের পাতার পর)

সকল দেশের লোকের অবস্থান এই আমেরিকা। অন্যান্য দেশের যারা আমেরিকায় বসবাস করছে তারাও এই সভ্যতার সাথে পরিচিত হয়ে নিজের মধ্যে তা অর্জন করার চেষ্টা করে কেউ কেউ সফল হয়েছেন, আবার কেউ কেউ সফল হওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। এই চেষ্টায় সফল হওয়া বা চেষ্টা অব্যাহত রাখার মধ্য থেকে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশীদের একটা বিরাট অংশ নিয়োজিত।

'স্বল্প দোষে লোহা ভাসে' এই প্রবাদটির বাস্তবতা সভ্য হওয়ার ক্ষেত্রে কিছুটা পরিলক্ষিত হয় বাংলাদেশী কমিউনিটির মধ্যে। আবার তার বিপরিত কিছু কার্যকলাপ কমিউনিটিকে অসভ্যদের কাতারেও শামিল করে দিচ্ছে!

এই অসভ্যতার সংজ্ঞা কিন্তু আপাতত কমিউনিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। না জানি কখন এই সংজ্ঞাটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে কমিউনিটির দূর্নাম বয়ে আনে- এমন আশংকা সচেতন প্রবাসীদের।

অনুসন্ধানে জানা যায়, কমিউনিটির মানুষ অনেকটা এগিয়ে গেছে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা করে। মোটামুটি রেস্টুরেন্ট ব্যবসা করে অনেকেই যুক্তরাষ্ট্রে এখন প্রতিষ্ঠিত ব্যসায়ী। এটা কমিউনিটির জন্য অনেক আনন্দের সংবাদ।

কিন্তু দু:খ্যজনক হলেও সত্য যে, এই কমিউনিটির মানুষেরা এসব নিজেদের কমিউনিটির মানুষের রেস্টুরেন্টে গিয়ে তারা দেশের একটা রেস্টুরেন্টের কর্মচারিদের সাথে যেমন দূর্ব্যবহার করেন, ঠিক তেমনিই এখানেও তেমনটি করতে পিছপা হয় না (অবশ্য সবাই না, কেউ কেউ)। তাদের ব্যবহারটা যেন আমেরিকান কাস্টমারদের ঠিক উল্টো। আমেরিকানরাও তো বাঙালী রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়া-দাওয়া করে। কিন্তু তাদের মধ্যে তো কমিউনিটির লোকদের মতো আচরণ পরিলক্ষিত হয় না ।

অতি সম্প্রতি এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউয়ের উপর কমিউনিটির দুটি সুপরিচিত রেস্টুরেন্ট অবস্থিত। একটা আলাদিন রেস্টুরেন্ট আরেকটা বৈশাখী রেস্টুরেন্ট। দুটি রেস্টুরেন্টই তারা নিজ নিজ জায়গা থেকেই ভালোই প্রতিষ্ঠিত এবং অনেক ভালো ব্যবসা করছে।

স্থানীয় একটি রেষ্টুরেন্টের মালিক আলাপকালে এই প্রতিবেদককে বলেন- ভাইরে ভালোই চালাচ্ছে আল্লাহ। রেস্টুরেন্ট ব্যবসা করোনার কারনে অনেক অধ:পতনে গেলেও এখন মোটামুটি বিজনেস রানিং হচ্ছে। এখন ইনডোর খোলা হয়েছে। কিন্তু ৫০% খোলা হওয়ার কারনে রেস্টুরেন্টের ভিতরে জায়গার সংকুলান দেয়া সম্ভব হলেও আমরা পুরোপুরি ভিতরে সার্ভিস দেয়া থেকে বিরত আছি। 'টু গো' ব্যবস্থাটা পুরোপুরি চালু আছে। তারপরও আমাদের যারা কাস্টমার তারা অনেক সময় রেস্টুরেন্টের ভিতরে টেবিলে বসে খাওয়া দাওয়া করে। খাওয়া শেষ হলেই চলে যান।

কিন্তু অনেক কাস্টমার আছেন যারা এক কাপ চা নিয়ে একটা টেবিলে বসে তিনজনের মধ্যে বন্টন করে বসে বসে খান। সেই সাথে আনুমানিক ঘন্টাখানেক সময় ধরে চা খেতে খেতে দুনিয়ার যত আলোচনা আছে এখানে তা সম্পন্ন করে তারপর উঠবে।

এস্টোরিয়ার তুলনায় জামাইকাতে বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষের অবস্থান অনেকটা বেশী। তাই জামাইকাতে বসবাসকারী কমিউনিটির মানুষের আচরণ কেমন? তা দেখতে গত ২ এপ্রিল শুক্রবার বিকাল ৩:৪০ মিনিটের সময় জামাইকার একটি বাঙালী রেস্টুরেন্ট সরজমিনে প্রত্যক্ষ করি। সেখানে রেষ্টুরেন্টরি প্রবেশ মুখের সামনেই দেখতে পেলাম তিনজন বয়বৃদ্ধ চাচা খোশ গল্পে মগ্ন। খেয়াল করলাম উনাদের টেবিলে কিন্তু এক কাপ না, দুটি চায়ের কাপ আর একটি প্লাস্টিকের কাপ। হয়ত তারা দুটি চা অর্ডার করে তিনজন মিলে পান করেছেন। তারা তাদের মতো করেই গল্প করে যাচ্ছেন। এদিকে আমরা তিনজন রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ আইটেমে কি আছে জানতে চেয়ে অর্ডার করে দিলাম।

আমরা একটা টেবিলে তিনজন বসে আছি খাবারের অপেক্ষায়। রেস্টুরেন্টের বাকি ৩ থেকে ৪টি টেবিল খালি দেখলাম। প্রায় ১০ মিনিট পর যখন আমাদের খাবার আসল আমরা খাওয়া-দাওয়া শুরু করলাম। আমাদের যখন খাবার সম্পন্ন হলো তখন ঘড়িতে সময় বিকেল ৪:২৫ মিনিট। তাহলে আমাদের রেস্টুরেন্টে ঢুকার পর থেকে খাওয়া-দাওয়া সম্পন্ন হতে সময় লেগেছে প্রায় ৪৫ মিনিট। ততক্ষন পর্যন্ত চাচদের অবস্থান ঐ টেবিলেই আছেন।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মালিকানাধীন রেস্টুরেন্টে গেলে এমন লোকদের দেখা হর হামেশা মিলে। তারা দেখছেন অন্যান্য কাস্টমার বসার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বা জায়গা না পেয়ে বাইরে চলে যাচ্ছেন এতে তাদের কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। তাই অনেক রেস্টুরেন্টে "এখানে চা ভাগ করবেন না" বলে নোটিশও চোখে পড়ে। যদি তাদেরকে অনুরোধ করা হয় যে আপনাদের শেষ হলে আপনারা উঠে অন্যদের একটু সুযোগ দেন। তখন তাদের জবাব আমরা কি এখানে ফ্রি খাইতেছি, আমরা তো টাকা দিয়েই খাইতেছি। এমন কথাও জানালেন এক রেষ্টুরেন্টের মালিক।

তাদের ব্যাপারে রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার বা কর্মচারিদেরকে প্রশ্ন করলে তারা বলেন- তাদের কে আমরা অনেক অনুরোধ করি তারপরও তারা উঠছি, উঠছি বলে ঘন্টাখানেক এক কাপ চা দুই বা তিনজন বাট বাটোয়ার করে পান করে তারপর উঠেন! এক প্রশ্নের জবাবে তারা আরো বলেন- তারা তো আমাদেরই কাস্টমার। কেমনে তাদের প্রতি কঠোর হবো ? তারা যদি নিজ থেকে না বুঝেন?

## কামাল আহমেদ ছিলেন নিবৃতচারী সমাজসেবী

(শেষের পাতার পর)

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। কামাল আহমেদ ছিলেন সত্যিকার অর্থে কমিউনিটির এক বটবৃক্ষ। যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ কমিউনিটিকে সুখে দুঃখে আগলে রেখেছেন। সদ্য হাস্যজ্জল নম্র ভদ্র ও সজ্জন এই মানুষটি তাঁর নিঃস্বার্থ কর্মকান্ডের জন্য কমিউনিটির প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। দল মত নির্বিশেষে হয়ে উঠেছিলেন সকলের প্রিয় কামাল ভাই।

মরহুম কামাল আহমেদের জন্ম সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলায়। ১৯৭৪ সনে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করে চাকুরী জীবন শুরু করেছিলেন সোনালী ব্যাংকের একজন চৌকুস ব্যাংকার হিসাবে। কিন্তু হিসাব নিকাশের এই গতবাধা জীবন তাঁর ভালো লাগেনি বেশী দিন। তাই সরকারী চাকুরী ত্যাগ করে ১৯৭৭ সালে নোঙ্গর ফেলেন আটলান্টিক তীরের ব্যস্ততম এই দেশটিতে এবং তার পর সাড়ে চার দশকের ও বেশী সময় তার বহুমুখী কর্মকান্ডের মাধ্যমে পুরো কমিউনিটিতে একটি বিশেষ স্থান করে নিতে সক্ষন হন। ব্যক্তি জীবনে প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেও কখনো নিজের জন্য কিছু করতে দেখিনি। আমৃত্যু ভাড়া ঘরে থেকে জীবন অতিবাহিত করেছেন। কারো বিপদ-আপদ কিংবা অসুসস্থতা শুনলে নিজের শেষ অর্থটি পর্যন্ত দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছেন। উপার্জনের বেশীর ভাগ অর্থ ব্যয় করছেন সমাজের কল্যাণে। বাংলাদেশী সংস্কৃতির বিকাশ ও কমিউনিটির উন্নয়ন ছিল তাঁর স্বপ্ন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বিয়ানীবাজার সমিতি, লীগ অব আমেরিকা, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ও বাংলাদেশ সোসাইটি যখন যে সংগঠনে সময় দেয়া দরকার কিংবা যখন যে দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছে তা পালনে কখনো কুন্ঠিত হননি।

মানবতাবাদী ও পরোপকারী কামাল ভাই ছিলেন আমার দীর্ঘ সময়ের একজন ভালো হিতাকাংখী। প্রতি মাসে তাঁর সাথে যেমন দেখা হতো, তেমনি ফোনে কথা হতো প্রায়ই। যতটুকু মনে পড়ে মৃত্যুর দিন দশেক আগে (২০২০ সালের ২৫ মার্চ) তার সাথে আমার শেষ কথা হয়েছিল। করোনা ভাইরাস তখন সর্বত্র জেঁকে বসেছে। নিউইয়র্ক জুড়ে কার্ফ্যু চলছে। পুরো নগরী পরিণত হয়েছে মৃত্যু পুরিতে। আমি নিজে অসুস্থ হয়ে গৃহবন্দি। কমিউনিটির প্রিয়মুখ ময়নুজ্জামান চৌধুরী, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, আব্দুল হাসিম হাসনু, গিয়াস উদ্দিন, সৈয়দ আল ওয়াহিদ নাজিম সহ চারিদিকে পরিচিতজন অনেকেই অসুস্থ। এমন সময় তার ভগ্নিপতি সিলেট বিভাগ উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ফারুক চৌধুরীর নিকট থেকে শুনলাম কামাল ভাই অসুস্থ। খবরটি শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। এক রিং হতেই ফোন ধরেছেন। কামাল ভাই কেমন আছেন জিজ্ঞেস করতেই ভাঙ্গা কন্ঠে উত্তর, "আমি ভালো আছি। তবে একটু কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয়ে গেছে। তোমার ভাবী বেশী অসুস্থ। উনার জন্য দোয়া কর। ভাবছি না কমলে উনাকে দিন দুয়েকের মধ্যে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবো। সাবধানে থেকো এবং যদি দেখা না হয় ক্ষমা করে দিও।"

কামাল ভাই সেদিন আমার সাথে ফোনালাপে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খসরু ভাইয়ের খবর জানতে চেয়েছিলেন। সাথে একটি দায়িত্বও দিলেন। বললেন করোনা আক্রান্ত মানুষের জন্য বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে ১০০০ প্যাকেট গ্রোসারী সামগ্রী তৈরী করে রাখা আছে। সাদি ভাইকে বলেছেন ব্রুকসে ২৫০ প্যাকেট পাঠাতে। আমি যেন বিলি-বন্ঠনে একটু সহযোগিতা করি। তারপর থেকে আমি ফোনে আর তাঁকে পাইনি। তবে ফারুক ভাই ও সাদি ভাইয়ের মাধ্যমে নিয়মিত খবর রেখেছি। তার শরীর ক্রমেই খারাপ হতে থাকলো। ভাবীকে লং আইল্যান্ড হাসপাতালে পাঠিয়ে ২৮ মার্চ নিজে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে এলমার্ষ্ট হাসপাতালে গেলেন। আমরা খুব উদ্বেগ উৎকন্ঠায় কাটাচ্ছিলাম। পরীক্ষায় ধরা পড়ে কোভিড ১৯ পজেটিভ। তারপর ৫ এপ্রিল দিবাগত রাত ৪ ঘটিকায় সবাইকে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে পাড়ি জমান। তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় জালালাবাদ এসোসিয়েশন ও বাকা সহ বিভিন্ন সংগঠন তাৎক্ষনিক ভার্চুয়াল দোয়া মাহফিলের আয়োজন করলেও আমরা এতোটা ভাগ্যাহত যে করোনা ভাইরাসের বিধি নিষেধের কারণে প্রিয় এই মানুষটির বিদায় বেলা কবরে দু মুঠো মাটি দেয়ার ও সুযোগ পাইনি। তার জন্ম হয়েছিলো বোধকরি কেবল দেওয়ার জন্য। শুধু দিয়েই গেলেন। যাওয়ার সময় কাউকে একটু ঋণ পরিশোধেরও সুযোগ দিলেন না।

কামাল ভাই খুব ভালো একজন মানুষ ছিলেন। আজিমুর রহমান বুরহান, আব্দুল হাসিম হাসনু, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, মকবুল রহিম চুনই, মোহাম্মদ সাদি মিন্টু, ফারুক চৌধুরী, দেওয়ান মহিউদ্দিন, রুহুল আমিন সিদ্দিকী জে মোল্লা সানি, ময়নুজ্জামান চৌধুরী, মইনুল ইসলাম, বাকের আজাদ, আব্দুল খালেক, আব্দুর রব মিয়া ও জাহিদ মিন্টু প্রমুখদের সমন্বয়ে কমিউনিটিতে একটি শক্তিশালী সোসাইটি গড়ে তুলেছিলেন। কামাল ভাই ছিলেন এই গ্রুপের প্রাণ। আমরা নিয়মিত প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় বসতাম। বিভিন্ন সমস্যায় এই গ্রুপের মাধ্যমে অনেক ভালো কাজ করার চেষ্টা করেছেন। তার সাথে কাজ করার অনেক স্মৃতি আমার রয়েছে।

কামাল আহমেদ প্রথমবার যখন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন আমিও তাঁর সাথে একই কমিটিতে ছিলাম। তখন দেখেছি সোসাইটিকে শক্তিশালী করতে তাঁর উদ্যোগ। তিনি বাংলাদেশী সংস্কৃতির বিকাশে সোসাইটির প্রথম বৈঠকে বারো মাসে তেরটি অনুষ্ঠান করার প্রস্তাব করেছিলেন। সোসাইটি ভবনে নিজ হাতে গঠন করেছিলেন একটি লাইব্রেরী। প্রতিষ্টা করেছিলেন কম্পিউটার ও বাংলা স্কুল। তিনি চেয়েছিলেন বাংলা স্কুল চালু হলে আমাদের নতুন প্রজন্ম যেমনি বাংলা ভাষা পড়া ও লেখা শেখার সুযোগ পাবে, তেমনি নতুন অভিবাসী কম্পিউটার শিখে নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে। বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র আসতে তিনি যেমন বিপুল সংখ্যক লোককে স্পন্সর করেছেন, তেমনি দেশ থেকে নতুন আসা লোকদের কর্মসংস্থান ও আবাসন সমস্যা সমাধানে সহযোগিতা করতেন। কারো অসুস্থতা কিংবা মৃত্যু সংবাদ শুনলে সর্বাগ্রে এগিয়ে যেতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুবই ধার্মিক ছিলেন। দেশে নিজ এলাকায় যেমন অনেক মসজিদ ও স্কুল স্থাপনে সহযোগিতা করেছেন, তেমনি এই যুক্তরাষ্ট্রে এমন কোন মসজিদ নেই যেখানে কামাল আহমেদ আর্থিক সহযোগিতা নেই। পবিত্র রমজান মাসে বিভিন্ন জায়গায় যেমন ইফতার মাহফিলের আয়োজন করতেন, তেমনী হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পুজা পার্বনে মিষ্টি পাঠিয়ে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন। মৃত্যুর আগে তিনি করোনায় মৃত্যুবরণকারী সকল বাংলাদেশীকে বিনামূল্যে সোসাইটির কবর স্থানে দাফন করার সিদ্ধান্ত দিয়ে গিয়েছিলেন। সোসাইটির সভাপতি হিসাবে এটাই ছিল তাঁর শেষ দায়িত্ব ও সিদ্ধান্ত। দেখেছি দেশে অস্বচ্ছল মানুষের একটি দীর্ঘ তালিকা তাঁর নিকট সব সময় থাকতো। যাদেরকে তিনি প্রতি মাসে অর্থ পাঠিয়ে সহযোগিতা করতেন। নিউইয়র্কে এমন কোন সংগঠন নেই যে তিনি আর্থিক সহযোগিতা করেননি। আমাদের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তিনি আমাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। কামাল ভাই আমাদের নিকট থেকে অকালে চলে গেলেও তাঁর সৎ কর্মের জন্য মানুষের অন্তরে বেঁচে থাকবেন চীরকাল। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

লেখক: কলাম লেখক ও কমিউনিটি নেতা, নিউইয়র্ক ।

## আহবাব চৌধুরী নতুন বই জিরো পয়েন্ট বের হয়েছে

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী লেখক, সংগঠক ও রাজনীতিক, ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বায় উদ্ভাসিত প্রিয়মুখের প্রতিচ্ছবি আহবাব চৌধুরী খোকন শত ব্যস্ততার মধ্যদিয়েও লিখেন। লিখতে তিনি আনন্দ পান। আমরাও তার লেখা পাঠ করে আনন্দ পাই, অনেক কিছু জানতেও পারি। মেদহীন ঝরঝরে তার লেখা। সাদা চোখে যা দেখেন তাই পাঠকের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তার বই 'কালের ভাবনা' সুধী মহলে প্রশংসিত হয়েছে। এবারের বাংলা একাডেমি বইমেলায় বেরিয়েছে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত নিয়ে নতুন বই 'জিরো পয়েন্ট'। কৈতর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত এই বইটিতে পবিত্র মক্কা-মদিনা থেকে শুরু করে প্যারিসের আইফেল টাওয়ার, মাতৃভূমি হাকালুকি হাওর থেকে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের নানা চিত্রময় বর্ণনার পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুঁজে পাবেন, যা ভ্রমণ পিপাসু পাঠকের চাহিদা পূরণ করবে বলে মনে করি। বইটি বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর ২১ বইমেলায় প্রতিভা প্রকাশনীর ১৩১, ১৩২, ১৩৩ নং পাওয়া যাচ্ছে। আমি বইটির সাফল্য ও পাঠক প্রিয়তা কামনা করি। -শিউল মনজুর।










## শোটাইম মিউজিকের অনন্য

(শেষের পাতার পর)

করে আলগীর খান আলমের চৌকস লিপি নির্বাচন অনুষ্ঠানটির মান অনেক উপরে নিয়ে গেছে। সুন্দর পরিবেশে শিল্পীরা তাদের মন উজার করে গান পরিবেশ করেছেন। দর্শকদের সুরের ইন্দ্রজালে জড়িয়ে দুঃখ বেদনা ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে বাল লাগার এক অনন্য জগতে। শিল্পীরা ছিলেন সায়রা রেজা, শাহ মাহবুব, বৃষ্ণা তিথি।

সৌন্দর্য মন্ডিত সুললিত কণ্ঠের উপস্থাপিকা সোনিয়া অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তার মার্জিত উপস্থাপনা দর্শকদের মন কাড়ে। সুরের তীর্জক ঝলকে মঞ্চকে সুরায়িত করে কৃষ্ণা তিথি গান শুরু করেন। তার সুকণ্ঠের লালায়িত বানী দর্শকদের আপ্লুত করে। দর্শকদের অনুরোধে তিনি বেশ কিছু বেশ কিছু গান পরিবেশন করে অনুষ্ঠানটি আন্দঘন করে তোলেন। শাহ মাহবুবু একজন শিল্পী যিনি এলে তার দীপ্ত দরাজ কণ্ঠে মঞ্চকে কাপিয়ে তোলেন। ফোক, দেশাত্ব বোধক ইত্যাদি গানের পশরাতে অনুষ্ঠানটিকে একটি ভিন্ন রঙ্গে সাজিয়ে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। ফোক সামগ্রী সায়রা রেজা তার সুফিয়ানা গানে দর্শকদের নিয়ে যান আনন্দঘন হৃদয়ে এক মিঠে সুফি অনুভুতিতে। তার অঙ্গ ভঙ্গি মিশানো গানগুলো অত্যন্ত আর্টিটিক, যা সবার হৃদয়ে দাগ কাটে। সত্যিকারের অর্থে প্রতিটি দর্শকদ উপভোগ করেছেন তার উন্নত পরিবেশনা।

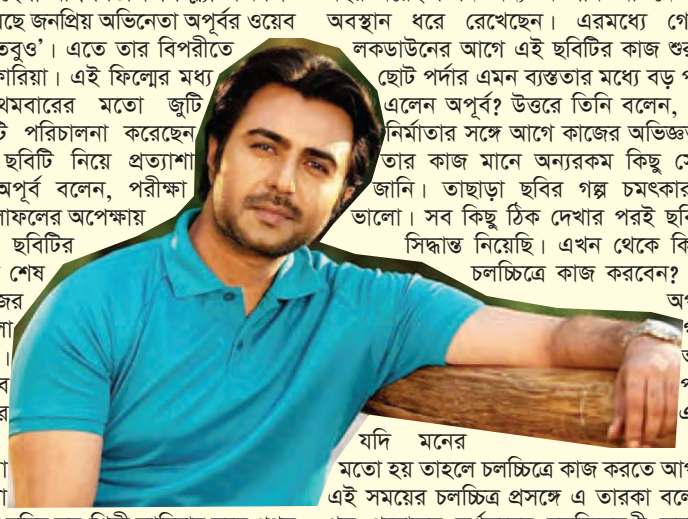
এক্সপার্টগ্রুপের সদস্যদের আলমগীর খান আলম মঞ্চে ডেকে আনেন এবং দর্শকদের উদ্দেশ্য শুভেচ্ছা জানানোর অনুরোধ জানানন। ইসতিয়াক আহমেদ রুমি, সফিউল আজম, সেলিম ইব্রাহিম, সাদিয়া আরিফিন বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে আলমগীর খান আলম ডাক্তার মাসুদুর রহমান, আসিফ বারী ও গিয়াস আহমদকে সম্মাননা পত্র প্রদান করেন। এছাড়াও উপস্থাপিকা সোনিয়াকে একটি ক্রেস্ট উপহার দেন। অনুষ্ঠানে 'বাংলা ব্যান্ড' সুন্দর মিউজিক বাজিয়ে দর্শকদের মন জয় করেন।

TIZARAH
Grocery
Flowers
Halal Meat
110-24 Merrick Blvd, Jamaica NY 11433
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
তিজারাহ্ গ্রোসারী এন্ড হালাল মিট
জ্যামাইকায়, ম্যারিক ব্লুবার্ডে গ্রোসারীর জগতে এক ঐতিহ্যবাহী নাম
প্রতিদিনই সবকিছু ফ্রেশ
Tel: 631-791-3072
BEST PRICE GUARANTEE
DELIVERY AVAILABLE
এখানে সর্বদাই তাজা হালাল মাংস ও চিকেন পাওয়া যায়
প্রতি সপ্তাহে প্লেনে আনা তাজা মাছ পাওয়া যায়
এখানে পাবেন সকল প্রকার মশলা, বাংলাদেশী তাজা ও ফ্রোজেন মাছ,
টাটকা শাক-সবজি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রোসারী সামগ্রী

১৭ ই মে ট্যাক্স ফাইলিং-এর শেষ দিন
সময় শেষ হবার আগেই দ্রুত ট্যাক্স ফাইল করুন.....
আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে
সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন
সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।
কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান
তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং
ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রকক্ষা পাবেন।
Steven M. Levy CPA
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
FILING A FALSE FEDERAL TAX RETURN COULD SEND YOU TO PRISON FOR 5 YEARS
আইআরএস-এর গাইড লাইন অনুসারে যা অবৈধঃ
We are Top 500 intuit Company
Report Suspected Tax Fraud Activity 1-800-829-0433 www.irs.gov
Southeast USA Income Tax Services
জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612
জ্যামাইকাঃ
168-16 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone:718-487-4507
Cell:646-464- 5944
ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919
e-mail: usa.bd54@gmail.com

# পরীক্ষা ভালো হয়েছে, ফলাফলের অপেক্ষায় আছি-অপূর্ব

**বিনোদন ডেস্ক:** পহেলা এপ্রিল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম জি-ফাইভে মুক্তি পেয়েছে জনপ্রিয় অভিনেতা অপূর্বর ওয়েব ফিল্ম 'যদি কিন্তু তবুও'। এতে তার বিপরীতে আছেন নুসরাত ফারিয়া। এই ফিল্মের মধ্য দিয়ে তারা প্রথমবারের মতো জুটি বেঁধেছেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন শিহাব শাহীন। ছবিটি নিয়ে প্রত্যাশা কেমন? উত্তরে অপূর্ব বলেন, পরীক্ষা ভালো হয়েছে, ফলাফলের অপেক্ষায় আছি। আসলে ছবিটির কাজ ভালো ভাবে শেষ করেছি। নিজের সবটুকু দিয়ে ভালো করার চেষ্টা ছিল। এখন দর্শক কিভাবে নেয় সেটা দেখার অপেক্ষায় আছি।



সাফল্য-ব্যার্থতা যাই আসুক মাথা পেতে নেবো। এই ছবির সহ-শিল্পী ফারিয়ার সঙ্গে প্রথম জুটি বেঁধেছেন। কো-আর্টিস্ট হিসেবে সে কেমন? অপূর্ব বলেন, নুসরাত ফারিয়া অসম্ভব মেধাবী অভিনেত্রী। আমাদের চলচ্চিত্রে এমন অভিনেত্রী খুব প্রয়োজন। কাজের প্রতি দারুণ ডেডিকেটেড ফারিয়া। এদিকে ছোট পর্দায় বেশ ব্যস্ত সময় পার করছেন অপূর্ব। গেল কয়েক বছর ধরেই তিনি অন্যতম শীর্ষ অভিনেতা হিসেবে অবস্থান ধরে রেখেছেন। এরমধ্যে গেল বছরে লকডাউনের আগে এই ছবিটির কাজ শুরু করেন। ছোট পর্দার এমন ব্যস্ততার মধ্যে বড় পর্দায় কেন এলেন অপূর্ব? উত্তরে তিনি বলেন, এই ছবির নির্মাতার সঙ্গে আগে কাজের অভিজ্ঞতা আছে। তার কাজ মানে অন্যরকম কিছু সেটা আমি জানি। তাছাড়া ছবির গল্প চমৎকার, বাজেট ভালো। সব কিছু ঠিক দেখার পরই ছবিটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন থেকে কি নিয়মিত চলচ্চিত্রে কাজ করবেন? এ প্রসঙ্গে অপূর্ব বলেন, গল্প, কো-আর্টিস্ট ও পরিচালক এই তিনটি যদি মনের মতো হয় তাহলে চলচ্চিত্রে কাজ করতে আপত্তি নেই। এই সময়ের চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে এ তারকা বলেন, ভারো গল্প প্রয়োজন দর্শকদের চলচ্চিত্রমুখী করার জন্য। সিনেমা হলের পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিয়েও ভাবতে হবে। শুধু সিনেমা হলের ওপর নির্ভরশীল হলে পিছিয়ে থাকবো। এদিকে এই অভিনেতা এখন আসছে ঈদের নাটকের শুটিং নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন বলে জানান।

# ৯ বছরের ছবি শেয়ার করে স্মৃতিতে ভাসলেন লতা



**বিনোদন ডেস্ক:** গেলো মঙ্গলবার ৩০ মার্চ ৯২ বছরে পা রেখেছেন কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকর। শুধু হিন্দি অথবা বাংলা ভাষা নয়, তামিল, তেলুগু, ওড়িয়া থেকে অসমিয়া অথবা উর্দু থেকে ইংরেজি সব ভাষার গানেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে এসেছেন লতা মঙ্গেশকর। ভারতরত্ন, পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণের মত একাধিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন তিনি। প্রবীণ শিল্পী আজও তার সুরেলা গলায় ভারতীয় সঙ্গীতের অন্যতম স্তম্ভ। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়াতেও বেশ ঝরঝরে লতা মঙ্গেশকর। সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশের পাশাপাশি মাঝে মাঝেই চমকে দেন স্মৃতির অ্যালবাম থেকে কিছু মণি-মাণিক্য তুলে এনে। এমনি এক মুক্তের মতো ছবি দলের দিনে ইন্সটাগ্রামে শেয়ার করলেন শিল্পী। আর ভিজলেন আবেগে।

নিজের ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করলেন তার ৯ বছর বয়সের একটি ছবি। সেইসময় ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছিল তার প্রথম ক্ল্যাসিক্যাল গানের অনুষ্ঠানের প্রচারের কাজে। ছবিতে ছোট্ট মেয়ে লতা পোজ দিয়েছেন মিষ্টি পনিটেলে। লতা মঙ্গেশকর লিখেছেন, আজ আমার এক পরিচিত উপেন্দ্র ছিঁছোরে দার ফোন এসেছিল, উনি আমায় বলেন আমার প্রথম ক্লাসিক্যাল গানটি বাবার সঙ্গে গেয়েছিলাম ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ সালে, সোলাপুরে। এই ছবিটি সেই সময় তোলা হয়েছিল গানের অনুষ্ঠানটির প্রচারের উদ্দেশ্যে। বিশ্বাস হয় না ৮৩ বছর পার হয়ে গেছে। কিংবদন্তি শিল্পীর ছোট্টবেলার সেই ছবি ভাইরাল হতে সময় নেয়নি। নেটিজেনরাও মুগ্ধ সেই ছবি দেখে। এর আগে কিছুদিন আগেই তার প্রথম রেডিও ডেব্যু এর কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন লতা। জানান কীভাবে তার পিতা রেডিওতে তার প্রথম গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় ৭৯ বছর আগে। ১৯৪১ সালে। এভাবেই স্মৃতির পাতা উল্টে তার অনুরাগীদের নতুন নতুন উপহার দিয়ে চলেছেন ভারতের কোকিলকণ্ঠী 'রত্ন', লতা মঙ্গেশকর।

# শেষ হলো মুম্বই মিশন

**বিনোদন ডেস্ক:** জাতির পিতা বন্ধবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বায়োপিকের কাজ হচ্ছে ভারতের মুম্বইতে। এ ছবিতে অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার মুম্বই টু ঢাকা এবং ঢাকা টু মুম্বই যাতায়াত করতে হয়েছে জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশাকে। বায়োপিকে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছার বড় বেলার চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি। নতুন খবর হলো, সম্প্রতি তার চরিত্রের মুম্বই অংশের দৃশ্যধারণ শেষ হয়েছে। তিশা জানান, প্রায় দুই মাস ধরে মুম্বইতে 'বঙ্গবন্ধু'র শুটিং করছি। এবার ঢাকা যাওয়ার পালা। একটু খারাপ লাগছে। কারণ এতদিন যাদের সঙ্গে কাজ করেছি, যারা আমার পাশে ছিল তারা পরিবারের মতো হয়ে গিয়েছিল।



তাদের ছেড়ে চলে যাবো। খারাপ লাগছে। মিস করবো তাদেরকে। কিন্তু একইসঙ্গে আমি অনেক আনন্দিত এজন্য যে ঢাকায় ফিরছি। আমি আমার পরিবার, বন্ধু ও ভক্তদের কাছে যাচ্ছি। এ ছাড়া বায়োপিকের শুটিংয়ের আগে দুটি সিনেমার কাজ সম্পন্ন করেছেন তিশা। একটি 'রক্তজবা' অন্যটি 'ভালোবাসা প্রীতিলতা'। দুইটি সিনেমাই ভিন্ন ঘরানার। নিয়ামুল মুক্তার পরিচালনায় 'রক্তজবা' সিনেমাটি প্রযোজনা করছে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম। এর শুটিং হয়েছে জানুয়ারীতে। থ্রিলার ঘরানার এই সিনেমার কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন মুহাম্মাদ তাসনীমুল হাসান। আর 'ভালোবাসা প্রীতিলতা' সিনেমায় বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী নারী ও প্রথম নারী শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত এ অভিনেত্রী। দুটি সিনেমা নিয়েই বেশ আশাবাদী তিশা। এদিকে, সম্প্রতি ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিযুদ্ধনির্ভর গল্পের একটি ওয়েব ফিল্মে বীরাঙ্গনা চরিত্রে দেখা গেছে তিশাকে। ওয়েব ফিল্মটির নাম 'নৈবেদ্য'। ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফরম বঙ্গতে এটি প্রকাশ হয়েছে। এটি যৌথভাবে পরিচালনা করেছেন শাব্দিক শাহীন ও সি-হানুর রহমান আসিফ। তিশা জানান, বায়োপিকের কারণে নাটক, সিনেমায় শুটিং করেননি দীর্ঘদিন। এখন থেকে আবারো নিয়মিতভাবে কাজ শুরু করবেন।



# দ্বিতীয়বারের মতো ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেলেন জয়া

**বিনোদন ডেস্ক:** দ্বিতীয়বারের মতো ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেলেন দুই বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। 'র-বিবার' ও 'বিজয়া' সিনেমা দুটির জন্য সমালোচক বিভাগে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। বিচারকদের নম্বরের দিক থেকে তিনি পেছনে ফেলেন ঈশা সাহা, রাইমা সেন, সোহিনী সরকার এবং শুভশ্রী গাঙ্গুলীর মতো অভি-নয়শিল্পীদের। জয়া আহসান বলেন, এটা আমার জন্য অনেক আনন্দের সংবাদ। এই পুরস্কারে আমার আশেপাশের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছেন। তাদের আনন্দিত মুখ দেখতেই আমার ভালো লাগে। ছবি দুটির সঙ্গে জড়িত সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি। ২০১৮ সালে 'বিসর্জন' ছবির জন্য ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পেয়েছিলেন জয়া।

গত বুধবার (৩১ মার্চ) রাতে জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত কলকাতার বাংলা সিনেমা থেকে বিজয়ীদের হাতে তুলে দেয়া হয় জয় ফিল্মফেয়ার পুরস্কার (বাংলা) ২০২০। করোনা মহামারির কারণে গত বছরের অনুষ্ঠানটি এ বছর আয়োজন করা হয়েছে। এরআগে ২০১৮ সালে সেরা অভিনেত্রী হিসেবে জয়া এ পুরস্কার পান 'বিসর্জন' সিনেমার জন্য। তার আগে 'ঈগলের চোখ' ছবিতে অভিনয়ের জন্য তিনি পেয়েছিলেন ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডের মনোনয়ন। ২০১৪ সালেও 'আবর্ত' ছবির জন্য পেয়েছিলেন মনোনয়ন।

আরেক খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশ আরেকবার গর্বিত হলো অভিনেত্রী জয়া আহসানের সুবাদে। ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসের 'ব্যাকলেডি' আবারো উঠলো তার হাতে। 'বিজয়া' এবং 'র-বিবার' ছবি দুটিতে অনবদ্য নৈপুণ্যের জন্য সমালোচকদের চোখে সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন তিনি। দুটি পৃথক ছবিতে অসামান্য অভিনয়ের জন্য এই পুরস্কার সম্ভবত আগে কেউ পাননি!

ভারতের ফিল্মফেয়ার ম্যাগাজিনের আয়োজনে চতুর্থ ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস (বাংলা) অনুষ্ঠানে ২০১৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা চলচ্চিত্রগুলোকে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। বুধবার (৩১ মার্চ) রাতে কলকাতার ওয়েস্টিন হোটেলে এই আয়োজনে ঝলমলে শাড়ি পরে অংশ নেন জয়া। তার দিকে ছিল সবার নজর। তার পুরস্কার জয়ের ফলে সেই আলো আরও ছড়িয়েছে।

ফিল্মফেয়ার ম্যাগাজিনের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে জয়ার পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরটি শেয়ার করা হয়েছে। এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে 'রবিবার' ছবির একটি স্থিরচিত্র। ভারতের টাইমস অব ইন্ডিয়ার ইটাইমসের অফিসিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টও তার এই স্বীকৃতি অর্জনের খবর শেয়ার করেছে।

২০১৮ সালের ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসে (বাংলা) কৌশিক গাঙ্গুলির 'বিসর্জন' ছবিতে হিন্দু বিধবা পদ্মা চরিত্রে অসামান্য অভিনয়ের সুবাদে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জেতেন জয়া। বাংলাদেশের কোনো অভিনেত্রীর এই অর্জন ছিল এটাই প্রথম। ওই ছবির সিক্যুয়েল 'বিজয়া' তাকে আবারো এনে দিলো ফিল্মফেয়ারের 'ব্ল্যাকলেডি'।

এবারের ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসে (বাংলা) সমালোচক অভিনেত্রী শাখায় একাই দুটি মনোনয়ন পান জয়া। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রাইমা সেন (তারিখ), সোহিনী সরকার (ভিঞ্চি দা), ঈশা সাহা (সোয়েটার) এবং শুভশ্রী গাঙ্গুলি (পরিণীতা)। তবে সমালোচকরা জয়াকেই সবচেয়ে যোগ্য মনে করেছেন।

'ব্ল্যাকলেডি' হাতে নেওয়ার পর জয়া বলেন, 'বিজয়া এবং রবিবার ছবির জন্য এই পুরস্কার আমার হাতে, দুটোই আমার ভীষণ প্রাণের কাছাকাছি। বিজয়ায় কৌশিক গাঙ্গুলি আমার জন্য যে চরিত্রটি রচনা করেছে তা আমার জীবনের মাইলফলক চরিত্র। কৌশিক গাঙ্গুলিকে আমার অনেক ভালোবাসা। ছবিটি বাংলাদেশ ও ভারতের ভালোবাসার ফল্গুধারার গল্পই বলে যায়। সেই ধারাতে আমিও বলতে চাই, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক খুব সুন্দর থাকুক, দীর্ঘজীবী হোক।' এরপরই 'রবিবার' ছবির সায়নী চরিত্রের কথাও আবেগ নিয়ে তুলে ধরেন তিনি। কৌশিক গাঙ্গুলি পরিচালিত 'বিজয়া' মুক্তি পায় ২০১৯ সালের ৪ জানুয়ারী। এতেও ইছামতি নদীর পাড়ে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকার হিন্দু বিধবা পদ্মার ভূমিকায় দেখা গেছে জয়াকে। নতুন গল্পে বাবার সঙ্গে কলকাতায় যায় পদ্মা।

অন্যদিকে অতনু ঘোষ পরিচালিত 'রবিবার' প্রেক্ষাগৃহে আসে ২০১৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর। এতে সায়নী চরিত্রে দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন জয়া। সমালোচকদের চোখে সেরা চলচ্চিত্র হয়েছে 'রবিবার'। এছাড়া সেরা শব্দ শাখায় পুরস্কৃত হয়েছে এটি।

ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডসে (বাংলা) 'আবর্ত'র (২০১৩) জন্য সেরা নবাগতা অভিনেত্রী এবং 'ঈগলের চোখ' (২০১৭) ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রী শাখায় মনোনয়ন পেয়েছিলেন জয়া।

'রবিবার' ছবিতে জয়ার সহশিল্পী প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় 'গুমনামি'তে অসামান্য কাজের জন্য সেরা অভিনেতা হয়েছেন। এতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস ও গুমনামি বাবার ভূমিকায় দেখা গেছে তাকে। শিল্প নির্দেশনা শাখায়ও সেরা হয়েছে সৃজিত মুখার্জির এই ছবি। সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কারটি পেয়েছে সৃজিতের আরেক নির্মাণ 'ভিঞ্চি দা'। তিনি ও রুদ্রনীল ঘোষ হয়েছেন সেরা গল্পকার।

সৃজিতের 'শাহজাহান রিজেন্সি'র জন্য স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় এবং রাজ চক্রবর্তীর 'পরিণীতা'র জন্য শুভশ্রী গাঙ্গুলি যৌথভাবে সেরা অভিনেত্রীর সম্মান জিতেছেন। 'শাহজাহান রিজেন্সি'তে 'কিচ্ছু চাইনি আমি' গেয়ে শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে ফেলা অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য সেরা গায়কের পুরস্কার পেয়েছেন। 'জ্যেষ্ঠপুত্র'র জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেতা হয়েছেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। একই ছবির সুবাদে পরিচালক এবং সংলাপ রচয়িতা শাখা দুটিতে সেরা কৌশিক গাঙ্গুলি। জয়ার 'বিজয়া'র এই নির্মাতা 'নগরকীর্তন ছবির সুবাদে সেরা চিত্রনাট্যকার স্বীকৃতি হাতে পেয়েছেন। তার 'নগরকীর্তন'-এর জন্য সমালোচকদের চোখে সেরা অভিনেতা হয়েছেন ঋদ্ধি সেন। এছাড়া চিত্রগ্রহণ ও আবহসংগীত শাখায় সেরা হয়েছে ছবিটি।

ভারতের বাংলা ছবির প্রথম সারির অনেক তারকার পা পড়েছে লালগালিচায়। মঞ্চ মাতিয়েছেন অপরাজিতা অধ্যা, খরাজ মুখোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা সরকার, মধুমিতা সরকার, ঈশা সাহা, নিকিতা গান্ধী, অ্যাশ কিং, বেনি দয়াল। মীর আফসার আলি, অনির্বাণ ভট্টাচার্য ও অর্পিতা চট্টোপাধ্যায় এই আয়োজন সঞ্চালনা করেন।

ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস (বাংলা) ২০২০ বিজয়ী তালিকা

সেরা চলচ্চিত্র: ভিঞ্চি দা
সেরা পরিচালক: কৌশিক গাঙ্গুলি (জ্যেষ্ঠপুত্র)
সেরা চলচ্চিত্র (সমালোচক): রবিবার
সেরা অভিনেতা: প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (গুমনামি)
সেরা অভিনেতা (সমালোচক): ঋদ্ধি সেন (নগরকীর্তন)
সেরা অভিনেত্রী: স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় (শাহজাহান রিজেন্সি) ও শুভশ্রী গাঙ্গুলি (পরিণীতা)
সেরা অভিনেত্রী (সমালোচক): জয়া আহসান (বিজয়া এবং রবিবার)
সেরা পার্শ্ব অভিনেতা: ঋত্বিক চক্রবর্তী (জ্যেষ্ঠপুত্র)
সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী: লিলি চক্রবর্তী (সাঁঝবাতি)
সেরা গল্পকার: রুদ্রনীল ঘোষ ও সৃজিত মুখার্জি (ভিঞ্চি দা)
সেরা চিত্রনাট্যকার: কৌশিক গাঙ্গুলি (নগরকীর্তন)
সেরা সংলাপ রচয়িতা: কৌশিক গাঙ্গুলি (জ্যেষ্ঠপুত্র)
সেরা নবাগত পরিচালক: ইন্দ্রদীপ দাসগুপ্ত (কেদারা)
সেরা নবাগতা অভিনেত্রী: ঋতৃকা পাল (কিয়া অ্যান্ড কসমস)
সেরা গানের অ্যালবাম: সোয়েটার (রণজয় ভট্টাচার্য ও অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়)
সেরা গীতিকার: রণজয় ভট্টাচার্য (প্রেমে পড়া বারণ, ছবি: সোয়েটার)
সেরা গায়ক: অনির্বাণ ভট্টাচার্য (কিচ্ছু চাইনি আমি, ছবি: শাহ-জাহান রিজেন্সি)
সেরা গায়িকা: লগ্নজিতা চক্রবর্তী (প্রেমে পড়া বারণ, ছবি: সোয়েটার)
সেরা আবহসংগীত: নগরকীর্তন (প্রবুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়)
সেরা চিত্রগ্রাহক: শীর্ষ রায় (নগরকীর্তন)
সেরা সম্পাদনা: সুজয় দত্ত রায় (কেদারা)
সেরা শিল্প নির্দেশক: শিবাজি পাল (গুমনামি)
সেরা শব্দ: সৌগত বন্দ্যোপাধ্যায় (রবিবার)
আজীবন সম্মাননা: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং তরুণ মজুমদার



## আরো ৩ বাংলাদেশী মনোনয়ন

(শেষের পাতার পর)

বোর্ড মেম্বার মনোনয়ন দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এবারের মনোনয়নপ্রাপ্তদের কার্যকাল ১ এপ্রিল ২০২১ থেকে ৩১ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার একটি অবৈতনিক পদ। কমিউনিটি বোর্ড মেম্বারদের বোরো প্রেসিডেন্টের অফিস নিয়োগ করে থাকেন। বোর্ড মেম্বাররা কমিউনিটির উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেন। এর মধ্যে জোনিং, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ট্রান্সপোর্টেশনসহ নানা বিষয় রয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্ত বোর্ড মেম্বারদের মেয়াদকাল দুই বছর। প্রতি দুই বছর পর পর এ পদের জন্য বায়োডাটা জমা নেয়া হয় এবং তাদের মধ্য থেকে বোরো প্রেসিডেন্ট অফিস মনোনয়ন চূড়ান্ত করেন।

সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে এ পর্যন্ত ৮ জন বাংলাদেশী কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার পদে মনোনীত হওয়ার পেয়ে চিঠি পেয়েছেন। এর মধ্যে পুন নিয়োগ পেয়েছেন ৫ জন। আর নতুন নিয়োগ পেয়েছেন ৩ জন। পুন নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন: শাহ নেওয়াজ (কমিউনিটি বোর্ড-১২), আব্দুল মুকিত চৌধুরী (কমিউনিটি বোর্ড-৩), আবদু রহিম হাওলাদার (কমিউনিটি বোর্ড-৩) ও মোহাম্মদ আলী (কমিউনিটি বোর্ড-১২) এবং তৈয়বুর রহমান হারুন (কমিউনিটি বোর্ড-৮)। এছাড়াও নতুন মনোনীতরা হলেন: আহসান হাবিব (কমিউনিটি বোর্ড-৮), ফাহাদ সোলায়মান (কমিউনিটি বোর্ড-৩) এবং আহনাফ আলম (কমিউনিটি বোর্ড-১২)।

পুন নিয়োগপ্রাপ্ত শাহনেওয়াজ জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)-এর সভাপতি ও গোল্ডেন এজ হোম হেলথ কেয়ার এবং এনওআই ইন্স্যুরেন্সের প্রেসিডেন্ট ও সিইও। এছাড়া তিনি কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি-ডিএ এর এডভাইজার।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মুকিত চৌধুরী বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত ছাড়াও বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট।

আব্দুর রহিম হাওলাদার বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের কর্ণধার ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত।

মোহাম্মদ আলী বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ ও সোসাই-টির নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী। এছাড়াও তিনি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী।

অবসরপ্রাপ্ত সিটি কর্মকর্তা তৈয়বুর রহমান হারুন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট।

নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত বোর্ড মেম্বারদের মধ্যে আহসান হাবিব বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং জ্যামাইকার বিসমিল্লাহ সুপার মার্কেটের অন্যতম কর্ণধার ছাড়াও আল আরাফা ইসলামিক সেন্টারের জয়েন্ট সেক্রেটারি।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফাহাদ সোলায়মান জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ) এর পরিচালক ও মূলধারার রাজনীতিক।

উদয়ীমান ডেমোক্র্যাট আহনাফ আলম নিউ আমেরিকান ইয়ুথ ফোরামের প্রেসিডেন্ট।

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস ( ইউনিক ডেন্টাল )

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION

HOW TO REACH US

718-760-5500

Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.

SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

পরামর্শের জন্য ফি লাগে না

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ট্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস

সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩

৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন

বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ

সবিতা দাস

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি

বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন

৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬

যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম
কাজী অফিস

ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুপ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্ধবৃক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

# হেফাজত আসলে কী চায়

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

এ কে এম শহীদুল হক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশে আগমনের বিরোধিতা করে হেফাজতে ইসলামসহ কয়েকটি সংগঠনের নেতাকর্মীরা যে তান্ডব চালিয়েছে, তা অবিশ্বাস্য। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অপরিসীম অবদান। বাংলাদেশের এক কোটি লোককে আশ্রয়, তাদের বাসস্থান, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দিয়েছে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার কথা তুলে ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে দাওয়াত দেওয়া যাবে না- এ দাবি হেফাজত ও অন্যান্য সংগঠন কীভাবে করল?

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর বর্বরোচিত ও মধ্যযুগীয় অত্যাচার-নির্যাতন করেছে; গণহত্যা ও নারীদের ধর্ষণ করেছে এবং প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা মুসলমানকে দেশছাড়া করেছে। হেফাজত নেতাদের তো মিয়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে এ রকম অতি বিপ্লবী হতে দেখিনি।

শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ যে কেউই করতে পারে। প্রতিবাদের ভাষা ও ধরন অবশ্যই রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক শিষ্টাচারের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু হেফাজতে ইসলামের নেতারা তা কি করতে পেরেছেন? ২৫ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত তারা দেশে বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জসহ কয়েকটি জেলায় যে তান্ডব চালিয়েছে; তা কি নেহায়েত প্রতিবাদ ছিল? এর মধ্যে কি অন্য কোনো ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায় না?

হেফাজতে ইসলাম অন্যায় ও অপরাধমূলক শক্তি প্রয়োগ করে সড়ক ও মহাসড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে; লাঠিসোটা নিয়ে রাস্তায় মাস্তানি করেছে, অগ্নিসংযোগ করেছে, গাড়ি ভাঙচুর করেছে, আগুন দিয়ে যানবাহন পুড়িয়ে দিয়েছে। হাটহাজারীতে ভূমি অফিসে হামলা করেছে। সরকারি গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে; থানা আক্রমণ করেছে; রেললাইন উপড়ে ফেলেছে, রেল স্থাপনায় আগুন দিয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক পুলিশকে আক্রমণ করে ব্যাপক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এমন কোনো সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে হেফাজতিরা আক্রমণ করেনি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং বসতবাড়িও তাদের হিংস্র থাবা থেকে রেহাই পায়নি।

পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যখন উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হয় তখন তারা চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড থেকে নিবৃত্ত করতে নানাভাবে চেষ্টা করে। পরিস্থিতি যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, অ্যাকশনে না গেলে তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে না, তখনই তারা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, হেফাজতের কর্মীরা হাটহাজারী থানা আক্রমণ ও ভবনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। প্রধান ফটক ভেঙে ভেতরে ঢুকে থানা ভবন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা তাদের ছিল। জানমালের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল। সংঘর্ষে চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৩টি জীবন হারাতে হয়েছে। বেশ কয়েকজন পুলিশ, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষ আহত হয়েছেন। কোনো মৃত্যুই কাম্য নয়; আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। আমি বিশ্বাস করি, সরকার নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রাণহানির প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন করবে। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার যুক্তিসংগত না হয়ে থাকলে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে।

হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্বে নাশকতা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তা ফৌজদারি আইনে শাস্তিযোগ্য গুরুতর অপরাধ। ২০১৩ সালের ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলাম ঢাকা শহর ও অন্যান্য স্থানে যে তান্ডব সৃষ্টি করেছিল; তা স্মরণ হলে এখনও শান্তিপ্রিয় নাগরিকের গা শিউরে ওঠে। তাদের সে অপরাধের বিচার হয়নি। সরকারের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে অনেক মামলার তদন্তও শেষ করা যায়নি। একটির পর একটি অপরাধ করে পার পাওয়ায় হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের সাহস দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তাদের প্রতি নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গির কোনো সুযোগ নেই। তাদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনতে হবে।




হেফাজতে ইসলাম নিজেদেও 'অরাজনৈতিক' সংগঠন দাবি করে। কিন্তু তাদের সংগঠনের নেতৃস্থানীয় পর্যায়েই রয়েছে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতা। তাদের কেউ কেউ জামায়াত-শিবির ও বিএনপির সমর্থনপুষ্ট। ২০১৩ সালের ৬ মে হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনি ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন- বিএনপি ও জামায়াতপন্থি নেতাদের হাতে হেফাজতে ইসলামের নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল। বিএনপি-জামায়াতের পরামর্শেই তখন সব তান্ডব হয়েছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল সরকারের পতন ঘটানো। মাওলানা আহমদ শফীও বলেছিলেন, তাকে ভুল বুঝিয়ে ওই পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল।

২৫ থেকে ২৮ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত দেশে যে সহিংস ঘটনা ঘটেছে, তার দায়ও হেফাজত নেতাদের এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। তাদের বক্তব্য ও উস্কানিই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের ধ্বংসাত্মক ও সহিংস ঘটনার দিকে ঠেলে দিয়েছে। ফেসবুক ও ইউটিউবে হেফাজত নেতাদের উগ্র ও উত্তেজনাকর বক্তব্যের সূত্র ধরেই উস্কানিদাতাদের মামলার এজাহারভুক্ত আসামি করার আইনগত ক্ষেত্র আছে। তাদের উস্কানিমূলক বক্তব্যই সাক্ষ্য হিসেবে যথেষ্ট। অভিভাবকরা সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠান কোরআন-হাদিস শেখার জন্য- তারা হাফেজ ও আলেম হয়ে বাড়িতে ফিরবে। তাদের সন্তানরা লাশ হয়ে বাড়িতে ফিরবে- এ জন্য ছেলেদের মাদ্রাসায় পাঠান না। মাদ্রাসার ছাত্রদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ, শারীরিক নির্যাতন ও বলাৎকারের অভিযোগ কোনো কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রায়ই সংবাদমাধ্যমে আসে। ছাত্রদের ভুল বুঝিয়ে আন্দোলনের নামে সহিংস কাজে ব্যবহার করে তাদের জীবন নিয়ে খেলা করবে- এটা কোনো অভিভাবকই মেনে নেবেন না। এ ব্যাপারে অভিভাবকদের সোচ্চার হওয়া উচিত।

আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ লোক আলেম-ওলেমাদের শ্রদ্ধা করে, সম্মান দেখায়। কিন্তু হুজুরদের লাঠিসোটা ও ইট-পাথর হাতে নিয়ে রাস্তায় মাস্তানি করতে দেখে মানুষ স্বস্তি বোধ করে না। এতে মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতি মানুষের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা কমে যায়।

দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করে সব রাজনৈতিক দলের এই মর্মে ঐকমত্য হওয়া উচিত- তারা কোনোভাবেই সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান হতে দেবে না। বরং তাদের জননিরাপত্তা ও জনবিরোধী কর্মের বিরুদ্ধে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সোচ্চার হবেন। সাম্প্রদায়িকতা রুখে দিতে হবে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই এখন সময়ের দাবি।

*লেখক: সাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ*

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ শায়েখ মুফ্‌তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating • Growing
ভর্তি চলছে
Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

# স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে আর কত কাল বিতর্ক চলবে?

প্রদীপ মালাকার

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা বিষয়ক বিতর্কে ইতিপূর্বে নামি দামী বহ লেখক, বুদ্ধিজীবী তাদের সুচিন্তিত মতামত ও প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছেন। ঢাকার দৈনিক জনকণ্ঠেই আমার বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ও জাতির পিতা বিষয়ক একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়। গত ২১ ফেব্রুয়ারীর লাইভ টকশো আলোচনাতে এলডিপি প্রধান ও সাবেক বিএনপি নেতা কর্নেল (অবঃ) অলি আহমেদ (বীর বিক্রম) জিয়াউর রহমানকে বার বার স্বাধীনতার ঘোষক বলতে শোনা যায় এবং এই প্রবাসের যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতারাও গত বৎসর স্বাধীনতা দিবস পালনকালে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে দাবী করে থাকেন। লন্ডন থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও বিভিন্ন সময়ে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বলেই ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি জিয়াকে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বলার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। স্পষ্টতই বুঝা যায় আজও বিএনপি ও তাদের সমমনা দলগুলো জাতির এই নিস্পতিমূলক ও স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে রাজনউতিক স্বার্থ হাসিলের খেলা খেলছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ আসন পেয়ে (১৬৭ টি আসন) পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু তৎকালীন ক্ষমতাসীন সামরিক শাসক (জেঃ ইয়াহিয়া ও তার সুহৃদ পশ্চিম পাকিস্তানের কুটিল রাজনীতিবিদের চক্রান্তে বাঙালীদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করে। ফলে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালীরা প্রতিবাদে গর্জে উঠে এবং লাগাতার, হরতাল, প্রতিরোধ চালিয়ে যায়। ততদিনে বঙ্গবন্ধু ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা ও বুজে যান পাকিস্তানের সাথে আর এক থাকা যাবে না। কিন্তু তার ও আগে সেই ৫২র ভাষা আন্দোলন, ৬৬-তে ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব দিয়ে তিল তিল করে অসাম্প্রদায়িক বাঙালী জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে জাতিকে ঐক্যদ্ধ করে তোলেন।

তার পর আসে সেই ঐতিহাসিক ৭ মার্চের মাহেন্দ্রক্ষণ। বঙ্গবন্ধু রেডকোর্স ম্যদানে (বর্তমানে সোহরাদী উদ্যান) প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের সমাবেশে স্বাধীনতার দিক নির্দেশনা মূলক ভাষণ দেন। বলেন, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। আমি যদি তোমাদের নির্দেশ নাও দিতে পারি তোমাদের যার যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবে। আসলে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি ছিল পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা। এই মহাসমাবেশ থেকেই বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তার আহবানে সারা দিয়ে বাঙালীরা সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস আদালত, সকল যানবাহন, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এয়ার লাইন্স বন্ধ রাখে। জনগন সকল প্রকার খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে ইয়াহিয়া ও ভুটো গংরা বিচলিত হয়ে ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনায় বসার প্রস্তাব করেন। ২৩ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আলোচনার অন্তরালে বাঙালীদের শায়েস্থা করার জন্য ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও অস্ত্র এনে সমাবেশ করতে থাকে। বঙ্গবন্ধু আলোচনা শেষে সহকর্মী নজরুলইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদের কাছে প্রকাশ করেন, প্রহসনের আলোচনায়, ইয়াহিয়া তার দাবী মানবে না এবং তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন , ইয়াহিয়া শক্তি প্রয়োগ করবে। ২৫ মার্চ পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও জুলফিকার আলী ভুট্টো জেঃ টিক্কা খানকে বাঙালীদের নিচিহ্ন করতে আদেশ দিয়ে ঢাকা ত্যাগ করেন। বঙ্গবন্ধুর কাছে রাত এগারটায় সংবাদ পৌঁছে, পাক বাহিনী সার্চলাইট অপারেশনের নামে ট্যাঙ্ক সহ ভারী অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রাজারবাগ, পুলিশ লাইন, জগন্নাথ হলসহ সারা ঢাকায় গণহত্যা চালাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু সহকর্মী নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ। কামরুজ্জামান সহ ছাত্র নেতাদের নিয়ে জরুরী বৈঠক করেন এবং তাদের নির্দেশ দেন মুক্তাঞ্চল কিংবা ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রবাসী সরকার গঠন করতে ।

নিরাপদ স্থানে চলে যেতে সকল সহকর্মী, ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ ও শেখ মনির প্রচন্ড চাপ ও অনুরোধ সত্বেও বঙ্গবন্ধু ধানমন্ডির ৩২নং বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজী হয়নি। তিনি তাদেরকে আশ্বস্থ করে বলেছিলেন, আমি যদি নিরাপদ স্থানে চলে যাই, পাক বাহিনী আমাকে না পেয়ে আরও হন্যে হয়ে অধিক মাত্রায় গণহত্যা চালাবে, জনগণও আমাকে ভুল বুঝতে পারে। তারপর বঙ্গবন্ধু রাত বারোটার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ইপিআর-এর ওয়ারল্যাসের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণার ম্যাসেজটি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। রাত ৩ টার দিকে পাক বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে অজানা স্থানে নিয়ে যায়। অন্যদিকে পরের দিন ২৬ মার্চ বেলা ২ টা ৩০ মি চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম, এ, হান্নান বঙ্গবন্ধু প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রটি পাঠ করেন । পরের দিন অর্থাৎ ২৭ মার্চ সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন।

এবার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম পরিচালক যিনি স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠে জিয়াউর রহমানকে সহযোগিতা করেন সেই বেলাল মোহাম্মদের মুখ নিঃসৃত বয়ান জানা যাক। বেলাল সাহেব ২০১১ সালে আমেরিকায় আসেন বেড়াতে। নিউইয়র্কের জ্যকসন হাইটসে ঘাতক দালাল সংগঠনের উদ্যোগে এক আলোচনায় যোগ দেন। শুভ্র দাঁড়ি, মাথার চুল ও সাদা পোশাকে সুঠামদেহী বেলাল সাহেব বলেন, আমি কোন রাজনীতির সাথে জড়িত নই। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির তরফ থেকেও প্রস্তাব এসেছিল, ফিরিয়ে দিয়েছি। যতদিন বেঁচে থাকব, তত দিন সত্য কথা বলে যাব। আমরা কয়েকজন উৎসাহী হয়ে জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষক বিষয়ে প্রশ্ন করলে বেলাল সাহেব বিষয়টি পরিষ্কার করেন। তিনি বলেন, ২৬ মার্চ থেকে ই,পি,আর, এর অধিনায়ক মেজর রফিক সাহেব আমাদের বেতার কেন্দ্রের নিরাপত্তা দেওয়ার কথা দিয়ে উনি না আসায় আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম। কারন যে কোন সময় বিমান হামলা হতে পারে। তখন আমাদের মধ্যে একজন কর্মী বলেন, স্যার পটিয়ায় জিয়াউর রহমান নামে একজন মেজর আছেন, উনার কাছে গেলে হয়তো সাহায্য পাইতে পারি।

তারপর আবুল কাসেম সন্দীপকে সাথে নিয়ে আমরা ২৭ মার্চ সকালে বেতার কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পাহারা বসানোর উদ্দেশ্যে পটিয়ায় অবস্থানরত মেজর জিয়ার কাছে এ ব্যাপারে সাহায্য চাইতে যাই। সেখান থেকে আমরা জিয়াউর রহমানকে সাথে করে কালুরঘাট ফেরত আসি। সে দিন রাত ৮ টায় এক নূতন লিখিত ও সম্প্রসারিত বক্তব্যের মাধ্যমে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। কিন্তু তার একটু আগে জিয়া হেড অফ দ্যা গভর্মেন্ট বলে একটা ছোট ঘোষণা দিলে আমরা সকল সহকর্মীরা ছুটে এসে বলি, মেজর সাহেব এই ঘোষণায় দেশে-বিদেশে ভুল বুঝাবুজির সৃষ্টি হবে, বিদেশীরা মনে করবে সেনা বিদ্রোহ। একমাত্র রাজনৈতিক নেতৃত্বই ঘোষণা দিতে পারে। গতকাল বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন। আমি আজ সকালে চট্টগ্রাম থেকে ঘোষণা পত্রটি নিয়ে এসেছি। তারপরই জিয়া ভুল সুদরে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে উপরিউল্লিখিত স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রটি পাঠ করেন। এবার আমার নিজের স্মৃতি থেকে বলছি, আমি ৭১ সালে তখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। ২৫ মার্চের গণহত্যার পর দিন ২৬ মার্চে প্রাণে বেঁচে যাওয়া হাজার হাজার মানুষ ঢাকা ছেড়ে পালাচ্ছে। আমাদের নরসিংদীর আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের নেতা কর্মীরা টাউন হল মাঠে (বর্তমান পৌরসভা) লঙ্কর খানা খোলে ঢাকা থেকে পায়ে হেটে আসা হাজার হাজার অসহায় ও ক্ষুধার্ত মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আমি ও ছাত্রলীগের বড় ভাইদের সাথে থেকে তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত মানুষের সেবা করার সুযোগ পাই। এই দিন বিকাল ৩ টার দিকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম তার কয়েক সঙ্গী নিয়ে সড়ক পথে নরসিংদী হয়ে লঞ্চযুগে তার বাড়ি কিশোরগঞ্জ হয়ে আগরতলায় পৌঁছেন। যাত্রা পথে আমাদের টাউন হলের লঙ্গর খানায় আসেন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, পাক বাহিনী গণহত্যা চালাইতেছে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তিনি যুবকদের যুদ্ধে যাওয়ার আহবান জানিয়েছেন। সাথে আনা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সংবলিত সাইকোস্টাইলে লিফলেটের কয়েক হাজার কপি উপস্থিত মানুষ জনের মধ্যে বিলি করেন।

**নিরাপদ স্থানে চলে যেতে সকল সহকর্মী, ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ ও শেখ মনির প্রচন্ড চাপ ও অনুরোধ সত্বেও বঙ্গবন্ধু ধানমন্ডির ৩২নং বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজী হয়নি। তিনি তাদেরকে আশ্বস্থ করে বলেছিলেন, আমি যদি নিরাপদ স্থানে চলে যাই, পাক বাহিনী আমাকে না পেয়ে আরও হন্যে হয়ে অধিক মাত্রায় গণহত্যা চালাবে, জনগণও আমাকে ভুল বুঝতে পারে।**

জিয়াউর রহমান জীবিত থাকা অবস্থায় কোন দিন বলেননি যে তিনিই স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন অথবা জিয়াউর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী প্রয়াত লেঃ কর্নেল আকবর হোসেন, প্রয়াত লেঃ কর্নেল মীর শওকত আলী এবং জীবিত কর্নেল অলি আহমদ ও (বীর বিক্রম) জিয়ার জীবদ্দশায় কোন দিন দাবি করেননি যে জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন। জিয়া ১৯৭৩ সালে বিচিত্রা ম্যাগাজিন এর সহিত এক সাক্ষাৎকারে সু স্পটভাবে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণা দেওয়ার কথা বলেন এবং বঙ্গবন্ধুর উচ্চ প্রশংসা করেন। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরও জিয়া বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক হিসেবে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করছেন। জর্জ মেগাবাইন নামে নিউইয়র্ক টাইমসের এক সাংবাদিক ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত তার এক গ্রন্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, মুজিবের অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধারা তার নামের উপর যুদ্ধ করেছেন।

সে নাম ছিল এক মহামন্ত্র, আর সেই যাদুকরি মহামন্ত্র তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবের নামে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া সহ সমগ্র রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধারা ছিল উজ্জীবিত। দীর্ঘ নয়টি মাস আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুধু শেখ মুজিবের নামকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ও পরিণতি লাভ করেছিল। জেঃ ইয়াহিয়া খান স্বাধীনতার ঘোষণা ও দেশকে বিভক্ত করার অপরাধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার (বাকি অংশ ১৪ পাতায়)

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

# দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



Sheikh Salim
Attorney at Law

# Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

**এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ**

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

**এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি**

## Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
**Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428**

---

# বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

## আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

**81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373**
**Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com**

---

# Jumbo Travel, Inc.



*Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package*



## WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

**Ali A. Chowdhury**
*Managing Director*

**Tell: 718-267-9651**
**Cell: 917-478-7131**
**Faz: 718-267-1922**

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

# Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



**Mohammad Pier**
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
**Cell: 917-678-8532**

**Income Tax**
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

**Immigration Services**
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

*IRS e file*

**Real Estate**
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

**PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES**

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
**Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583**
Email: piertax@gmail.com

# মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

**OUR SERVICES**
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com




এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

# আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

**MONSUR CHOWDHURY**
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
**Tel: (718) 786-6611**
**Fax: (718) 786-6613**

# INSURANCE
## New/ Renewal

- AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
- FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
- COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
- CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.



**BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED**

## TDS Insurance Brokerage Corp.

**Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311**

**BROOKLYN OFFICE**

118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

## Empire Accounting & Tax Co.



### আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

**ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি**

❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

**37-03 61st Street, Woodside, NY 11377**
**Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678**
**Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm**

**President: Mohammed Rezaul Karim**
*M.Com. (Accounting), M.S.Ed.*
*23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States*
*Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.*
*নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা*
*Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা*

## শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
**267-249-7687,**
**610-352-7123**

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষনড়ৎড়ঁমষ জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎন্ন, চঅ ১৯০৮২

## বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
## banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

## যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

**বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?**

**ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।**




## Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
**Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249**

## নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

## Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

## SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?




Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

## DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।




BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

## Omni Realty
The Realty People



Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

# Highland Medical Care, PLLC



**Nazmul H. Khan, MD, FACP**

Board Certified in Internal Medicine

**Address**

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

**BRONX OFFICE**
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

**JACKSON HEIGHTS OFFICE**
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



**DR. WALI KHAN**
D.D.S.



**DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.**

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



**আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা**

**QUEENS DENTAL CARE**
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

**BRONX OFFICE**
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।




WELCOME TO
Your Medical Home

**SABOOR WAIZUN MEDICAL PC**
Caring For Your Health
**INAMULHAQUE M SABOOR,MD**
Board Certified Internal Medicine
**USCIS Designated Civil Surgeon**

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

**Office Hours**
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

**ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি**

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

# Vital Accounting Inc.

**File your Tax** with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



**Atikur Rahman**
*Masters in Economics*
*MBA (Accounting), MAFM*
**Tel: 718-820-2212**

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

**Income Taxes & Immigration**

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

**RASHID ENTERPRISE**
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেট্রোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

## রোজার প্রস্তুতি সর্বত্র

(শেষের পাতার পর)

জনপার্কের আল আমান জামে মসজিদ, ব্রুকলীনের বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার, বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদ, এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদ, শাহ-জালাল মসজিদ, ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ, ম্যানহাটানের মদিনা মসজিদ প্রভৃতি মসজিদ সূত্রে জানা গেছে এসকল মসজিদে রমজানের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

অপরদিকে জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস, ব্রুকলীন, ব্রঙ্কস, ওজনপার্ক প্রভৃতি এলাকার গ্রোসারী স্টোগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে নিত্য প্রয়োজনী অনেক জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে পবিত্র রমজানের আগে ইফতারী সামগ্রীর বিভিন্ন আইটেমের মুল্য বেড়ে যাওয়ায় জনমনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। একাধিক ক্রেতা জানান, চাল-ডাল, তেল, পিয়াজ ছাড়াও খেজুর সহ ইফতারী সামগ্রীর মুল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ অন্যান্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রোসারী ও সুপার মার্কেটগুলোর মালিক সহ বাংলাদেশী আমদানীকারগণ বলেন, মূলত: করোনা পরিস্থির কারনে বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্য সামগ্রী আমদানী কমে যাওয়ায় অনেক জিনিসের দাম বেড়ে গেছে। তাছাড়া যেসকল দ্রব্য আমদাণী হচ্ছে তাতে ব্যয়ও বেড়েছে।

**ভ্রমণ**

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

**বাংলা ট্যুর**

**৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯**

**Afzal Hossain MD**
**Ashwad Afzal MD, FACP**
**Sanjeev Palta MD, FACC**

Board certified in Internal Medicine

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Cardiology

**We perform tests in the office:**

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

**We provide Vaccines for:**
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

**Office Hours**
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

**FREE CONSULTATION!!!**
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT

Authorized IRS e-file Provider

IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

**TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC**
**IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO**
**ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী**

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

**পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা**

**জয় ক্যাটারিং মেন্যু**

**প্যাকেজ -১**
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
**$ 7.00**

**প্যাকেজ-২**
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
**$ 8.00**

**প্যাকেজ-৩**
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
**$10.00**

**প্যাকেজ-৪**
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
**$11.00**

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
**Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278,** Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
**Tel: 646-559-7527**

## ২৩ কোটি টাকার লটারি জিতল বাংলাদেশী

(শেষের পাতার পর)

নিয়ে আসছেন বাংলাদেশের শাহেদ আহমেদ মৌলভিফায়েজ। অবশেষে এত দিন পর তাঁর অধরা ভাগ্য ধরা দিল হাতে। গতকাল শনিবার এই র ্যাফেল ড্রতে প্রথম পুরস্কার এক কোটি দিরহাম জিতেছেন প্রবাসী এই বাংলাদেশি। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ২৩ কোটি টাকারও বেশি।

৫৫ বছর বয়সী শাহেদ আহমেদ মৌলভিফায়েজ আবুধাবির আল আইন এলাকায় থাকেন। একটি গ্যারেজের মালিক তিনি। শাহেদ আহমেদ বলেন, 'আমি খুব খুশি। এই প্রথম আমি জিতেছি। টিকিটটি আমি নিজেই কিনেছি। এতে কারও অংশ নেই। আমাদের জীবনই পাল্টে যাবে।'

শাহেদ আহমেদ জানান, এই অর্থ দিয়ে তিনি দেশে থাকা তাঁর স্ত্রী, তিন মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে চান। এ ছাড়া দেশে একটি বাড়ি করারও ইচ্ছা আছে তাঁর। আবুধাবির ব্যবসা বড় করবেন, ছেলের পড়াশুনায় খরচ করবেন।

শাহেদ আহমেদের বাড়ি চট্টগ্রামে। ১৫ বছর বয়সে আবুধাবিতে পাড়ি জমান তিনি।প্রায় ৪০ বছর ধরে সেখানে আছেন। আবুধাবিতে তাঁর সঙ্গে তাঁর এক ছেলে (২৫) থাকেন।

শাহেদ আহমেদ বলেন, 'গাড়রি গ্যারেজের আয় থেকে মাথার উপর একটি ছাদ আছে আমাদের। আমার বাচ্চাদের পড়াশোনা করাতেও সক্ষম হয়েছি। তবে এই অর্থ এখন আমাদের জীবন বদলে দেবে। আরও আরামদায়ক জীবন হবে।' তিনি বলেন, ভাগ্য এক সময় ধরা দেবে এই আশাতেই বছরের পর বছর ধরে লটারির টিকিট কিনে গেছেন তিনি।

১৯৯২ সালে আবুধাবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রথম চালু হয় এই বিগ টিকিট রাফেল ড্র। এই রাফেল ড্রর মাধ্যমে ১০টি পুরস্কার দেওয়া হয়, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০ লাখ দিরহাম জিতেছেন বাহরাইন থেকে আসা ভারতীয় প্রবাসী রমণ মোহন। সূত্র: গালফ নিউজ

## তিন ভাইকে পাশে নিয়ে

(প্রথম পাতার পর)

ফেসবুক লাইভে এসে মামুনুল হক দাবি করেন, ওই নারীর স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর তিনি তাকে বিয়ে করেছেন। এ সময় মামুনুলের সঙ্গে তার তিন ভাই উপস্থিত ছিলেন।

লাইভে দেওয়া বক্তব্যে সমর্থকদের উত্তেজনা না ছড়িয়ে শান্ত থাকার আহ্বান জানান তিনি।

মামুনুল হক বলেন, টানা পরিশ্রমের কারণে আমার একটু বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। এ কারণে আজ সেখানে গিয়েছিলাম। সঙ্গে আমার দ্বিতীয় স্ত্রী ছিল। পুলিশ আমার থেকে যাবতীয় তথ্য নিয়ে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে। আমার দ্বিতীয় স্ত্রী আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাবেক স্ত্রী ছিলেন। তাদের দুটি সন্তানও আছে। এরপর পারিবারিকভাবে আমি তাকে বিয়ে করি।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে মামুন বলেন, সেখানে স্থানীয় কিছু সংবাদকর্মীদের সঙ্গে কিছু যুবলীগ ও সরকারদলীয় লোক আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছেন। তারা লাইভ ভিডিওর মাধ্যমে হামলা ও আক্রমণ করেছেন। দেশের মানুষ আমার বক্তব্য সেখানেও শুনেছে ও দেখেছে। এরপর সেসব ভিডিও ভাইরাল হয়ে যাওয়ায় স্থানীয় ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা ওই রিসোর্টে এসে আমাকে উদ্ধার করে। তারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। আমি জনতাকে শান্ত করি ও তাদের নিয়ে স্থান ত্যাগ করি। আমি আহবান করবো এই বিষয় নিয়ে কেউ বিভ্রান্তি ছড়াবেন না। সবাই শান্ত থাকুন। জানমালের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করবেন না। এটাই আমার অফিসিয়াল বক্তব্য।

এ সময় মামুনুল হকের সঙ্গে ছিলেন তার বড় ভাই হাফেজ মাহমুদ, হাফেজ মাহবুব ও মাওলানা মাহফুজুল হক।

## মামুনুল হককে নিয়ে তোলপাড়

(প্রথম পাতার পর)

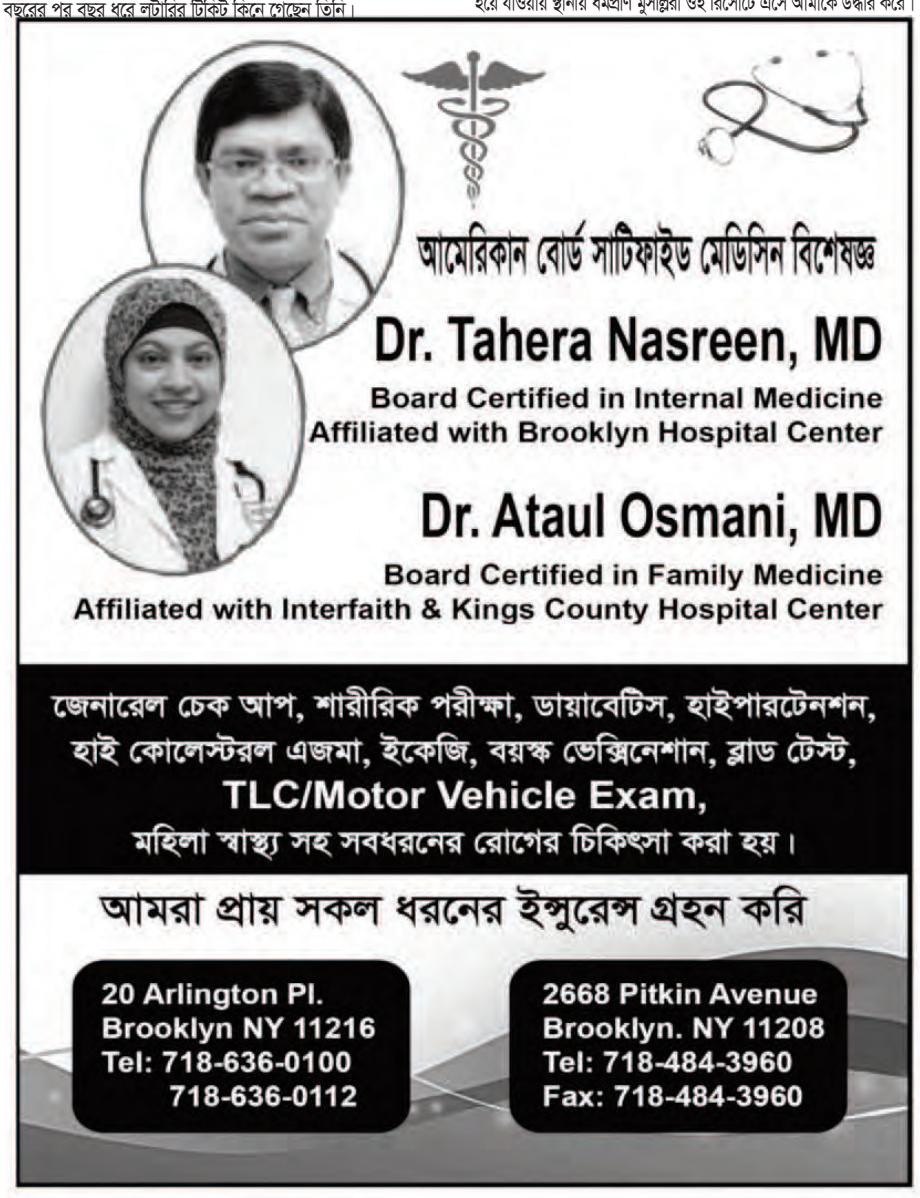
দ্বিতীয় স্ত্রী আমিনা তৈয়ব। অন্যদিকে, স্থানীয় সংবাদকর্মীদের উপস্থিতিতে মাওলানা মামুনুল হককে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদকালে পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয় ছাত্রলীগ-যুবলীগ কর্মীরা মিছিল বের করেন এবং রিসোর্টটি ঘেরাও করে রাখেন। সন্ধ্যার পর হেফাজতের নেতা-কর্মীরা ওই রিসোর্টে ভাঙচুর চালান এবং মাওলানা মামুনুল হক ও ওই নারীকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। এ বিষয়ে জানতে চাইলে নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জায়েদুল আলম বলেন, আমরা বিষয়টি পর্যবেক্ষণে রাখছি।

সন্ধ্যার আগে সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) তবিদুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, এখানে মামুনুল হক একজন নারীকে নিয়ে উঠেছেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই নারীকে তিনি তার দ্বিতীয় স্ত্রী বলে দাবি করেছেন। বিষয়টি আমরা তদন্ত করে দেখছি। পরে বিস্তারিত জানানো হবে। এই খবর পেয়ে এলাকার লোকজন ও ছাত্রলীগ-যুবলীগের কিছু নেতা-কর্মী তার কক্ষটি ঘিরে রাখেন। খবর পেয়ে পুলিশও আসে। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এখানে রয়েছেন। পুলিশ সুপারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও এসেছেন।

জানা গেছে, মাওলানা মামুনুল হককে ঘেরাওয়ের খবরে স্থানীয় সংবাদকর্মীরা 'রয়েল রিসোর্ট' নামে ওই অবকাশ যাপন কেন্দ্রটিতে ছুটে যান। সেখানে মামুনুল সংবাদকর্মীদের বলেন, আমার বক্তব্য পরিষ্কার, আমরা এখানে একটু রিফ্রেশমেন্টের জন্য এসেছিলাম। এখানে অনেক উচ্ছৃঙ্খল লোক এসেছে। আপনারা দেখেছেন। আমি তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেব। স্থানীয় আলেমদের কাউকে জানিয়ে তিনি এখানে এসেছেন কি না, জানতে চাইলে মামুনুল বলেন, না, আমি জানাইনি। যেখানে যাই মানুষজন ভিড় করে। এ জন্য আমি একটু আলাদা করে এসেছিলাম।

সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে রিসোর্টে হামলা চালিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নেন হেফাজত কর্মীরা। মামুনুল হককে অবরুদ্ধ করা হয়েছে এ খবরে হেফাজতের হাজারো কর্মী মিছিল নিয়ে রিসোর্টে আসেন। এ সময় রিসোর্টে ব্যাপক ভাঙচুর চালান তারা। এরপর তাকে উদ্ধার করে পাশের একটি মসজিদে নিয়ে যান। এ সময় রিসোর্টের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন সোনারগাঁ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আতিকুল ইসলাম, এসিল্যান্ড গোলাম মোস্তফা মুন্না, নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) টিএম মোশাররফ হোসেন, সোনারগাঁ থানার ওসি (তদন্ত) তবিদুর রহমানসহ স্থানীয় সাংবাদিকরা।

পরে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) মোশাররফ হোসেন বলেন, জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মাওলানা মামুনুল হককে থানায় নেওয়ার পথে রিসোর্টে হামলা চালান হেফাজতের কর্মীরা। পরে মামুনুল হককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। সেখানে হামলা চালিয়ে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যান হেফাজতের কর্মীরা।







# নবীজির অনুসরণে মুসলিম জাতির

(শেষের পাতার পর)

মুখে পড়বে। অথচ এই ধারণা নিতান্তই ভুল। তারা মারাত্মক প্রতারণার মধ্যে আছে। ইসলাম কখনোই মানুষের অধিকার নষ্ট করে না, তাদের যোগ্যতা ও উন্নতির পথে অন্তরায় হয় না। ইসলাম সমাজের সব শ্রেণির অধিকার সংরক্ষণ করে, তার অবস্থান ও মর্যাদার মূল্যায়ন করে ন্যায় ও ভারসাম্যের সঙ্গে, নৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের মাধ্যমে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। মানবরচিত বিধি-বিধান থেকে ইসলাম সম্পূর্ণ আলাদা।

বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেসব নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে তার পরিণতি ধ্বংসাত্মক। বাহ্যত তা সুন্দর হলেও ভেতরটা খুবই কুসিত। অদূরদর্শী ও সরলপ্রাণ মানুষ তার বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চমক দেখে ধোঁকায় পড়ে যায় এবং বাহক ও রক্ষকে পরিণত হয়। অথচ পরিণতি বিবেচনা করলে তা খুবই ভয়াবহ। বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখিয়ে সে তার অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তৎপর হয়। তা হলো অন্যায় সুবিধা গ্রহণ, মানুষের ওপর অবিচার করা, অপরাধীদের প্রশ্রয় দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের এ বীভৎস চেহারা দেখে না বলে তা থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা করে না।

ইসলাম এসব শাসনব্যবস্থার মুখোশ উন্মোচন করে, কুসিত চেহারার পর্দা সরিয়ে দেয়, স্পষ্ট বলে দেয় এসব অপরাধ। ফলে যারা ধোঁকা ও প্রতারণার মধ্যে পড়ে ছিল, তাদের হুশ ফেরে, তারা দেখতে পায় সমাজ নিয়ন্ত্রণকদের চেহারায় আমিত্ব, অবৈধ উপার্জন, অন্যায় সুযোগ গ্রহণ ও অপরাধের কত দাগ রয়েছে। এরপর ইসলাম প্রকৃত মানুষের চেহারাও তাদের তুলে ধরে, তাদের বলে আল্লাহ মানবজাতিকে এত উঁচু মর্যাদা দান করেছেন অন্য কোনো সৃষ্টি তার অংশীদার হতে পারে না। ইরশাদ হয়েছে, 'আমি মানবজাতিতে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম জীবিকা দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের বহুজনের ওপর তাদের দিয়েছি শ্রেষ্ঠত্ব।' (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৭০)

মৌলিক অধিকারের বিচারে ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে একই কাতারভুক্ত করে। তার অন্তরে এ সত্য প্রতিস্থাপন করে যে তোমরা সবাই এক আদমের সন্তান এবং তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি আল্লাহভীতি। যদি আল্লাহভীতিতে কোনো মানুষ পিছিয়ে থাকে, তবে আরবের ওপর অনারবের এবং অনারবের ওপর আরবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মানব! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের ভেতর আল্লাহর কাছে সেই বেশি সম্মানিত যে বেশি আল্লাহভীরু। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত এবং সব কিছুর খবর রাখেন।' (সুরা : হুজুরাত, আয়াত : ১৩)

ইসলামের সাম্যনীতির কারণে যখন সর্বশ্রেণির মানুষকে এক কাতারে দাঁড়াতে দেখা যায় এবং তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসেবে শুধু আল্লাহভীতিকে অনুমোদন দেওয়া হয়, তখন অন্যান্য মতাদর্শকে পুঁজি করে যারা অন্যায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত তাদের ভয়ংকর ও কুসিত চেহারা প্রকাশ পেয়ে যায়। তাদের কায়েমি স্বার্থ হুমকির মুখে পড়ে, ফলে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় ব্যস্ত হয়। ইসলাম শুধু তাদের মুখোশ উন্মোচন করে না, বরং শোষণ ও জুলুমের হাতিয়ার সব মন্ত্র-তন্ত্রের পরিবর্তে সাম্য ও ন্যায়ের বাহক ইসলামকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছে। মুখোশধারী জুলুমবাজরা আরো বেশি অসহায় বোধ করে যখন আল্লাহ নির্দেশ দেন, 'রাসুল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন তা ধারণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা পরিহার করো।' (সুরা : হাশর, আয়াত : ৭)

ইসলাম রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তাঁর জীবনে রয়েছে মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা। তিনি তাঁর জীবন, আদর্শ, চরিত্র, কথা, কাজ, ইঙ্গিত ও নির্দেশাবলির মাধ্যমে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিশদভাবে মানবজাতিকে সর্ববিষয়ে পথ প্রদর্শন করেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'রাসুলের জীবনে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন কল্যাণ কামনা করে এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ২১)

কোনো মানুষ তাঁর পবিত্র জীবনের অনুসরণ করলে এবং আদর্শের আলোকে জীবন সাজালে তার সাফল্য ও সৌভাগ্য নিশ্চিত। মুসলিম জাতি তাঁর পবিত্র জীবনকে ধারণ করতে পারলে কোনো মানুষ ইসলামকে ঘৃণা করতে পারবে না, ইসলামের ব্যাপারে তাদের কোনো অসন্তোষ থাকবে না। কেননা ইসলামের প্রায়োগিক ও প্রকৃত রূপ মানবপ্রকৃতির অনুকূল। আর মানবপ্রকৃতি নিজের অনুকূল বিষয়ে শান্তি ও আত্মিক প্রশান্তি খুঁজে পায়। মানবপ্রকৃতি ও মানবাধিকার রক্ষার চিরন্তন পথপ্রাপ্তির পর শুধু কারা ইসলামের বিরোধিতা করবে? কারা এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাবে? তারাই করবে যারা বৃহত্তর স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয় এবং মানবিক মূল্যবোধের বিপরীতে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। যারা সামান্য স্বার্থের জন্য সত্য বিসর্জন দিতে পারে এবং সত্য গোপন করে তার ওপর কালিমা লেপন করতে পারে। যারা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ চিন্তা করতে পারে না।

যারা ইসলামের ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণ করে তাদের প্রতি আহবান থাকবে আপনারা ইসলাম অনুসরণ করে দেখুন। এতে মানব হৃদয়ের বিস্ময়কর প্রশান্তি ও আনন্দ, অন্তরের প্রফুল্লতা ও নির্ভরতা রয়েছে। মুসলিমরা মহান স্রষ্টার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার ভেতর বসবাস করে। প্রশান্তি ও নির্ভরতার জায়গা থেকে সম্পদ, ক্ষমতা ও জীবন আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে। এমনকি তারা নিজেদেরকে পার্থিব ক্ষমতা ও সম্পদ থেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে। জীবনের চরম দুর্দিনেও তারা হতাশ হয় না, জীবনের স্বাদ হারিয়ে ফেলে না এবং তার ওপর অর্পিত দায়িত্বও ভুলে যায় না। আল্লাহ সবাইকে ইসলামের প্রকৃত রূপ দর্শন ও তার কল্যাণ লাভের তাওফিক দান করুন। আমিন।

তামিরে হায়াত থেকে ভাষান্তর : আবদুল মজিদ মোল্লা

# মানসিক রোগ বাইপোলার হাইপোম্যানিক

(শেষের পাতার পর)

থাকেন তাদেরকে বাসা বাড়িতে রেখে চিকিৎসা দেয়া সম্ভব নয়, কিন্তু যারা হাইপোম্যানিক (কম তীব্র) তাদের চিকিৎসা বাসা বাড়িতেই সম্ভব। হাইপোম্যানিক রোগীরা হয় নিজে আসবেন আত্মীয়ের সঙ্গে অথবা আত্মীয়-স্বজন বুঝিয়ে সুজিয়ে বা জোরাজুরি করে নিয়ে আসবেন। রোগীর বেশভূষা ভালই থাকবে। অনেক সময় অতিরিক্ত সাজগোজও থাকতে পারে। স্মার্ট, ড্রেস আপ, লুকিং থাকতে পারেন ক্ষেত্র বিশেষে। গাঢ় লাল জাতীয় রং এর ছড়াছড়ি থাকে লুকে।

প্রাথমিক কথোপকথনে অসংগতিটা আপনার কাছে (নন-সাইকিয়াট্রিস্ট) খুব একটা ধরা পড়বে না; কিন্তু আপনি যতই তার সঙ্গে গল্প, আলাপ চালিয়ে যাবেন ততই তার লক্ষণগুলো সুন্দরভাবে আপনার নিকট ফুটে উঠবে।

চেম্বারে বসেই তিনি হয়তো বলতে পারেন, 'স্যার দেখুন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু উনারা আমাকে জোর করে অসুস্থ বা পাগল সাজিয়ে এনেছেন। আচ্ছা স্যার আপনার কি মনে হয় আমি অসুস্থ?' রোগীর সঙ্গে খুব সাবধানি হয়ে কথাবার্তা চালিয়ে নিতে হয়। আগ্রহ নিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে হয়। তার সব কথা শুনতে হয়। হতে হয় একজন ভালো শ্রোতা। এতে করে ধীরে ধীরে তার মনের অবস্থাটা পরিষ্কারভাবে ভেসে উঠবে।

কথাবার্তায় ছোটখাটো প্রশংসা করলে ভালো হয়, যেমন 'আপনিতো বেশ স্মার্ট', 'বেশ যৌক্তিক, জ্ঞানী'। তার সঙ্গে তর্ক করা কখনো সমীচীন হবে না। যদিও তিনি অনেক কিছু বলতে পারেন, যা ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞান, সামাজিক আচার আচরণের মধ্যে পড়বে না। কিন্তু ধৈর্য সহকারে তার কথাগুলো শুনতে হবে, ঠান্ডা থাকতে হবে এবং ঠান্ডা রাখতে হবে।

মাঝেমধ্যে বাইপোলার হাইপোম্যানিক পেশেন্টের কথাবার্তা, যুক্তিতর্ক এতোটা চমৎকার হয় যে, যা আপনাকে মোহিত, দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলবে। তাকে, আপনার একজন মহামানব, পীর, আওলিয়া বা দরবেশ মনে হতে পারে, কিংবা মনে হতে পারে নিশ্চিত কোনো দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক।

তিনি হয়তো আইনস্টাইনের কোন থিওরির ফলেসি গড়গড় করে বলতে থাকবেন, কিংবা স্যার আইজ্যাক নিউটনের তৃতীয় সূত্রের ফলেসি নিয়ে আলাপ জমিয়ে আপনাকে প্যাঁচে ফেলে দিতে পারেন। অথবা তিনি এও বলতে পারেন, তার সঙ্গে জ্বীন, পরী, আজরাইল এর সঙ্গে রোজ আলাপ হয়, তারাই তাকে এসব জ্ঞান বাতলে দেন। তারা তাকে গায়েবি ক্ষমতা প্রদান করে দিয়ে যান রোজ রাতে।

তিনি বলতে পারেন, 'তার রয়েছে ঐশ্বরিক একটা শক্তি যা দিয়ে তিনি পার্থিব সব কিছু আগাম বুঝতে পারেন'। এমনও হতে পারে তিনি আপনাকে অবাক করে দিয়ে তার চমৎকার সুললিত কণ্ঠে একটি রোমান্টিক গান বা স্বরচিত কবিতা পরিবেশন করে আপনাকে স্তম্ভিত করে দিতে পারেন!

আর কিছু লক্ষণ থাকে যেমন, ঘুম একেবারে কমে যেতে পারে, কেনাকাটা বেড়ে যেতে পারে, ঝুঁকিপূর্ণ চাকরি করতে পারেন, বিপজ্জনক সম্পর্কে জড়াতে পারেন, মারাত্মক অর্থের অপচয় শুরু করে দিতে পারেন, নিজ পরিবারে ব্যয় নির্বাহের ক্ষমতা আদৌ নেই কিন্তু অন্যেকে উজাড় করে সব দিয়ে দেউলিয়া হয়ে যান, তার কথাবার্তা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে অগোছালো হয়ে যেতে পারে। নিজেকে মহামানব, বা ক্ষমতাধর বলেও দাবি করতে পারেন।

যাইহোক আগেই বলেছি, যতদূর সম্ভব তাকে শান্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। দ্রুত সাইকিয়াট্রিস্ট এর শরণাপন্ন হতে হবে।

একটা কথা আপনাকে মনে রাখতে হবে তার সঙ্গে কখনই তর্ক বা ঝগড়া শুরু করা যাবে না। তার লাইনেই তার সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে হবে। উদ্দেশ্য হবে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে আনা।

সাইকিয়াট্রিস্ট তাকে শান্ত করবেন। তার যুক্তিতর্ক, বক্তব্য সব কিছুই শুনবেন। বিবেচনা করবেন পারিপার্শ্বিক সবকিছু। পারিবারিক ইতিহাস নিবেন। সর্বোপরি টার্গেট হবে তাকে কোনোমত ঔষধ খাবার ব্যাপারে উৎসাহিত করা। নিশ্চিত করবেন রোগী যাতে ঔষধ সেবন করেন।

বাইপোলার মুড ডিসওর্ডার রোগটি অনেক সময় এপিসোডিক আকারে দেখা দিয়ে থাকে। (বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে, অল্প কদিনের জন্যে)। মুড স্ট্যাবিলাইজার মেডিসিন দিয়ে ব্রেইনের ডোপামিন নিউরোট্রান্সমিটার এর মাত্রা একটা ব্যালেন্স পর্যায়ে নিয়ে আসেন সাইকিয়াট্রিস্টরা। অনেক ধরনের মুড স্ট্যাবিলাইজার আবিষ্কৃত হয়েছে। নিয়মিত ঔষধ খেলে এই বাইপোলার রোগ নিরাময় হয়। ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে বেঁচে যায় একটি পরিবার।

লেখক: ডা. সাঈদ এনাম, (ডিএমসি, বিসিএস)। সাইকিয়াট্রিস্ট, সহকারী অধ্যাপক, সিলেট মেডিকেল কলেজ। ইন্টারন্যাশনাল ফেলো, আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন। ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েট মেম্বার, রয়েল কলেজ অব সাইকিয়াট্রিস্ট ইংল্যান্ড।


## এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

| | |
|---|---|
| উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন | ৯১৭৬০৫৪৫৬৬ |
| উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা | ৯১৭৬৮৩৩০৫৯ |
| ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা | ৯১৭২১৬৬৭৫০ |
| করোনা-সহভাগিতা | ৯১৭৩৯২৬৭৭৩ |
| করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা | ৬৪৬৩৯৯৩৮১২ |
| জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল | ৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩ |
| জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট | ৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩ |
| ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল | ৬০৩৮২০০৬৪৯ |
| সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস | ৭১৮৩৯২০০১১ |
| হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন | ৭১৮৭৩৯০৮৮০ |

## এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

**একাউন্টিং**

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

**ইমিগ্রেশন**

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

**SNS Authorized *IRS e file* Provider**

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা। আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

**যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ূম**

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

## Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল' ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

## ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
**বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার**



**স্থান পরিবর্তন**

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট
১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

## ইনকাম ট্যাক্স
**INCOME TAX**

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

**দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত**

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

**প্রাইম ব্রোকারেজ**

যোগাযোগঃ *আবুল কালাম*
T: **718-274-1908**, F: **718-728-2293**
email: **primebrokerage34@gmail.com**
৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা **Instructor** দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

## পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

**OPEN 7 DAYS**

**6 Hours DDC Class Good For TLC**



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call
**718-426-9453, 917-301-2063**

**Popular Driving School Inc.**
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে




## Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

**TEL. 929-208-0602**

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

# বিশ্বে করোনায় মৃত্যু সাড়ে ২৮

(প্রথম পাতার পর)

দুই কোটি ২৬ লাখ ৫৫ হাজার ৯৪৯ জন।

সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে সুস্থ হওয়ার হার ৯৭ শতাংশ এবং মারা যাওয়ার হার ৩ শতাংশ। বিশ্বে বর্তমানে করোনায় আক্রান্তদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় রয়েছে ৯৭ হাজার ৬১৪ জন এবং বাকিদের অবস্থা স্থিতিশীল।

বিশ্বে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সে দেশে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছে তিন কোটি ১৩ লাখ ১৪ হাজার ৬২৫ জন এবং মারা গেছে পাঁচ লাখ ৬৭ হাজার ৬১০ জন ।

বিশ্বে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্রের পর যথাক্রমে রয়েছে- ব্রাজিল, ভারত, ফ্রান্স, রাশিয়া, ব্রিটেন, ইতালি, তুরস্কে, স্পেন ও জার্মানি।

ভারতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক কোটি ২৩ লাখ ৯১ হাজার ১২৯ জন এবং মারা গেছে এক লাখ ৬৪ হাজার ১৪১ জন। ব্রাজিলে আক্রান্ত হয়েছে এক কোটি ২৯ লাখ ১২ হাজার ৩৭৯ জন এবং মারা গেছে তিন লাখ ২৮ হাজার ৩৬৬ জন।

# এবার ট্রাম্পের কণ্ঠে পোস্ট করা

(প্রথম পাতার পর)

ফেলবে তারা। যেসব অ্যাকাউন্ট থেকে ট্রাম্পের এ ধরনের কনটেন্ট শেয়ার করা হবে, সেসব অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রেও বাড়তি বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজের কন্ট্রিবিউটর লারা ট্রাম্প ফেসবুকের পাঠানো সেই মেইলের স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন। মেইলে বলা হয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টগুলোতে যে ব্লক রাখা হয়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কণ্ঠে পোস্ট করা অন্যান্য কনটেন্টও সরিয়ে ফেলা হবে। এটি সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টকেও বাড়তি বিধিনিষেধের মুখে ফেলে দেবে।

এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষিদ্ধ হন সাবেক এ মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ক্যাপিটল হিলে হামলায় উসকানি দেওয়ার ঘটনায় তাকে নিষিদ্ধ করা হয়।

নিজেদের অফিসিয়াল কাজকর্ম করতে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্টলেডি মেলানিয়া ট্রাম্প নতুন করে নতুন ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন। এর নাম দিয়েছেন ৪৫অফিস ডটকম।

নতুন ওয়েবসাইটটি সাবেক প্রেসিডেন্টের দীর্ঘ একটি জীবনী দিয়ে শুরু হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে– 'ডোনাল্ড জে. ট্রাম্প ইতিহাসের সবচেয়ে অসাধারণ রাজনৈতিক কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক যুগের পরিসমাপ্তি ঘটান, ওয়াশিংটনে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে পরাজিত করেন এবং সত্যিকারের বহিরাগত হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।'

# হাজব্যান্ডের সাথে এসে কোনো অন্যায়

(প্রথম পাতার পর)

জন্য এখানে [রয়েল রিসোর্টে] এসেছিলাম। লাঞ্চ করে একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম। শনিবার অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে উদ্ধার হওয়ার পর পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে তিনি এসব কথা বলেন।

নিজেদের মধ্যে একান্তে সময় কাটাতে সোনারগাঁয়ের ওই রিসোর্টে গিয়েছিলেন বলে জানান মামুনুল হকের দ্বিতীয় স্ত্রী আমিনা তৈয়বা। তিনি পুলিশকে বলেন,তার বাড়ি ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা। বাবার নাম ওয়ালিউর রহমান।

শনিবার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের রয়েল রিসোর্টে মামুনুল হকের সঙ্গে অবরুদ্ধ হন তিনি। রিসোর্টটিতে ধারণ করা একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

এসময় তাকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি তো আপনার হাজব্যান্ডের সঙ্গেই আসছেন? তিনি

তখন তিনি বলেন, আমার হাজব্যান্ড ঠিক আছে, কিন্তু আমার হাজব্যান্ড তো আর আট-দশটা হাজব্যান্ডের মতো না। আমি সবার সামনে যেতে পারি না । আমরা ইচ্ছা করলে সবসময় সব জায়গা যাওয়ার সুযোগও হয় না।

এখানে কেন এসেছেন- এমন প্রশ্নের পাল্টা উত্তর দেন আমিনা। তিনি বলেন, হাজব্যান্ডের সাথে সবজায়গায় যাওয়া যায় এটা কোনো অন্যায় নয় ।মানুষ তো বিদেশেও ঘুরতে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোনারগাঁওয়ের রয়েল রিসোর্টের ৫০১ নম্বর কক্ষে স্ত্রীসহ মামুনুল হককে অবরুদ্ধ করে স্থানীয় যুবলীগ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। পরে পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে।

এদিকে হেফাজতকর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে গিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও মহাসড়ক অবরোধ করে। পরে তার মামুনুল হককে তাদের হেফাজতে নিয়ে আসে।

এদিকে রিসোর্টের খাতায় গেস্টের নামের স্থানে লেখা রয়েছে মো. মামুনুল হক ও আমিনা তৈয়বা। রুম নং ৫০১। এ সময় রিসোর্টে প্যাকেজ নেন উন্টার। রুম ভাড়া ৫ হাজার এবং খাবার খরচ ৩ হাজার টাকা। এছাড়াও মামুনুল হকের এনআইডি কার্ডের কপিও পাওয়া যায়। রিসোর্টে প্রবেশের সময় লেখা হয় দুপুর ৩টা।

ঘটনাস্থলে যাওয়া নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার টি এম মোশাররফ হোসেন জানান, জানমালের ক্ষতি কমাতে মামুনুলহককে দ্রুত উদ্ধার করে নিরাপদে তুলে দেয়া হয় হেফাজতকর্মীদের হাতে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখতে এটা করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জায়েদুল আলম বলেন, মাও-লানা মামুনুল হক নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থানাধীন রয়েল রিসোর্টের একটি কক্ষে অবস্থান করেছেন- এমন খবরে স্থানীয় লোকজন সেখানে আসে। এর পরেই খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে যায়।

মাওলানা মামুনুল হক পুলিশকে জানিয়েছেন, সাথে থাকা নারী তার দ্বিতীয় স্ত্রী। পরে পুলিশ তাকে নিরাপত্তা দিয়ে সেখান থেকে উদ্ধার করেছে।

DHAKA CITY APARTMENT
FOR SALE

3 bedrooms, 3 bathrooms,
kitchen, dining, 3 balconies
1200 sq ft (corner plot)
Location: Road #5, Block C,
House #39
Bonasree, Rampura,
Dhaka 1219
Contact No:
718-496-5455
718-838-0972
**Great schools,
mosques, banks nearby**

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com





# মিডিয়ার সহযোগিতা চাইলের সাবুল

(শেষের পাতার পর)

হিসেবে বাংলাদেশী কমিউনিটির ছাড়াও অন্যান্য কমিউনিটিতে পরিচিত থাকায় তার জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন। ইতিপূর্বে তিনি নিউইয়র্ক ষ্টেটের অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর জুডিশিয়াল ডেলিগেটের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি এই আসনের অল্টার্নেট ডেলিগেট। উল্লেখ্য, আগামী ২২ জুন ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ স্টার কাবাব রেষ্টুরেন্টে রোববার (৪ এপ্রিল) দুপুরে আয়োজিত মিট দ্যা প্রেস অনুষ্ঠানে সাবুল উদ্দিন তার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কর্মসূচীর কথা জানান। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির আগামী মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী এটর্নী অ্যারন ফলডিনারো উপস্থিত থেকে সাবুল উদ্দিনকে সমর্থন দেন এবং নিজের জন্যও সমর্থন কামনা করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মোহাম্মদ সাবুল উদ্দিনের ক্যাম্পেইন ম্যানেজার রস জিয়াটিনো স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও তার সমর্থনে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও বর্তমান সভাপতি এবং এবি টিভির এমডি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকার সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাসিত খান বুলবুল, কমিউনিটি বোর্ড-১২ এর নব মনোনীত সদস্য আনাফ আলম, ফ্রেন্ডস সোসাইটির সহ সাধারণ সম্পাদক ও এবি টিভি'র সিইও রিজু মোহাম্মদ।

আসাল, জেএসসি, বাগ, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি সহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত সাবুল উদ্দিন তার বক্তব্যে কমিউনিটির সেবা বিশেষ করে শিক্ষা, হালাল খাবার, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রভৃতি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করার ঘোষণা দেন। পরে তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

# লকডাউনে বাংলাদেশ

(প্রথম পাতার পর)

করেন। বাস, ট্রেন, লঞ্চ টার্মিনাল এলাকায় গতকাল বিকাল থেকে ছিল উপচে পড়া ভিড়। লকডাউনের প্রস্তুতি নিয়ে শনিবার বিকালে ভার্চুয়াল মিটিং করেছেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। এ সময় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও সচিব, আইজিপি, এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএসহ সব ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা অংশ নেন। দীর্ঘক্ষণ চলা এই বৈঠক বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়। বৈঠকে নেওয়া সুপারিশগুলো প্রস্তাবনা আকারে রাতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো হয়েছে। তিনি অনুমোদন দিলে যে কোনো সময় জারি করা হবে লকডাউন কার্যকরের প্রজ্ঞাপন।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোমবার থেকে লকডাউন চলাকালে সারা দেশে পণ্যবাহী যানবাহন, পণ্যবাহী ট্রেন, শিল্পের কাঁচামাল, সংবাদপত্রের গাড়ি, দূতাবাসের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্সসহ জরুরি সেবায় নিয়োজিত যানবাহন ছাড়া যাত্রীবাহী কোনো বাস, ট্রেন বা লঞ্চ চলবে না। খাবার হোটেলে খাবার পরিবেশন করা যাবে না। তবে বাসাবাড়িতে পার্সেল পাঠানো যাবে। খোলা থাকবে কাঁচাবাজার। স্বাস্থ্যবিধি মেনে মেগা প্রকল্পের কাজ যথারীতি চলবে। গার্মেন্ট শিল্প কলকারখানা চালু থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন-জীবিকা সচল রেখেই করোনা সংক্রমণ রোধে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

এদিকে লকডাউনে শপিং মল, মার্কেট, দোকানপাট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তবে দৈনিক চার ঘণ্টা খোলা রাখার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি।

দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ পুনরায় বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৯ মার্চ জরুরি সেবা প্রতিষ্ঠান ছাড়া সব অফিস ও কারখানা অর্ধেক জনবল দিয়ে পরিচালনা করা, জনসমাগম সীমিত করা, গণপরিবহনে ধারণক্ষমতার অর্ধেক যাত্রী পরিবহনসহ ১৮ দফা নির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে।

লকডাউন কেমন হতে পারে- সেই প্রশ্নে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক গণমাধ্যমকে বলেছেন, সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলে মানুষ মনে করে ছুটি হয়েছে, ঘুরতে চলে যায়। এ কারণে এবার লকডাউন দেওয়া হয়েছে। সবাইকে ঘরে থাকতে হবে। সংক্রমণ পরিস্থিতি খুব খারাপের দিকে গেলে লকডাউন দেওয়ার চিন্তা সরকারের আগেই ছিল জানিয়ে তিনি বলেন, প্রথমে ১৮ দফা যে প্রস্তাব করা হয়েছিল তা অনেক ভেবেচিন্তে, অনেকের পরামর্শ নিয়ে করা হয়েছে। সরকার শুরুতে সব প্রস্তাব বাস্তবায়ন করেনি। এখন আস্তে আস্তে কঠোর হচ্ছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরে অনুষ্ঠিত সভায় মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম বলেছেন, সম্পূর্ণ লকডাউন চেয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদফতর। কমপক্ষে দুই সপ্তাহ বলা হয়েছিল। অত্যাবশকীয় সেবা ছাড়া সব বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছিল। রাত ৮টা থেকে ভোর ৬টা ঘরের বাইরে যাওয়া যাবে না এমন নির্দেশনার প্রস্তাব করা হয়েছিল।

আপাতত সাত দিন, পরে বিবেচনা: করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে আপাতত সাত দিনের লকডাউন দেওয়া হলেও লকডাউনের শেষের দিকে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে পরবর্তী বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গতকাল গণমাধ্যমকে এ কথা জানিয়েছেন। এক সপ্তাহের জন্য লকডাউন কেন, তা জানতে চাইলে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আপাতত সাত দিন লকডাউন দিচ্ছি। আশা করছি, এই সাত দিন মানুষকে ঘরের মধ্যে রাখতে পারলে সংক্রমণ রোধ করতে পারব। নয়তো সংক্রমণ আরও ছড়িয়ে যাবে। মানুষের নানা বিষয় আছে, সেগুলো সাত দিন লকডাউনের শেষের দিকে বিবেচনা করব, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেব। আপাতত সাত দিন থাকবে।' এর আগে প্রতিমন্ত্রী রাজধানীর বেইলি রোডের বাসা থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো ভিডিও বার্তায় বলেন, লকডাউনে জরুরি সেবা দেয় এমন প্রতিষ্ঠানগুলোই শুধু খোলা থাকবে। শিল্পকারখানাও খোলা থাকবে। শ্রমিকরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিফট (পালা করে) অনুযায়ী কাজ করবেন।

গতকাল সকালে ঢাকায় নিজের সরকারি বাসভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সোমবার থেকে সারা দেশে এক সপ্তাহের জন্য লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ দ্রুত বেড়ে যাওয়ায়, সংক্রমণ রোধ করার স্বার্থে সরকার দু-তিন দিনের মধ্যে সারা দেশে এক সপ্তাহের লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে লকডাউন চলাকালে শুধু জরুরি সেবা দেয় এমন প্রতিষ্ঠান খোলা থাকবে। আর শিল্পকলকারখানা খোলা থাকবে, যাতে শ্রমিকরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন শিফটে কাজ করতে পারে।

বন্ধ থাকবে অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট: লকডাউনের কারণে দেশের অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান চলাচল সোমবার থেকে বন্ধ থাকবে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম মফিদুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, লকডাউনের কারণে দেশের অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান চলাচল আগামীকাল থেকে বন্ধ থাকবে। তবে আন্তর্জাতিক রুটে বিমান চলাচল অব্যাহত থাকবে। আন্তমন্ত্রণালয়ের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

লেনদেন চলবে শেয়ারবাজারে: লকডাউনে শেয়ারবাজারে লেনদেন চলবে। ব্যাংকের লেনদেনও চলবে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি মেনে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি কী হবে সে সম্পর্কে আজ নির্দেশনা প্রদান করা হবে। মহামারীর জন্য লকডাউনের ঘোষণা দিলেও শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের লেনদেনে কোনো সমস্যা হবে না।

বিএসইসির নির্বাহী পরিচালক রেজাউল করিম জানিয়েছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম চালু থাকলে পুঁজিবাজার খোলা থাকবে। আর এখন বিনিয়োগকারীদের কোনো সমস্যা হবে না, যেহেতু সব স্বয়ংক্রিয়। বিনিয়োগকারীরা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে বা ফোনে লেনদেন করতে পারবেন। নিয়ম মেনে ব্রোকারেজ হাউসগুলো খোলা থাকবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আর্থিক খাত স্বাভাবিক রাখতে ব্যাংক লেনদেন চালু রাখার বিকল্প নেই। গত বছর লকডাউনের মধ্যে যেভাবে লেনদেন কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখা হয়েছে এবারও তেমনভাবে রাখা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম বলেছেন, শনিবার ব্যাংক বন্ধ থাকায় কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। আজ ব্যাংক লেনদেনের বিষয়ে নির্দেশনা জারি করা হবে।

ঢাকা ছাড়ছে মানুষ: সোমবার থেকে লকডাউন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী ছাড়তে শুরু করেছেন অনেক মানুষ। খবর পাওয়ার পরপরই তারা বাস, রেলস্টেশন এবং লঞ্চ টার্মিনালের দিকে ছোটেন। এদিকে গণপরিবহনে অর্ধেক যাত্রী নেওয়ার নির্দেশনার কারণে বাসে আসন না পেয়ে ভোগান্তিতে পড়েন অনেক যাত্রী।

রাজধানীর কল্যাণপুরের এসপি গোল্ডেন লাইন পরিবহনের কাউন্টারের ব্যবস্থাপক বাবু আহমেদ বলেন, 'শনিবার দুপুর থেকে যাত্রীদের ফোনের পর ফোন আসা শুরু হয়। এখন যারা ফোন দিচ্ছেন, সবাইকে বলতে হচ্ছে আর একটি টিকিটও অবশিষ্ট নেই। কারণ, রবিবার রাত পর্যন্ত সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। লকডাউন ঘোষণা করার পর থেকে এ অবস্থা তৈরি হয়েছে। মনে হলো, ঈদের সময়ও টিকিট বিক্রি করার জন্য এত ফোন আসে না।'

রয়েল বাস কাউন্টারের গাবতলীর ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, 'কাল রাত পর্যন্ত সব টিকিট শেষ। লকডাউন ঘোষণার পর থেকে সবাই কাউন্টারে এসে টিকিট কিনে নিয়ে গেছে। ফোনের এত চাপ ছিল যে, আমরা ফোন ধরাই বন্ধ করে দিয়েছিলাম।'

এদিকে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, লকডাউনের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরিশাল, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, চাঁদপুরসহ বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য লোকজনের ভিড় বেড়েছে। এ কারণে ডেকে ও সিটে ৫০ শতাংশ যাত্রী ফাঁকা রাখার কথা থাকলেও অনেক লঞ্চ তা পারেনি। তবে অতিরিক্ত ৬০ শতাংশ ভাড়া ঠিকই আদায় করছে। ঢাকা থেকে বরিশালগামী লঞ্চের ডেক ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০০ টাকা। তবে কেবিন ভাড়া আগের মতোই রয়েছে। লকডাউনে জরুরি পণ্যবাহী ট্রেন ছাড়া সব ধরনের যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন। এ ঘোষণার পরপরই রেলস্টেশনে যাত্রীদের ভিড় বাড়ে।

বাংলাদেশে যেভাবে শুরু হয় লকডাউন : সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে গত বছর ২৩ মার্চ প্রথমবার 'সাধারণ ছুটির' ঘোষণা দিয়েছিল সরকার। শুরুতে ২৬ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত 'ছুটি' ঘোষণা হলেও পরে তার মেয়াদ বাড়ে কয়েক দফা। সে সময় সব অফিস-আদালত, কলকারখানা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে সারা দেশে সব ধরনের যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ছুটির মধ্যে সব কিছু বন্ধ থাকার সেই পরিস্থিতি 'লকডাউন' হিসেবে পরিচিতি পায়।

কিন্তু তাতে নিম্নবিত্তের জীবন-জীবিকা আর দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা অস্তিত্ব সংকটে পড়লে বিভিন্ন মহলের দাবিতে সরকার ৩১ মের পর থেকে ধাপে ধাপে বিধিনিষেধ শিথিল করতে থাকে। বছরের শেষে এসে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকা ছাড়া আর সব কড়াকড়িই উঠে যায়। ভাইরাসের বিস্তার নিয়ন্ত্রণে রেখেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল রাখার ভাবনা থেকে মাঝে পুরো দেশকে লাল, হলুদ ও সবুজ জোনে ভাগ করে পরিস্থিতি অনুযায়ী লকডাউনের বিধিনিষেধ আরোপের পরিকল্পনা হয়েছিল। পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি এলাকায় সেই ব্যবস্থা চালানোও হয়েছিল। কিন্তু পরে আর তা এগোয়নি।

খুলনায় সন্ধ্যা ৭টা থেকে বাজার-দোকান বন্ধ: করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে খুলনা নগরীতে সন্ধ্যা ৭টার পর বাজার-দোকান বন্ধ রাখার ঘোষণা করা হয়েছে। একই সঙ্গে পর্যটন, বিনোদন কেন্দ্র বন্ধ রাখাসহ পাঁচ দফা নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গতকাল জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেন এ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। এর আগে জেলা করোনাভাইরাস সংক্রমণ ও প্রতিরোধসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়। ৫ এপ্রিল (সোমবার) থেকে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এ আদেশ কার্যকর থাকবে। আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

# নির্জন কারাবাসের

(প্রথম পাতার পর)

১৫ দিনের বেশি নির্জন কারাবাস নিষিদ্ধ করেছে।

একবার ভাবুন আপনি একেবারে ছোট একটি কারাকক্ষে একদম একা বছরের পর বছর থাকছেন, যেখানে মাঝেমধ্যে আশপাশের এমন কক্ষ থেকে মানসিক ভারসাম্য হারানো কয়েদিদের চিৎকার ভেসে আসছে। কতটা দুর্বিসহ হতে পারে এমন জীবন?

কিন্তু এখনো যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কারাগারে অনির্দিষ্টকালের জন্য এমন নির্জন কারাবাসের বিধান কার্যকর।

ছোট একটি কারাকক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন একাকী কারাভোগের যন্ত্রণার কথা বিবিসিকে বলেছেন কজন সাবেক কয়েদি :

ক্যান্ডি হেইলি

দুই সন্তানের মা ক্যান্ডি হেইলিকে নারকীয় এই অভিজ্ঞতা ভোগ করতে হয়েছে। হত্যার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতারের পর ২০১২ সালে তাকে পাঠানো হয় নিউইয়র্কের রাইকার আইল্যান্ড কারাগারে, যদিও পরে তিনি অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পান।

ওআমার মনে হয়েছিল আমি যেন নরকে ঢুকলাম," নিরজন কারাকক্ষে ঢোকার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন মিস হেইলি। "কারাকক্ষটি ছিল একটি এলিভেটরের মাপে যেখানে আপনি ২৪ ঘণ্টা আটকে রয়েছেনঃ

হেইলি সেখানে কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তার কব্জিতে এখনো ওই নিশানা রয়েছে।

'আপনার মাথায় শুধু আত্মত্যার চিন্তা ঘুরবে। আমি ঘুমের বড়ি খেয়েছিলাম। কব্জি কেটেছি,' বলেন মিস হেইলি।

করোনাভাইরাস প্যানডেমিকের আগে আমেরিকায় এমন নির্জন কারাকক্ষে কয়েদির সংখ্যা ছিল ৬০ হাজারেরও বেশি। প্যানডেমিকের পর তা বহুগুণে বেড়েছে। কারণ অনেক কারা কর্তৃপক্ষ কয়েদিদের যতটা সম্ভব স্থানান্তর না করার চেষ্টা করছে।

সাধারণ কয়েদিদের নিরাপদ রাখার জন্য বিশ্বের অনেক দেশেই বিপজ্জনক ও হিংস্র ধরনের কয়েদিদের অন্যদের থেকে পৃথক করে সাময়িকভাবে একাকী নির্জন কারাকক্ষে রাখা হয়। কিন্তু আমেরিকাতে এই পদ্ধতির প্রয়োগ অনেক বেশি।

এমনকি মানসিকভাবে বেসামাল কয়েদিদেরও ছোটোখাটো নিয়মভঙ্গের দায়ে দীর্ঘ সময়ের জন্য এই শাস্তি দেয়া হয়।

১৯৮০-এর দশকে আমেরিকাতে এই ব্যবস্থাকে বিপজ্জনক বলে গণ্য করা শুরু হলেও ১৯৮৩ সালে ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের ম্যারিওনে কয়েদিদের হাতে দুজন কারারক্ষীর মারা যাওয়ার ঘটনার পর নতুন করে এই নির্জন কারাবাসের ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়।

নিউইয়র্ক সিটি কারা কর্তৃপক্ষের সাবেক মেডিকেল অফিসার হোমার ভেন্টারস বিবিসিকে বলেনওহাজার হাজার কয়েদিকে বছরের বছরের পর বছর ধরে এরকম নির্জন কারাকক্ষে রাখা হয়এ এমন নির্জন কারাবাসের ফলে ভয়াবহ মানসিক ব্যাধি হতে পারে- এমন শক্ত প্রমাণ পাওয়া স্বত্বেও এমন ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।

ওআমি এমন অনেক রোগী পেয়েছি যারা এমন নির্জন কারাকক্ষে থাকার কিছুদিনের মধ্যে বলতেন তারা অশরীরী কাউকে দেখতে পান, অদ্ভুত আওয়াজ পান,' বলেন ভেন্টারস।

'এর কারণ মানুষের মৌলিক যেসব আচরণ - অন্যের সাথে কথা বলা, আদান-প্রদান বা সময় দিনক্ষণ জানা - এসব থেকেও তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়।'

বিলি ব্লেক

হত্যা মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত বিলি ব্লেককে নিউইয়র্কের একটি কারাগারে ৩৪ বছর ধরে ছোটে একটি কক্ষে একাকী রাখা হয়েছিল। তিনি বলেন, তার আশেপাশের কক্ষে এ ধরণের কয়েদিরা রাতভর চিৎকার করত, দরজা ধাক্কাতে থাকতো। নিজের বিষ্ঠা ছোঁড়াছুঁড়ি করতো।

ব্লেক বলেন, তিনি নিজে যেন এমন পাগল না হয়ে যান তার জন্য সবসময় সচেতনভাবে চেষ্টা করতেন। নিজের মনের সাথে লড়াই করতেনওআমি দেখেছি অনেক কয়েদি নিজের কক্ষের মধ্যে মল-মূত্র ত্যাগ করে তা ছড়াচ্ছে। আমি ভাবতাম, আমার যেন এই পরিণতি কখনো না হয়এ

আমেরিকাতে কোনো কয়েদিকে নির্জন কারাবাসে পাঠানো হবে এবং সেই শাস্তির মেয়াদ কত দিন হবে ওই সিদ্ধান্ত আদালত নেয় না, বরঞ্চ সেটি নেয় সংশ্লিষ্ট কারাগার কর্তৃপক্ষ।

অনেক ক্ষেত্রেই সেই সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে একজন কয়েদি মানসিকভাবে সুস্থ থাকবে বা থাকবে না। অনেক সময় তার জীবন বা মৃত্যুও নির্ভর করে কারা কর্তৃপক্ষের ওই সিদ্ধান্তের ওপর।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা সাধারণ কয়েদিদের তুলনায় এমন নির্জন কারাবাসে পাঠানো কয়েদিদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা ছয়গুণ বেশি। এমনকি মুক্তির পর এক বছর পর্যন্ত তাদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা থাকে।

যমন ক্যান্ডি হ্যালি মুক্তি পাওয়ার ছয় বছর পর তার নানারকম মানসিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এখনো তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা কাজ করে। তিনি বলেনওআমি যদি কখনো আত্মহত্যা করি, তার কারণ হবে আমার নির্জন কারাবাসএ

ক্যান্ডি হ্যালি অভিযোগ করেন একাকী নির্জন সেলে থাকার সময় তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। এরকম একাকী আটক রাখা কয়েদিদের ওপর নানারকম নির্যাতনের জন্য কারারক্ষীদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ পাওয়া যায়।

রাইকার আইল্যান্ড কারা কর্তৃপক্ষ হেইলির বিষয়ে কোনো কথা বলতে রাজি হয়নি।

কিশোরের আত্মহত্যা

নির্জন কারাবাস যদি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকেও এমন বিপর্যস্ত করে ফেলতে পারে, তাহলে শিশুদের ওপর তার প্রভাব কী হয়?

১৩ বছরের সোলান পিটারসন ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের একদিন লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যে স্রেবপোর্টে তার স্কুলের ময়লার বিনে আগুন দিয়েছিল। সেই অপরাধে তাকে ধরে কিশোর অপরাধীদের জন্য তৈরি একটি আটকে কেন্দ্রে নিয়ে রাখা হয়। সেখানে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে তাকে কেন্দ্রের একটি নির্জন কারাকক্ষে ভরে রাখা হয়। কয়েক দিন পর তার বাবা রনি পিটারসনকে ছেলের সাথে দেখা করতে দেয়া হয়।

ওদরজায় চার ইঞ্চি একটি ফুটো দিয়ে আমি তার সাথে কথা বলতে পারি, বিবিসিকে বলেন পিটারসনওআমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম এভাবে একদম একা ফেলে রাখার কারণে সে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। দেয়ালে একের পর এক ঘুষি মারছিলএ

টানা পাঁচ দিন এরকম নির্জন সেলের ভেতর থাকার পর ১৩ বছরের সোলান পিটারসন কারাগারে আত্মহত্যা করে।

পিটারসন বলেনওরাত দুটোর সময় আমাকে টেলিফোন করে জানানো হয়, আমার ছেলে মারা গেছেওআমি পাথর হয়ে গিয়েছিলাম। আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি সে আত্মহত্যা করতে পারে। স্বাভাবিক একটি কিশোর ছিল সেএ

অতি সম্প্রতি আমেরিকাতে নির্জন কারাবাসের নিয়মে খুব ধীরে হরেও কিছু সংস্কার আনা হচ্ছে। যেমন, নিউইয়র্ক রাজ্যে আইন করে ১৫ দিনের বেশি নির্জন কারাবাস নিষিদ্ধ হয়েছে, যদিও এই আইন এক বছর পর্যন্ত কার্যকরী হবেনা।

তাছাড়া, রাজ্যের গভর্নর ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি এই আইনে কিছু পরিবর্তন আনতে প্রস্তুত। নিউইয়র্ক সিটিতে ২২ বছরের কম বয়সীদের নির্জন কারাবাস নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কিশোর আটক কেন্দ্রের কারারক্ষীরা এর বিরোধিতা করছে। তাদের যুক্তি এর ফলে কারাগারের মধ্যে সহিংসতা বেড়ে যাবে।

# মামুনুল হককে 'হেনস্থা করায়' বাবুনগরীর

(শেষের পাতার পর)

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর আমীর, দারুল উলূম হাটহাজারীর শিক্ষা পরিচালক ও শায়খুল হাদীস আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী।

শনিবার রাতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় আল্লামা বাবুনগরী বলেন, তার মতো একজন আলেমের অপমানে আলেম সমাজ এবং তৌহিদী জনতার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

তার ওপর এতবড় অপবাদ আলেম সমাজ ও তৌহিদী জনতা কখনোই মেনে নেবে না। মনে রাখতে হবে, কাউকে অপবাদ দেয়া বড় একটি অপরাধ।

হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে তিনি বলেন, বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপসে দেশবাসী দেখেছে সন্ত্রাসীরা কিভাবে তার ওপর হামলা করেছে। তাদের হামলার ধরন দেখে এটি একটি পরিকল্পিত হামলা বলেই মনে হয়েছে। আমরা এই বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সরকারের কাছে আমার দাবি হচ্ছে, অনতিবিলম্বে দুষ্কৃতিকারীদের আইনের আওতায় এনে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করতে হবে।

## বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকার ১৬৪ স্টীট এবং ৮৪ এভনিউতে হিলের উপর ২ বেড রুমের বেসমেন্ট (সম্পূর্ণ নতুন) পহেলা এপ্রিল/পহেলা মে থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৫৯-৩৭২৮ (বিকেল ৩টার পর)
মা-২৯/এ-০৫

## আবশ্যক

ডেলওয়ারের উইলমিংটনে একটি বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে তন্দুরী শেফ আবশ্যক। অভিজ্ঞতা না থাকলেও চলবে। থাকা খাওয়া ফ্রি। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩০২-৩০০-৯৮১৬ (মিঃ খসরু)।
মা-২৯/এ-০৫

## রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ায় দুই বেডরুমের এপার্টমেন্টের একটি আলাদা রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
মা-২৯/এ-০৫

## বাসা ভাড়া

ওজনপার্কের সাবওয়ে এ, সি ট্রেন এবং বি-১৩, কিউ-৮ বাস স্টপেজের কাছে দ্বিতীয় তলায় ৪ বেডরুম এবং এক বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট বাসা এপ্রিল/মে মাস থেকে ভাড়া হবে। ঠিকানা: ৬৩৫ ক্রিসেন্ট স্ট্রীট, ব্রুকলীন। যোগাযোগ: মনির। ফোন: ৯১৭-৯৩৯-৭৩১০
মা-২৯/এ-০৫

## বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনে লিন্ডেন এবং হেগম্যান এর উপর তিন বেডরুম এর সেমিবেসমেন্ট বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যাতায়াতঃ ৩ ট্রেন পাঁচ মিনিট, ৮৩ বাস বাড়ির সামনে এবং এ এবং সি ট্রেন ট্রান্সফার নিতে পারবে।
**যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৫৮-১২৮৬।**
মা/২২/২৯

## বাড়ী ভাড়া

কলেজ পয়েন্ট এলাকায় ২ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, ফুল বাথরুম। ফুললি রেনোভেটেড, সুন্তর পরিবেশ। যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-৪১৪৩
মা-২২/২৯

## এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ৮৭-৩৩ ১৮৮ স্ট্রীট-এ ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬০৩-৩১৯৮ অথবা ৩৪৭-৫৫৮-৬৭৭৪
মা-২২/২৯

## এপার্টমেন্টে ভাড়া

এস্টোরিয়ার ক্রিসেন্ট স্ট্রীট এবং ৩৮ এভিনিউর একটি এপার্টমেন্টে একটি রুম ভাড়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৪০-৬১১৩
মা-২২/২৯

## আবশ্যক

একটি পোলট্রি ফার্মে পার্ট টাইম কাজের জন্য পুরুষ অথবা মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: ৭১৮-৮২০-২৪৩৪
মা-২২/২৯

## বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ৯৪-৩০ ১৯৯ নিউইয়র্ক-১১৪২৩ এ সুন্দর পরিবেশে হিলসাইড এভিনিউর কাছে একটি সুন্দর সেমি বেসমেন্ট (টু বেডরুম, বাথরুম কিচেন) পহেলা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ:

## বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের থ্রসনেক এলাকায় (১০৩৭ কুইন্সি এভিনিউ) ১ বেড রুমের একটি ওয়াকিং বেসমেন্ট ভাড়া হবে। বিএক্স-৪০ এবং বিএক্স ৪২ বাস স্টান্ড সংলগ্ন। যোগাযোগ: ৯১৭-৫৮৭-৯৬১৬
মা-১৫/২২

## বাসা ভাড়া

কুইন্স-এর ইস্ট এলমহার্স্ট সংলগ্ন ২৬-৩৬ ৯২ স্ট্রীট ঠিকানায় দুই বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে কিউ-৪৯, কিউ-৭২, কিউ-১৯ বাসের যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৮৯৭-৯৮৩৪
মা-১৫/২২

## রুম ভাড়া

ব্রুকলীনের সি ট্রেন সাবওয়ে এবং শেফাড় এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীটে সুন্দর, ভদ্র পরিবেশে কর্মজীবি পুরুষদেও জন্য বেড-বি-ছানা সহ পৃথক রুম, কিচেনের সাথে ডাইনিং রুমে চেয়ার-টেবিল ও ইন্টারনেটের সুবিধায় ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২.
মা-১৫/২২/২৯

## জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার সংলগ্ন বাসা ভাড়া

এপ্রিল মাস থেকে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার ও কাওরান বাজার সুপার মার্কেট সংলগ্ন স্ট্রিটে বাসা ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন কাজ করা ৩ বেড রুম এবং ২ ফুল বাথ রুম। পৃথক লিভিং, ডাইনিং ও কিচেন রয়েছে। যোগাযোগ: ৯০৮-২৭৪-১০০৬ অথবা ৯২৯-৪০৫-১৭৮৬
মা-১৫/২২/২৯

## বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে ড্র স্ট্রীট, গ্লেনমোর এভিনিউ এবং পিটকিন এভিনিউর মাঝখানে তিন রুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে মসজিদ ও স্কুল। কাছেই এ ট্রেনের গ্র্যান্ড এভিনিউ সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৩৫-৫৭৯১ অথবা ৩৪৭-৪৫৯-৮৩২৫
মা-০৮/১৫

## পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫০। বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিট-এর ষ্টেশন এজেন্ট পদে কর্মরত সু-প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত সুন্দরী, ধার্মিক বিধবা বা ডিভোর্সী অথবা বন্ধ্যা বা সন্তানহীনা পাত্রী আবশ্যক। বয়স অনুর্ধ্ব ৪০ বছর। যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪
মা-০৮/১৫

## LOOKING

Looking for bride (preferably USA or Canada) Groom Lives in Bangladesh. Name: Iftekhar. Unmarride, Age: 37, Heightt: 5ft 8 inch, Occupation: Business (Pepsi distributor). Contact: 347-642-2865
মা-০৮/১৫

## LOOKING

Looking for groom Bride live in Bangladesh Short divorced, Age: 30, Occupation: IT department & completing MBA. Contact: 1 (347)-642-2865
মা-০৮/১৫

## বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৬০-১৯ ৮৪ ড্রাইভ-এ গর্জিয়াস দুটি বড় বেডরুম, ওয়াকিং ক্লোজেড, ম্যাসিভ লিভিংরুম, ফুল কিচেন ও ডাইনিং স্পেস, ফুল বাথরুম এবং ব্যাক এন্ট্রেস এর বাসা ভাড়া হবে। আলোচনা সাপেক্ষে গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা। ই/এফ ট্রেনের পার্সন্স বুলেভের্ড সাবওয়ে ১০ মিটি হাঁটা পায়ের দূরত্ব এবং ৪ মিনিটের দূরত্বে কিউ৬৫, কিউ২৫ ও কিউ৩৪ বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ১+৯১৭-৮২১-১০১৮ অথবা ১+৯১৭-৭৭০-২৯৬৭
মা-০১/০৮

## ডুপ্লেক্স বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসের ৯৪-৩০ ১৯৯ স্ট্রীটে ৩ বেডরুম, লিভিং ও কিচেন এর ডুপ্লেক্স বাসা (বেসমন্টে) ১ মার্চ থেকে ভাড়া হবে। দুটি কার পার্কিং-এর জায়গা, ব্যাকইয়ার্ড এবং একাধিক ক্লোজেট রয়েছে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
মা-০১/০৮

## বাসা ভাড়া

উডসাইডের ৬৫ স্ট্রীটে এক বেডরুমের সেকেন্ড প্লোর বাসা ভাড়া হবে ১ মার্চ থেকে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫২-৯৫০০ অথবা ৭১৮-৪৭৮-৭০০০
ফে-১৫/২২

## সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ৮৭ ড্রাইভ ও ১৩৯ স্ট্রীটে রেনোভেটেড ১ বেডরুম, বিগ লিভিংরুম ও ডাইনিং-এর সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। এফ ট্রেন সাবওয়ে ৩ মিনিটের দূরত্ব। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫২৫-৭৩১৫
ফে-১৫/২২

## জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না, আমরাই জীবনকে জটিল বানাই। আপনার বর্তমান জীবন যাত্রা যাই হোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যোগাযোগ: ৭১৮-৫২৪-৯৭৭৭
e-mail: everlybrown@yahoo.com
ফে-১৫/২

## বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে এ এবং জে ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে ৯১ এভিনিউ ও ৭৬ স্ট্রীটের কর্ণারে মনোরম পরিবেশে তিন বেডরুমের একটি বাসা ১ মার্চ থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২২৩-৩২২৩ অথবা ৬৪৬-২৬৬-২৬০৯
জা-২৫/ফে-০১

## বাসা ভাড়া

১৯৬ স্ট্রীট ও ৮৯ এভিনিউর জ্যামাইকা হলিসে হিলসাইড এভিনিউর পাশে বেসমেন্টে এক বেডরুমের সঙ্গে লিভিং, কিচেনসহ একটি বাসা ভাড়া হবে।
**যোগাযোগঃ ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯**

## বাসা ভাড়া

আগামী ১ মার্চ থেকে জ্যামাইকার ১৭২ স্ট্রীট এবং ৯৩ এভিনিউর উপরে তিন বেড, দুই ফুল বাথ, ব্যাকইয়ার্ডে যাতায়াতের সুবিধা সহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮২২-৯০৫২
ফে-২২/মা-০১

## বাসা ভাড়া

জ্যাাইকার ১৫৩-১১ ১০৭ এভিনিউতে (ই ট্রেন সাবওয়ের কাছে) বিশাল ফাস্ট ফ্লোর, ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন/ডাইনিং, লিভিং রুম-এর বাসা অতিসত্তর ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯৫০ ডলার। যোগাযোগ: সুলতান আহমেদ। ফোন: ৭১৮-৬৮৫-৪৮৬১ অথবা নাহিদা বেগম, **ফোন: ৩৪১-৬২৪-৮৮০০**
জা-০৪/১১

## HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

## রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

## বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে ১১১১ অমস্টেড এভিনিউতে সাবওয়ে ও মসজিদের কাছে দ্বিতীয় তলায় ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এছাড়াও একটি বেসমেন্ট ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ইসলাম। ফোন: ৯১৭-৩০২-৫৩৯৬
এ-০৫/১২

## বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৭৪ স্ট্রীটে এক বেডরুমের একটি বাসা এবং একটি স্টুডিও রুম মে মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৩০-০৩৭৪ অথবা ৩৪৭-৬১৫-৮৫৩০
এ-০৫/১২

## বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৩৯ স্ট্রীট ও ৮৭ রোডে ই এবং এফ ট্রেন সাবওয়ের কাছে সেকেন্ড ফ্লোরে এক ও হাফ রুম, এক বাথরুম, লিভিং রুম এবং কিচেন (কমবাইন্ড) এর বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০০-৫৭৫৭ অথবা ৭১৮-৭০৮-১৬৫৮
এ-০৫/১২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

## HOUSE FOR SALE

3543 Whillett Avenue,
Bronx, NY 10467
2 FAM, Cash $399,000/-
106-38 Guy R Brewer Blvd.
Jamaica, Queens, NY
One Fam + Store. Cash
$499,000/=
234 East 92nd Street, Brooklyn,
3 Fam, $889,000/= Cash
**Call: 917-523-4451**
**mkskarn@gmail.com**

بسم الله الرحمن الرحيم

## পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
**Mobile Tel. No 646-591-4696**
**Res: 718-931-2509**
**e-mail: moondhs@gmail.com**

## বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
**শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার**
**Bangladesh Center Inc**
**ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২**

## সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
**ফোন : 917-455-5308**
**ইমেইল: techlifeusa@gmail.com**
**Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432**

## পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রী-ধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
**যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।**
**ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com**

## কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

**কাজী মোঃ বেলাল হোসেন**
ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
**বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।**
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
**যোগাযোগ: 201-839-7579**
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

# ভয়াবহ করোনা!

(শেষের পাতার পর)

মনে করা হতো প্রথম ঢেউ শেষ হওয়ার পথে, এর মধ্যেই দ্বিতীয় ঢেউ। এবং কয়েকদিনেই নিয়ন্ত্রনের বাইরে গিয়ে ঠেকেছে।

এই করোনা গতবারেরটার মত নয়। এখন পর্যন্ত দেশী বা বিদেশী কোন পন্ডিত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশে হানা দেয়া এই নতুন ধারার করোনার ব্যপারে কোন তথ্যই দিতে পারছে না। এর চিকিৎসা কি তাও বলতে পারছে না। দিনদুই আগে আমার পরিচিত একজন টেস্ট করে পজিটিভ পেয়েছে। তাকে বলেছে বাসায় গিয়ে আইসোলেশনে থাকতে। জিজ্ঞাস করলে জানালো কোন অষুধই প্রেসক্রাইব করে নাই। হঠাৎ জ্বর, তাও খুব বেশী একটা না। প্যারাসিটামলে জ্বর চলে যাচ্ছে কিন্তু অল্প সময়েই ফুসফুস আক্রান্ত করে ফেলছে। মুখে অরূচী, নাকে গন্ধ চলে যাওয়া প্রচুর পানি পিপাসা। ধীরে ধীরে রক্তে অক্সিজেন কমে যাওয়া এবং এক পর্যায়ে শ্বাষকষ্ট। শ্বাষকষ্টও বেশী সময় দিচ্ছেনা, যাদের কিডনী বা হার্টের সমস্যা আছে, হাই ডায়াবেটিস- তারা ধকল কাটিয়ে উঠতে হিমশিম খাচ্ছেন। সময়মত বা পর্যাপ্ত অক্সিজেন সরবরাহের অভাবে রোগী মারা যাচ্ছে। এক অদ্ভুত অবস্থা। ডাক্তাররা পুরনো করোনার চিকিৎসা চালিয়ে যেতে বলছেন কিন্তু এখন পর্যন্ত ফুসফুস সংক্রমন ঠেকানোর ব্যবস্থাপত্র কি বল তে পারছেন না। পুরো চিকিৎসাটাই যেন চলছে অনেকটা আন্দাজ অনুমানের ওপর।

করোনা মোকাবিলায় সরকারের সক্ষমতার ব্যপারে কোনকালেই মানুষের কোন আস্থা ছিল না, এবারও নাই। গতবার তো ছিল লেজেগোবরে অবস্থা তার ওপর চুরির ধান্ধা। সব মিলিয়ে অনেকটা অসহায়ের মত মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। এবার লক্ষণ গতবারের চেয়ে ভয়াবহ। এবার কমবয়সীরাও আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। প্রতিবারই সিজন চেঞ্জের একটা জ্বর থাকে, এবার সেই জ্বরটাই যেন কারোনা হয়ে দেখা দিচ্ছে। কাজেই কোন জ্বরকেই হেলাফেলা করার অবকাশ নেই।

করোনা আমাদের দেশে উৎপাদিত কোন ভাইরাস না। গতবার এটা এসেছে মুলত: ইউরোপ বা ইটালি থেকে। সরকার সময়মত এয়ারপোর্ট নিয়ন্ত্রন করতে পারে নাই, কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করতে পারে নাই। এবারও যখন লন্ডনে এই নতুন ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলো তখনই বিভিন্ন মহল থেকে সতর্ক করা হচ্ছিল। লন্ডন থেকে আসা ফ্লাইট মনিটরিং করা এবং আগতদের বাধ্যতামুলক কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করার কথা বলা হচ্ছিল। সরকার গা করে নাই। দুই সপ্তাহ আগেই মন্ত্রনালয় থেকে কিছু সতর্কতামুলক ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছিল, তখনও কেউ তা কানে তোলে নাই। বলা হয়েছিল লকডাউন লাগবে না। ইউরোপ দক্ষিণ আমেরিকা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে যখন লকডাউন কার্ফিউ বলবৎ করা হচ্ছিল আমরা তখন মেলা আয়োজন করে চলছিলাম। মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই। আমাদের জনগোষ্ঠীর একটা সমস্যা আছে, পাছায় লাঠির বারি না পড়া পর্যন্ত হুঁশ ফেরে না। সমূহ বিপদের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে উচিত ছিল এক মাস আগে থেকেই প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থাগুলো কার্যকরের উদ্যোগ নেওয়া। হয় নাই। অবশেষে সনাক্ত যখন রেকর্ড অতিক্রম করেছে মাত্র পরশু কিছু ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

সরকারি এসব ব্যবস্থা হচ্ছে গাউডলাইন। এগুলো মানতে হবে জনসাধারনকেই। নিজেরা না মানতে চাইলে জেল জরিমানা করে এসব মানানো যায় না। সময় খুব সংক্ষিপ্ত, এখনই সচেতন হতে হবে। নিজ উদ্যোগেই মাষ্ক পরিধান করতে হবে। জনসমাগম গন-পরিবহন এড়িয়ে চলতে হবে। বেড়ানো পিকনিক বিয়ে সুন্নতে খৎনা হানিমুন এসকারশন ভ্যাকেশন- কিছুদিনের জন্য একেবারে ভুলে যেতে হবে। গত বছরের মার্চ এপ্রিলের দিকে যেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল এবারও যদি সবাই মিলে একইরকম গুরুত্ব দিয়ে প্রতিরোধ প্রস্তুতি গ্রহন করতে পারি হয়তো ক্ষয়ক্ষতি সীমিত পর্যায়ে রাখা সম্ভব হবে। শুধুমাত্র সরকারি ব্যবস্থার ওপর ভরষা করে বসে থাকলে হাপিত্যেশ করে মারা যেতে হবে। যার যার সুরক্ষা ব্যবস্থা নিজেরই নিশ্চিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, গতবারের করোনার কিছু প্রাথমিক লক্ষণ ছিল, এবারেরটা আরও ভয়ংকর- সামান্য জ্বর ছাড়া কোন লক্ষণই নাই। ফলে আপনি আমি জানিনা কে করোনা বহন করছি। এই অজ্ঞতা অসাবধানতা উভয়েরই ক্ষতির কারন হতে পারে।

# যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

(শেষের পাতার পর)

সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন-তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটে বিক্রি হয়ে যাবে। এ দলনের বিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ।

কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তরাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে পরিণত করতে পারেন না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যেসব কথা বলে থাকেন তা নিম্নরূপ:

**যোগাযোগ কম:** আপনি আশা করেন যে আপনার এজেন্ট আপনার বাড়ি বিক্রির কাজে ব্যস্ত থাকবেন। তার অর্থ হচ্ছে, সে অনেক সময় তার এই ব্যস্ততার জন্য হয়ত আপনার ফোন ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভদ্রতার খাতিওে হয়ত আপনাকে কল ব্যক করবেন কিন্তু আপনার জন্য যে সসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হয়ত আপনাকে বলতে ভুলে যাবেন, এবং সত্যিকার অর্থেই তারা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগে ব্যর্থ।

**আপনাকে বারবার আশ্বাস দেবে কিন্তু সে আশ্বাস কাজে পরিণত করতে পারবে না:** এটা ঘটতে পারে আপনার বাড়ির লিস্টিং অথবা বিক্রির চুক্তি সাক্ষরের ক্ষেত্রে। একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট আপনাকে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রে করে দেওয়ার আশ্বাস দেবে। এজন্য তিনি ওয়েবসাইট, স্যোসাল মিডিয়া, ভিডিও ট্যুরস, প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি-ইত্যাদিও মাধ্যমে বাড়িটি বাজারজাত করার উদ্যোগের কথা বলবেন। কিন্তু দেখা যাবে তিনি যেসব উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিলেন তার খুব কমই করতে পেরেছেন।

**উদ্ভট ফটোগ্রাফি ও ভিডিও:** ইদানিং ক্রেতারা বাড়ি ক্রয় করার কাজটি শুরু করেন, বাড়ির ছবি বা ভিডিও দেখে। ফলে বিক্রিত বাড়ির ছবি বা ভিডিও-এর ক্ষেত্রে প্রফেশনাল ছোঁয়া না থাকলে ক্রেতা আকর্ষন করা কঠিন। কিন্ত্র বাড়ি বিক্রেতার এজেন্ট হয়ত বলবেন যে তিনি এক্ষেত্রে সেরা কাজটি করবেন কিন্তু দেখা গেল তিনি যে ছবি ও ভিডিও দিয়েছেন তা কোন মতে করা হয়েছে এবং দায় সারা গোছের।

**আপনার বাড়িটি যে বাজাওে বিক্রি হবে সে বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ:** আপনি অবশ্যয় চাইবেন আপনার বাড়িটি যে এলাকার আপনার এজেন্ট সে এলাকায় বাড়ি বিক্রি সম্পর্কে অভিজ্ঞ হবেন।

উপরোক্ত বিষয়সমূহে একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট ভাল হলে সে হবে আপনার বাড়ির জন্য প্রকৃত এজেন্ট। আপনি যখন আপনার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবেন, আাপনি ভাল কওে জেনে নিন আপনি যে এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন ওপওে উল্লেখিত বিষয়গুলোতে আপনার এজেন্টের যোগ্যতা কেমন। এ বিষয়ে আপনি একটি চেক লিস্ট করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে আপনার জন্য যোগ্য এজেন্ট নিয়োগ দিন।

এ বিষয়গুলোতে চিন্তা কওে আপনি নিশ্চিত হন যে আপনি এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিচ্ছেন না যিনি আপনার স্বার্থ দেখার চেয়ে তার ওয়ালেট ভারী করার কাজে বেশী মনোযোগী।

**কি করবেন?** যখন আপনি বাড়ি বিক্রি করবেন তখন একজন ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া আপনার সফলতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার উচিত হবে এমন একজনের প্রতি নজর দেওয়া যে আপনার বাড়ি বিক্রির সকল পর্যায়ে আপনার সাথেই থাকবেন এবং আপনার স্বার্থ দেখবেন। রিয়েল এস্টেট বাজারে ভাল যোগাযোগ আছে একই সাথে আপনার সাথে ভালভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে তেমন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বাড়ি বিক্রির জন্য মুল্যবান। সত্যিকার ভাল রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এই বিষয়গুলো জানেন এবং তারা আপনার জন্য যথাসাধ্য করতে পিছুপা হন না। নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো খেয়াল করুন এবং যে আপনাকে প্রতারিত করতে পারে এমন যে কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বর্জন করুন:

কখনো ডুয়েল এজেন্সী গ্রহণ করবেন না।

এমন রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে মনোনীত করবেন না যে শুধু ওপেন হাউজকে প্রাধান্য দেয়।

এমন কোন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেবেন না, যে শুধু বাড়ি বিক্রয় করাকে শুধু তার মূল্যের ওপর গুরুত্ব দেয়।

গব সময় আপনার রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে বাড়ির ইন্সপেকশনের সময় উপস্থিত থাকতে তাগাদা দিন।

আপনার আশেপাশের এমন একজন রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দিন যার বিশেষ সুনাম রয়েছে এবং ভাল ট্রাক রেকর্ড আছে।

উপরে উল্লেখিত টিপসগুলো ব্যবহার করে আপনি আপনার বাড়ি বিক্রয়ে সেরা সফলতা লাভ করতে পারেন।

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় বা মর্টগেজ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যায় আমরাও আপনাকে পরামর্শ দিতে পারি। লোন অপশন আপনার জন্য প্রযোজ্য হবে- এ ব্যাপারে আমাদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

আপনি, আপনার পরিবার অথবা বন্ধু-বান্ধব যদি বাড়ি ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, আপনার যোগ্য মর্টগেজ খুঁজে নিতে চান তাহলে ফ্রি কনসালটেন্টের জন্য এম কামাল সিপিএর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা wwwkamal-mortgage tips.com লগ অন করে বিস্তারিত জেনে নিন। এ ছাড়াও এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

টাইম ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
আইআরএস অনুমোদিত e-file
• ট্যাক্স সার্ভিসেস
• নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং
• নূন্যতম ফি
Our Services
> Individual Tax / Business Tax
> Self-employed Tax Include Taxi Driver & Vendor
> Corporate Tax/partnership Tax
> Small Business/vendor License, Individual tax ID Application.
Immigration
> Asylum/Citizenship application
> Petition for Relative/Affidavit of support
> Green Card / Work Authorization Renew
> Re-Entry Permit / travel Documents
All Kinds of Immigration Services
Kaysar Rahman, Tax Practitioner
37-50 74th St, 1st FL, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-708-2456 Email: timetax2019@gmail.com

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত
কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক
ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।
পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮
13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



নবীজীর রওজা মোবারকের পাশে পুত্রসহ সৈয়দ ইলিয়াস খসরু।



## সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ১৯ এপ্রিল

(শেষের পাতার পর)

রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন কমিউনিটির প্রিয় মুখ, টাইম টিভির পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু। পাশে তাঁর ছোট ছেলে সৈয়দ নাহিদ। গত বছর ফেব্রুয়ারীতে ছেলে সহ পবিত্র ওমরাহ পালন করে নিউইয়র্কে ফিরে আসার পর তিনি কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর দুটো কিডনিই অকেজো হয়ে যায়।

আগামী ১৯ এপ্রিল নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে তার কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হবে। কিডনি দিয়েছেন তার পাশে দাঁড়ানো প্রিয় সন্তান সৈয়দ নাহিদ। সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর সফল কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের জন্য তার পরিবার ও টাইম টেলিভিশন পরিবারের পক্ষ থেকে দেশ ও প্রবাসের সকলের কাছে দোয়া কামনা করা হয়েছে।

সৈয়দ নাহিদের মত এমন পিতৃভক্ত সন্তান যেন আমাদের ঘরে ঘরে জন্মায় যারা বিপদের দিনে স্বজনদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহপাক তাকে এজন্য যোগ্য প্রতিফল দান করুন- এমন দোয়া কামনা করেছেন তার ঘনিষ্টজনরা।

দোয়া কামনা: এদিকে ব্রঙ্কসের পরিচিত মুখ মোতাসিম বিল্লাহ তুশারের মাতার রুহের মাগফেরাত এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর কিডনি প্রতিস্থাপন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এক দোয়া অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবার (১ এপ্রিল) ব্রঙ্কসের খলিল পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন আই-টিভি ইউএস এর পরিচালক মাওলানা মোহাম্মদ শহীদউল্লাহ। এসময় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, নবীজীর রওজা মোবারকের পাশে সপুত্র সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর ছবিটি তুলেছেন হাবিব রহমান।

## নিউইয়র্ক প্রবাসী কামাল হোসেন মিঠুর পিতৃবিয়োগ

(শেষের পাতার পর)

কামাল হোসেন মিঠু ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেনের পিতা জাহিদুল হক (৮৪) মহামারী করোনা-ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তিনি বৃহস্পতিবার (১ এপ্রিল) বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটার দিকে চট্টগ্রামের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

বিবিসি-তে কর্মরত সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেন বাবার মৃত্যু ঘিরে শুক্রবার তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন- 'আমার বাবা জাহিদুল হক গতকাল চিরকালের জন্য আমাদের ছেড়ে গেছেন। কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার পর গত দুই সপ্তাহ ধরে তিনি চট্টগ্রামের ইম্পেরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চট্টগ্রামে আমাদের গ্রাম দৌলতপুরের কাজী বাড়ীর পারিবারিক গোরস্থানে আমার দাদীর কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়েছে।

গত দুটি সপ্তাহ ছিল আমার বাবা এবং আমাদের পরিবারের জন্য এক কঠিন দুঃসময়। মৃত্যু এক অমোঘ নিয়তি। কিন্তু বিশ্বজুড়ে এক ভয়ংকর মহামারীর মধ্যে, হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে নিঃসঙ্গ অবস্থায়, করোনা-ভাইরাসের সঙ্গে একা একা এক কষ্টকর লড়াই শেষে বাবাকে যেভাবে শেষ বিদায় নিতে হয়েছে, সেটির জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের এই কঠিন দুঃসময়ে আমাদের যেসব আত্মীয়-বন্ধু-স্বজন এবং শুভানুধ্যায়ী আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, নানাভাবে আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা।

গতকাল থেকে এপর্যন্ত আমার পিতার মৃত্যুতে যারা আমাদের শোক-সমবেদনা জানিয়েছেন, সান্তনা দিয়েছেন, তাদের সবাইকেও আমার এবং আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ।'

কামাল হোসেন মিঠু তার ফেসবুকে লিখেছেন- 'আমার আব্বাকে ওরা নিয়ে যাচ্ছে। আমি আর আমার আব্বাকে দেখবো না কোনদিন। আমি জানি না কি লিখতে হয়!! আমি শুধু জানি আমার আব্বা আর নাই। আমি শুধু জানি আমার আব্বা আর নাই।

হাতজোড় করে আপনাদের কাছে আমি আমার আব্বাটার জন্য দোয়া চাই।'

**শোক প্রকাশ:** বিশিষ্ট সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেন ও কমিউনিটি অ্যক্টিভিষ্ট কামাল হোসেন মিঠু'র পিতা জাহিদুল হক এর ইন্তেকালে 'হককথা.কম ও বার্তা সংস্থা ইউএনএ'-এর পক্ষ থেকে সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাকত কামনা করেছেন।

এছাড়াও চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ নেতৃবৃন্দ ছাড়াও নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জাহিদুল হক এর ইন্তেকালে পৃথক পৃথক বার্তায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

## বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদের সেক্রেটারী রহিমের ইন্তেকাল

(শেষের পাতার পর)

আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। স্থানীয় মাইমুনাইডিজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার দুপুরে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে, টুইন ২ মেয়ে সহ অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তার দেশের বাড়ী চট্টগ্রামের সন্দীপ উপজেলার কালাপানিয়া ইউনিয়নে। খবর ইউএনএ'র।

জানা গেছে, ব্রুকলীনে বসবাসকারী আবদুর রহিম দীর্ঘদিন ধরে কিডনী সমস্যা ছাড়াও ডায়াবেটিস রোগ সহ শারীরিক নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। গত সপ্তাহে শারীরিক চিকিৎসার জন্য হাসাপাতালে গেলে তার কভিড ১৯ পজেটিভ পাওয়া যায়। এরপর থেকেই তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ইতিমধ্যেই তার অবস্থার অবনতি ঘটলে বৃহস্পতিবার রাতে তাকে হাস-পাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়। তার মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শনিবার বাদ জোহর তার নামাজে জানাজা বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদ সংলগ্ন খোলা রাস্তায় অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য বিধি মেনে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী এতে অংশ নেন। রোববার মরহুম অব্দুর রহিমের মরদেহ লং আইল্যান্ডস্থ ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালের মুসলিম কবর স্থানে দাফন করা হয়।









## মিসবার সমর্থনে খাসাড়ীপাড়া বাসীর মতবিনিময়

(শেষের পাতার পর)

বাজার উপজেলার খাসাড়ীপাড়ার সন্তান হিসেবে মিসবা আবদীনকে জয়ী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। উল্লেখ্য, আগামী ২২ জুন ডেমোক্র্যাট দলীয় এই প্রাইমারী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। খবর ইউএনএ'র।

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ মতিন রেষ্টুরেন্টে শনিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আয়োজক এসোসিয়েশনের যুগ্ম আহ্বায়ক লুৎফর রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী, ফাতেমা ব্রাদার্স-এর চেয়ারম্যান হাজী শামসুল ইসলাম। এতে সিটি কাউন্সিলম্যান প্রার্থী মিসবা আবদীন ও তার ক্যাম্পেইন ম্যানেজার এটর্নী সিলভিয়া ছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নিউ-ইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, এবিটিভি'র এমডি ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, এবিটিভি'র সিইও রিজু মোহাম্মদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আব্দুল্লাহ আল আরিফ, ফয়জুর রহমান, মোস্তাক আহমেদ, সেলিম উদ্দিন, মিজানুর রহমান, সেলিম মাহমুদ, মাহিন রহমান প্রমুখ।

সভা পরিচালনা করেন এসোসিয়েশনের সদস্য সচিব মোহাম্মদ ফাহিম শাকিল অপু।

সভার শুরুতে সদ্য প্রয়াত বিয়ানীবাজারের বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ হাবিবুর রহমান বিএ সহ সাম্প্রতিকালে যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়। মুনাজাত পরিচালনা করেন হাজী শামসুল ইসলাম।

সভায় বক্তারা বলেন, ছোট বেলা থেকেই মিসবা আবদীন সামাজিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি খেলাধুলা আর জনসেবায় নিয়োজিত থেকে কাজ করে চলেছেন। তার নির্বাচনী এলাকায় বাংলাদেশী কমিউনিটি ছাড়াও অন্যান্য কমিউনিটিতে একজন সমাজকর্মী হিসেবে তার ব্যাপক পরিচিত রয়েছে। দল-মত নির্বিশেষে তার সমর্থনও আছে। তাই যার যার অবস্থা থেকে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে তার জন্য কাজ করলে মিজবা আবদীনের বিজয় নিশ্চিত।

মিসবা আবদীন বলেন, মানুষের জন্য কাজ করতে আমার ভালো লাগে বলেই ছোট বেলা থেকে সমাজসেবা করে চলেছি। মানুষের চাওয়ায় আমি প্রার্থী হয়েছি। আর নিউইয়র্ক সিটির ৪০টি আসনে যারা আগমী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তাদের মধ্যে আমিই সর্বোচ্চ স্বাক্ষরগ্রহণ করে প্রার্থীতা দাখিল করেছি। তিনি বলেন, সবাই যার যার অবস্থান থেকে কাজ করলে আমাদের জয় আসবে।



## 'টেস্ট মর্যাদা পাওয়া সম্মানের, চ্যালেঞ্জেরও'

(শেষের পাতার পর)

গত বৃহস্পতিবার (১ এপ্রিল) বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটারদের টেস্ট ম্যাচ মর্যাদা দিয়েছে।

টেস্ট মর্যাদা পাওয়া যেমন সম্মানের একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জেরও। এমনটিই বলছেন বিসিবির নারী ক্রিকেট বিভাগের প্রধান শফিউল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন, আইসিসির ঘোষণায় আমাদের মেয়েদের ক্রিকেটের চেহারা পাল্টে দেওয়ার সুযোগ এসেছে। লোকবল বাড়াতে হবে। এতে আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জও আছে। তিনি আরও বলেন, পরের বোর্ড সভায় আমি এ নিয়ে আলোচনা করব। একটা মাঠ হবে শুধু মেয়েদের ক্রিকেটের জন্য। সেখানে ইনডোর, জিম থেকে শুরু করে সব সুযোগ-সুবিধা থাকবে।

জাতীয় দলের অধিনায়ক সালমা খাতুন বলেন, এই টেস্ট স্ট্যাটাস আমাদের মেয়েদের ক্রিকেটকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। জাতীয় দলের তারকা ক্রিকেটার ও সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলম বলেন, আইসিসির টেস্ট মর্যাদা পাওয়ায় আমি খুশি। আশা করছি স্বপ্ন শিগগিরই সত্যি হবে।

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

## ক্যাপিটল হিলে হামলাকারী কে এই যুবক?




**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটল হিলে গত জানুয়ারীতে রক্তাক্ত দাঙ্গার তিন মাস না যেতেই শুক্রবার (২ এপ্রিল) আবারও হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে এ হামলার সঙ্গে সন্ত্রাসী তৎপরতার কোনো সম্পৃক্ততা নেই বলে জানিয়েছেন দেশটির কর্মকর্তারা। ক্যাপিটল হিলে এবারের হামলাকারীর নাম-পরিচয় জানা গেছে। তার নাম নোয়া গ্রিন (২৫)। তিনি ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হামলাকারী নোয়া গ্রিনকে 'নেশন অব ইসলাম' নামের একটি দলের সদস্য হিসেবে দেখা গেছে। খবর সিএনএনের। ইনস্টাগ্রামে নোহা গ্রিন যুক্তরাষ্ট্রের (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)



### বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ

# বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সমালোচনা যুক্তরাষ্ট্রের

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন, বেআইনি অথবা খেয়ালখুশিমতো হত্যাকান্ড, জোরপূর্বক গুম, মিডিয়ায় সেন্সরশিপ, সাইট ব্লক করে দেয়াসহ বিভিন্ন ইস্যুতে কড়া সমালোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ২০২০ সালের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত মানবাধিকার বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদনে এমন সমালোচনার তীর ছোড়া হয়েছে। এতে তুলে ধরা হয়েছে কক্সবাজারে পুলিশের গুলিতে নিহত অবসরপ্রাপ্ত মেজর রাশেদ খান সিনহার কথা। ফটো সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলের প্রসঙ্গ। সমালোচনা করা হয়েছে সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে। সমালোচনা করা হয়েছে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, সরকার অথবা তার এজেন্টরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড চালায়, জোরপূর্বক গুম করে বাংলাদেশে। নির্যাতন চালানো হয় এবং নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়।

অমানবিক অথবা অপমানজনক আচরণ করে অথবা শাস্তি দেয় সরকার বা তার এজেন্টরা। ওই রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, জেলখানার পরিবেশ আরো খারাপ, জেলের ভিতরে জীবন হারানোর হুমকি রয়েছে। খেয়ালখুশিমতো অথবা বেআইনিভাবে আটকে রাখার ঘটনা অব্যাহত আছে। ব্যক্তিগত বিষয়ে খেয়ালখুশিমতো অথবা বেআইনিভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়। সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের প্রতি সহিংসতা, সহিংসতার হুমকি ও খেয়ালখুশিমতো গ্রেপ্তার করা হয়। শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং মুক্তভাবে মত প্রকাশের অথিকারে উল্লেখযোগ্যভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়। বেসরকারি সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাপক বিধিনিষেধমূলক আইন রয়েছে। তাদের কর্মকান্ডের ওপর বিধিনিষেধ রয়েছে। মুক্তভাবে চলাচলের ওপরও বিধিনিষেধ রয়েছে। বিধিনিষেধ রয়েছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ওপর।

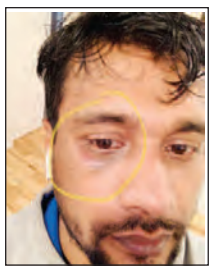
ওই রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, দুর্নীতি অব্যাহত আছে। নারী ও কন্যা শিশুদের বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল সহিংসতা অব্যাহত আছে। তদন্ত ও জবাবদিহিতায় ঘাটতি রয়েছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে হুমকি ও সহিংসতা হয়। সমকামীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা হয়। সমকামীদের শারীরিক সম্পর্ককে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে আইন রয়েছে। নিরপেক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক অধিকারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিধিনিষেধ আছে। আরো আছে শিশু শ্রমের খুব খারাপ অবস্থা। রিপোর্ট আরো বলা হয়, সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশে রয়েছে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা। এর অধীনে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা থাকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ২০১৮ সালে যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে, তাতে শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয়বার ৫ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ধরে রেখেছেন। কিন্তু ওই নির্বাচনকে পর্যবেক্ষকরা অবাধ ও সুষ্ঠু বলে মনে করেন না। অনিয়ম, যেমন ব্যালট বাক্স ভরাট করা এবং বিরোধী দলীয় পোলিং এজেন্ট ও ভোটারদে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়, নিরাপত্তা রক্ষায় সমন্বিতভাবে কাজ করে পুলিশ বর্ডার গার্ডস, সন্ত্রাস বিরোধী ইউনিট, যেমন র‍্যাব। নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে বেসামরিক কর্তৃপক্ষ। নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের বিরুদ্ধে বহু নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ আছে।

রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ক্ষমা করে দেয়া হয়। এতে বলা হয়েছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা উল্লেখযোগ্যভাবে সীমাবদ্ধ। অনেক সাংবাদিক সরকারের হয়রানি ও প্রতিশোধ নেয়ার ভয়ে সমালোচনামূলক লেখা নিজেরাই সেন্সর করেন। সাইবার ক্রাইম কমিয়ে আনতে ২০১৮ সালে পাস করা হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। এর অধীনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, জাতীয় সঙ্গীত অথবা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে কোনো রকম প্রপাগান্ডা ছড়িয়ে দেয়ার শাস্তি ১০ বছরের জেল পর্যন্ত রাখা হয়েছে। করোনা মহামারিকালে, সরকারের গৃহীত কর্মকান্ডের বিষয়ে প্রশ্ন তোলায় কয়েকজনের বিরুদ্ধে এই আইন ব্যবহার করেছে সরকার। এ ছাড়া মত প্রকাশের স্বাধীনতায় আরো বিধিনিষেধ ইস্যু করেছে সরকার। ২০২০ সালের ১৬ এপ্রিল ডিপার্টমেন্টম অব নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলায় নার্সদেরকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। ২৩ এপ্রিল মিডিয়ার সঙ্গে সব স্বাস্থ্য কর্মকর্তার কথা বলা নিষিদ্ধ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। দেশে এবং বিদেশে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে সরকার, সরকারি প্রতিনিধি, নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট, বিভ্রান্তিকর এবং প্ররোচনামূলক বিবৃতি দেয়াকে বিধিনিষেধ দিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৩ অক্টোবর। ৩ মে পর্যন্ত এক সপ্তাহে মিডিয়া আউটলেট রিপোর্ট করে যে, কমপক্ষে ১৯ জন সাংবাদিক, অধিকারকর্মী, অন্যান্য নাগরিককে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে মানহানি, গুজব ছড়ানো এবং সরকার বিরোধী কর্মকান্ড যুক্ত থাকার। ওই রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, প্রিন্ট এবং অনলাইন নিরপেক্ষ মিডিয়া বছরজুড়েই ছিল সক্রিয় এবং তারা বিভিন্ন রকম দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছে। কিন্তু সরকারের সমালোচনাকারী মিডিয়াগুলো ছিল চাপে। দেশে সরকারি টেলিভিশন স্টেশনে সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল সরকারের। এ ছাড়া বিনামূল্যে সরকারি কন্টেন্ট বেসরকারি চ্যানেলগুলো প্রচার করেছে। লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ করেছেন নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো। টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের। সাংবাদিকদের শারীরিক হামলা, হয়রান এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে কর্তৃপক্ষ। এর মধ্যে রয়েছে গোয়েন্দা সংস্থা, ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছাত্র সংগঠন। এই আইনকে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ভয়ভীতি প্রদর্শনের হাতিয়ার হিসেবে দেখছেন মানবাধিকারের কর্মীরা। সংবাদপত্র সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদকীয় পরিষদ এই আইনকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কণ্ঠরোধ বলে অভিহিত করেছে।

# 'কৃষ্ণাঙ্গের হামলায় আহত' খবরের সংশোধন

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** বাংলা পত্রিকা'র গত সপ্তাহে (২৯ মার্চ, ২০২১) শেষের পাতায় প্রকাশিত ' 'কৃষ্ণাঙ্গের হামলায় ব্রুকলীনে দুই বাংলাদেশী আহত' শীর্ষক খবরের সংশোধন জানিয়েছেন ঐ ঘটনার শিকার মো: মাঈন উদ্দিন।





তিনি জানান, 'আমি ইউএস ফ্রাইড চিকেন রেষ্টুরেন্টে কাজ করি। গত ২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার রাত ১১:৩০ মিনিটে ১৪৫৩ ইষ্ট নিউইয়র্ক এভিনিউস্থ রেষ্টুরেন্টে কর্মরত অবস্থায় ২ কৃষ্ণাঙ্গ আক্রমণ করে। ঘটনার রাতে আমি কিচেন-এ কাজ করছিলাম। এমন সময় সামনের কাউন্টারে কৃষ্ণাঙ্গের সাথে আমার সহকর্মীর সাথে কথা কাটাকাটি হয়। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে কৃষ্ণাঙ্গ গ্লাস টপকে ষ্টোরের ভিতরে ঢুকে যায়। এসময় আমার সহকর্মী ষ্টোর থেকে বেরিয়ে ৭৩ প্রিসিংক্টে চলে যায়। সেসময় আমাকে ষ্টোওে একা পেয়ে কৃষ্ণাঙ্গ এবং তার সহযোগী আরেকটি মেয়ে আঘাত করে। তারা আমার চোখে ঘুষি (পাঞ্চ) মারে। এরপর লোহার তৈরী (মেটাল) জাতীয় কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করে। আমি মাথায় আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। এরপরও তারা আমাকে এলোপাথারি মারতে থাকে। সেসময় পুলিশ এসে ২ কৃষ্ণাঙ্গকে গ্রেফতার করে এবং আমাকে ব্রুকডিল হাসপাতালে প্রেরণ করে। ভোরে আমাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসা দিয়ে হাসপাতাল থেকে বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। বর্তমানে আমি আতঙ্কে আছি এবং ঘটনার পর থেকে কাজে যাওয়া থেকে বিরত রয়েছি।'

### ট্রাম্পের কণ্ঠে পোস্ট করা কনটেন্টও সরাবে ফেসবুক

# নতুনভাবে অনলাইন দুনিয়ায় ফিরলেন ট্রাম্প

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফাস্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প নতুন করে অনলাইনে প্রবেশ করেছেন। নিজেদের অফিসিয়াল কাজকর্ম করতে দুইজন মিলে নতুন ওয়েবসাইট তৈরি করেছেন। এর নাম দিয়েছেন '৪৫অফিস ডটকম'। খবর-সিএনএন'র।



এর আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিষিদ্ধ হন সাবেক এই প্রেসিডেন্ট। ক্যাপিটল হিলে হামলায় উসকানি দেওয়ার ঘটনায় তাকে নিষিদ্ধ করা হয়।

নতুন ওয়েবসাইটটি সাবেক প্রেসিডেন্টের দীর্ঘ একটি জীবনী দিয়ে শুরু হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 'ডোনাল্ড জে. ট্রাম্প ইতিহাসের সবচেয়ে অসাধারণ রাজনৈতিক কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক যুগের পরিসমাপ্তি ঘটান, ওয়াশিংটনে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে পরাজিত করেন এবং সত্যিকারের বহিরাগত হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।'

ওয়েবসাইটটিতে ট্রাম্পের কয়েকডজন ছবি আপলোড করা হয়। ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে এয়ার ফোর্স ওয়ানে ওঠার ছবি, উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও এক শিশুকে চুমু খাওয়ার ছবি। অন্যান্য ছবিতে দেখা গেছে প্রেসিডেন্ট ও মেলানিয়া ট্রাম্পের নাচের ছবি। সেই সঙ্গে এ-ও বলা হয়েছে যে চীন থেকে করোনাভাইরাস মহামারি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে। তবে ওয়েবসাইটে দুটি ইমপিচমেন্টের কথা বলা হয়নি।

**এবার ট্রাম্পের কণ্ঠে পোস্ট করা কনটেন্টও সরাবে ফেসবুক**

অরেক খবরে প্রকাশ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষিদ্ধের পর এবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের কণ্ঠে পোস্ট করা অন্যান্য কনটেন্টও সরিয়ে ফেলবে ফেসবুক।

বিবিসি জানিয়েছে,ট্রাম্পের (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Design, Printing, Flyer, Business Card, Banner, Poster & more!

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

নাক্টার শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

# নতুনভাবে অনলাইন দুনিয়ায় ফিরলেন ট্রাম্প

(৪৬ পাতার পর)

পুত্রবধূ ও মিডিয়াব্যক্তিত্ব লারা ট্রাম্পের নেওয়া একটি ভিডিও পোস্ট সরিয়ে নিয়েছে ফেসবুক। এ ঘটনায় লরাকে সতর্ক করে মেইল পাঠায় ফেসবুক কর্তৃপক্ষ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের কণ্ঠে পোস্ট করা কনটেন্টও সরিয়ে ফেলবে তারা। যেসব অ্যাকাউন্ট থেকে ট্রাম্পের এ ধরনের কনটেন্ট শেয়ার করা হবে, সেসব অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রেও বাড়তি বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে।

আমেরিকান সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজের কন্ট্রিবিউটর লারা ট্রাম্প ফেসবুকের পাঠানো সেই মেইলের স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন। মেইলে বলা হয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টগুলোতে যে ব্লক রাখা হয়েছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কণ্ঠে পোস্ট করা অন্যান্য কনটেন্টও সরিয়ে ফেলা হবে। এটি সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টকেও বাড়তি বিধিনিষেধের মুখে ফেলে দেবে।

এর আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিষিদ্ধ হন সাবেক এই প্রেসিডেন্ট। ক্যাপিটল হিলে হামলায় উসকানি দেওয়ার ঘটনায় তাকে নিষিদ্ধ করা হয়।

# ক্যাপিটল হিলে হামলাকারী কে এই যুবক?

(৪৬ পাতার পর)

সরকারকে কৃষ্ণাঙ্গদের এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে মন্তব্য করেছেন। এছাড়া নিজেকে লুইস ফারাখানের অনুসারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন তিনি।

স্থানীয় সময় শুক্রবার দুপুর ১টার দিকে কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটল হিলে ওই হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় এক পুলিশ কর্মকর্তা নিহত এবং আরেকজন আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় হামলাকারী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে।

ওয়াশিংটন ডিসির মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান রবার্ট কনটে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, এখন পর্যন্ত এই হামলাকে সন্ত্রাসবাদের ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না।

এক বিবৃতিতে তিনি নিহত পুলিশ কর্মকর্তার নাম উইলিয়াম বিলি ইভান্স বলে উল্লেখ করেন। ইভান্স ক্যাপিটল পুলিশে ১৮ বছর ধরে কাজ করছিলেন। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে রবার্ট কনটে জানান, দুপুর ১টার দিকে ক্যাপিটল হিলের পুলিশের অ্যালার্ট সিস্টেম থেকে একটা মেইল আসে। ওই মেইলে বলা হয়, ক্যাপিটল হিলের ভেতরে-বাইরে যারা রয়েছে তারা যেন কোনো কিছুর আড়ালে অবস্থান করে নিজেদেরকে রক্ষা করেন। সে সময় সবাইকে জানালা বা দরজার কাছ থেকে সরে যেতে বলা হয়।

তিনি জানান, ওই সময় সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি একটি নীল রঙের সেডান গাড়ি নিয়ে ক্যাপিটল হিলের উত্তর দিকের বেরিকেডের ওপর আছড়ে পড়েন। তারপর চালক গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ছুরি নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এ সময় পুলিশের একজন সদস্য তাকে গুলি করে। তবে হামলাকারী নিহত হওয়ার আগেই তার ছুরিকাঘাতে দুজন পুলিশ কর্মকর্তা আহত হন, যাদের একজন পরে মারা যান। এর আগে গত ৬ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুসারীরা ক্যাপিটল হিলে ঢুকে ভাঙচুরসহ সহিংসতায় লিপ্ত হয়। ওই ঘটনায় দুইজন পুলিশসহ ৫ জন নিহত হন।

# ফখরুল ইসলাম খানের ইন্তেকাল

(শেষের পাতার পর)

কামালগঞ্জস্থ নিজ বাড়ীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তার আকস্মিক ইন্তেকালের খবরে দেশ ও প্রবাসে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, সপরিবারে কুইন্সের জ্যামাইকায় বসবাসকারী এবং যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাবেক উপদেষ্টা ফখরুল ইসলাম খান গত মাসে দেশে যান। তিনি সিলেট সদর সমিতি ইউএসএ'র ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছাড়াও দেশ ও প্রবাসের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। এছাড়াও তিনি কমিউনিটিতে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ 'তাজমহল রেষ্টুরেন্ট'-এর মালিক হিসেবে সমধিক পরিচিত।

**শোক প্রকাশ:** যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাবেক উপদেষ্টা ফখরুল ইসলাম খানের ইন্তেকালে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সামসুদ্দীন আজাদ ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

এছাড়াও বাংলাদেশ সফররত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান পৃথক বার্তায় ফখরুল ইসলাম খানের ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন বলে সংগঠনের প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া (হাজী এনাম) জানিয়েছেন।

আরো শোক প্রকাশ করেছেন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল, সাবেক সভাপতি বিলাল আহমেদ চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AA American Airlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086


# বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika


MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA





### আজ প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী
## কামাল আহমেদ ছিলেন নিভৃতচারী সমাজসেবী



**আহবাব চৌধুরী খোকন:** আজ ৫ এপ্রিল বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর নির্বাচিত, সভাপতি কমিউনিটির অতি প্রিয় আপনজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় কামাল আহমেদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। গত বছরের এই দিনে বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

### গ্রোসারীগুলোতে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি!
# রোজার প্রস্তুতি সর্বত্র

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** পবিত্র রমজান সমাগত। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৩ এপ্রিল মঙ্গলবার থেকে নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকায় রোজা শুরু হওয়ার কথা। ফলে মুসলিম কমিউনিটিতে চলছে রজমানের প্রস্তুতি। বিশেষ করে বিভিন্ন মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে রমাজান ক্যালেন্ডর, নিয়োগ করা হচ্ছে খতম তারাবীর নামাজের জন্য হাফেজ, চলছে তারাবীর নামাজ সহ ইফতার আয়োজনের প্রস্তুতি। তবে এসব আয়োজনে মহামারী করোনা পরিস্থিতি সামনে রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি গ্রোসারী স্টোরগুলোতে রমজান মাসের প্রতিদিনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী মজুত করা হচ্ছে। নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, আল আলাফা ইসলামিক সেন্টার, হাজী ক্যাম্প মসজিদ, (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)



## নবীজির অনুসরণে মুসলিম জাতির সম্মান

ড. সাঈদুর রহমান আজমি নদভি: বর্তমানে কিছু মানুষ শুধু এ জন্য ইসলামকে অপছন্দ করেন যে, ইসলাম ধারণ করলে নিজের নেতৃত্ব, ক্ষমতা, পার্থিব ও ব্যক্তিস্বার্থ হুমকির ---(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়



### দোয়া কামনা
## সৈয়দ ইলিয়াস খসরুর কিডনিট্রান্সপ্লান্ট ১৯ এপ্রিল

**বিশেষ প্রতিনিধি:** পবিত্র মদীনা শরীফে মসজিদে নববীর ভেতর রাসুল (সা:) (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

### সাঈদ তারেক-এর কলাম
## ভয়াবহ করোনা!

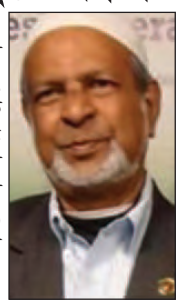


বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারন করেছে। এর মধ্যে আক্রান্তের সকল অতীত রেকর্ড অতিক্রম করেছে। মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি দিন জ্যামিতিকহারে বাড়ছে। মাত্র সেদিনও (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

## কমিউনিটিতে শোকের ছায়া

### ফখরুল ইসলাম খানের ইন্তেকাল

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** একাত্তুরের মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, সিলেট পৌরসভার সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফখরুল ইসলাম খান আর নেই। তিনি শুক্রবার (২ এপ্রিল) সকালে সিলেট নগরীর (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)



### বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদের সেক্রেটারী রহিমের ইন্তেকাল

**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):** নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, ব্রুকলীনের বায়তুল জান্নাহ জামে মসজিদ ও মুসলিম কমিউনিটি সেন্টার পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারী আবদুর রহিম (৬১) মহামারী করোনায় (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)



### পুন: নিয়োগ ৫ জন
## কমিউনিটি বোর্ডে নতুন ৩ বাংলাদেশী

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** নিউইয়র্কের মূলধারার রাজনীতির অংশ হিসেবে আগের মতো এবারও বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী-আমেরিকান সিটির বিভিন্ন কমিউনিটি বোর্ডের (সিবি) সদস্য মনোনীত বা পুনরায় মনোনীত হয়েছেন। ফলে কমিউনিটিতে আনন্দ বিরাজ করছে। বিশেষ করে কুইন্স বরোর বিভিন্ন বোর্ডে অন্তত ৮জন বাংলাদেশী বিভিন্ন বোর্ডের সদস্য মনোনীত বা পুনরায় মনোনীত হয়েছেন। মূলধারা সহ কমিউনিটিতে তাদের কর্মকান্ড বিচার-বিশ্লেষন করেই তাদের (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

## শোটাইম মিউজিকের অনন্য ‘ভারসাটাইল নাইট’

**অপু:** শনিবার সন্ধ্যায় কুইন্স পেলেসে অনুষ্ঠিত হলো শোটাইম মিউজিক-এর নিটোল, আনন্দঘন, অত্যন্ত সুন্দর অনুষ্ঠান ‘ভারসাটাইল নাইট’। করোনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত দর্শকদের নিয়ে একটি উপভোগ্য অনুষ্ঠান উপহার দেন আলমগীর খান আলম।
নিউইয়র্ক সহ বিশ্বব্যাপী কভিড ভাইরাসের ছোবলে মানুষ যখন দিশেহারা। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ আর ঘরে বসে থেকে মানুষ হয়ে উঠেছে যন্ত্রণা বেস্টিত। এই রকম সময়ে শোটাইম মিউজিক নিউইয়র্ক প্রবাসীদের সবসময়ই এনটারটেইন (বাকি অংশ ২৭ পাতায়)

## নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল নির্বাচন

### মিসবা র সমর্থনে খাসাড়ীপাড়া বাসীর মতবিনিময়



**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):** নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের আসন্ন প্রাইমারী নির্বাচনে ব্রুকলীনের ডিষ্ট্রিক্ট-৩৭ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মিসবা আবদীনের সমর্থনে মতবিনিময় সভা করেছে খাসাড়ীপাড়া এসোসিয়েশন অব ইউএসএ। সভায় বক্তারা সিলেটের বিয়ানী ((বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

### মিডিয়ার সহযোগিতা চাইলের সাবুল

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** নিউইয়র্ক সিটির আগামী প্রাইমারী নির্বাচনে কমিউনিটি মিডিয়ার সহযোগিতা চাইলের সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট ২৪ এর প্রার্থী মোহাম্মদ সাবুল উদ্দিন। তিনি বলেন, মূলধারার রাজনীতিক (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



## হেলথ টিপস

### মানসিক রোগ বাইপোলার হাইপোম্যানিক

**ডা. সাঈদ এনাম**

ঘোরতর মানসিক রোগী বাইপোলার ডিসওর্ডার-হাইপোম্যানিকের প্রেজেন্টেশনটা বেশ ইন্টারেস্টিং। যারা বাইপোলার ম্যানিক তারা বেশ ভায়োলেন্ট (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়

## খেলার খবর

### বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল
## ‘টেস্ট মর্যাদা পাওয়া সম্মানের, চ্যালেঞ্জেরও’

**স্পোর্টস ডেস্ক:** ২০২১ সালের ১ এপ্রিল বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটের ইতিহাসে স্মরণীয় একটি দিন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়

## ২৩ কোটি টাকার লটারি জিতল বাংলাদেশী



**বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ** ৩৫ বছর ধরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে র‍্যাফেল ড্র ‘বিগ টিকিট’-এ অংশ (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

## যে প্রক্রিয়ায় বাড়ি বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন



এম কামাল: এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসাবে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

## নিউইয়র্ক প্রবাসী কামাল হোসেন মিঠুর পিতৃবিয়োগ

**বিশেষ প্রতিনিধি:** নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, সাবেক ছাত্রনেতা, চট্টগ্রাম কমার্স কলেজেন সাবেক ভিপি, চট্টগ্রাম সমিতি ইউএসএ’র কার্যকরী সদস্য (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)



### সরজমিন রিপোর্ট
## এক কাপ চা তিনজনে ভাগাভাগী ॥ ঘন্টা জুড়ে টেবিল দখল
### রেস্টুরেন্ট মালিক-কর্মচারিদের চাপা ক্ষোভ

**কামরুল মুন্না:** বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের সভ্য নগরী হিসেবে পরিচিত নিউইয়র্ক। যার সভ্যতার পরিচয় যুগ যুগ ধরে বহন করে আসছে আমেরিকার জনগন। যুক্তরাষ্ট্র সহ বলতে গেলে বিশ্বের (বাকি অংশ ২৬ পাতায়)

## মামুনুল হককে ‘হেনস্থা করায়’ বাবুনগরীর নিন্দা

**ঢাকা ডেস্ক:** নারায়ণগঞ্জে এক রিসোর্টে হেফাজতের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হককে হেনস্থা করার কড়া সমালোচনা করেছেন (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST GUARANTEE
Authorized e-file Provider
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সবকিছু মূল্যে!
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃ ষ্ঠায় দেখু ন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
BRITISH AIRWAYS
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com